Year 10 | Issue 34
20 - 26 OCTOBER 2023

বর্ষ ১০ | সংখ্যা ৩৪
৫ কার্তিক ১৪৩০
৫ রবিউল সানি ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বিয়ানীবাজারে কবর থেকে লাশ উত্তোলন

লন্ডন প্রবাসীর রহস্যজনক মৃত্যু

আমি মামাকে গোসল দিয়েছি, তাঁর বুকের বাম পাশে দাগ ও রক্ত জমাট ছিলো- ভাগনা

সিলেট প্রতিনিধি, ২০ অক্টোবর : বিয়ানীবাজারে বৃটিশ বাংলাদেশি পঞ্চাশোর্ধ এক নাগরিককে পরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। প্রায় দু'মাস আগে নৃশংস এ ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার মুড়িয়া ইউনিয়নের তাজপুর গ্রামে। নিহত জালাল উদ্দিন একই গ্রামের মৃত মাহমুদ আলীর পুত্র। এ ঘটনায় গত ১৭ সেপ্টেম্বর নিহতের মেয়ে আপন চাচাসহ ৪ জনকে অভিযুক্ত করে সিলেটের সিনিয়র

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। পরে আদালতের নির্দেশে বিয়ানীবাজার থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। সেই মামলায় আদালতের নির্দেশে দুইমাস পর কবর থেকে তার লাশ উত্তোলন করা হয়। গত ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার মুড়িয়া ইউনিয়নের তাজপুর গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান থেকে পুলিশ তার লাশ উত্তোলন করে। এ সময় ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমান, ওসি দেবদুলাল ধর ও পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) লুৎফুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

লাশ উত্তোলনের সময় একটি অনলাইন টিভি লাইভ সম্প্রচার করে। এতে জালাল উদ্দিনের লাশ উত্তোলনের দৃশ্য দেখতে শতশত মানুষকে ভীড় করতে দেখা যায়। এসময় অনলাইনে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মরহুমের ভাগনা পরিচয় দিয়ে এক যুবক বলেন, জালাল উদ্দিন আমার মামা ছিলেন। আমি তাঁকে গোসল দিয়েছি। তাঁর বুকের বাপ পাশে একটি জটিল দাগ দেখেছি। সেখানে রক্ত জমাট ছিলো। তাছাড়া গলার বাম দিকে চিকন একটি দাগ দেখেছি। সেখানেও রক্ত জমাট বাধা ছিলো। এসময় স্থানীয় আরো এক বাসিন্দা অনলাইন টিভিকে বলেন, জালাল উদ্দিন মৃত্যুর আগে বলে গেছেন তাঁকে মারধর করা হয়েছে।

নিহত জালাল উদ্দিনের মেয়ে ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী জোবায়দা জালাল এর মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, তার পিতা জালাল উদ্দিনের (৫৫) দেশে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে। এজন্য ২০১৯ সাল থেকে তিনি দেশে বসবাসরত ছিলেন। গত ১৯ আগস্ট জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে তার বড় চাচা সুনাম উদ্দিনসহ পরিবারের লোকজন ওইদিন তার পিতাকে মারধর করেন। বিকালেই মৃত্যুর আগে তিনি বিষয়টি স্থানীয়দের অবহিত করেছেন।

এদিকে নিহতের সন্তানাদি প্রবাসে থাকায় বড় চাচা সুনাম উদ্দিন পুলিশকে না জানিয়ে ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরদিন জানাজা শেষে লাশ দাফন করেন। পিতাকে মারধরের খবর পেয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে সিলেটের পুলিশ সুপার বরাবর মেয়ে জোবায়দা জালাল প্রাথমিকভাবে অভিযোগ করেন এবং পরে দেশে এসে গত ১৭ সেপ্টেম্বর আদালতে মামলা করেন। মামলায় নিহতের বড় ভাই সুনাম উদ্দিন (৬০), তার দ্বিতীয় স্ত্রী রাবিয়া বেগম (৩৬), পালিত কন্যা মান্না বেগম (২২) ও একই এলাকার পাথারিপাড়া গ্রামের আব্দুল হাছিবকে অভিযুক্ত করেছেন। আদালতে মামলার পর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে জালাল উদ্দিনের স্বাভাবিক মৃত্যু না হত্যা, এ বিষয়ে গ্রামবাসী কোনো কথা বলতে রাজি হচ্ছেন না। তাদের মধ্যে এক ধরনের ভীতি কাজ করছে বলে দেখা যায়।

মামলার বাদী জোবায়দা জালাল বলেন, বড় চাচা আমাদেরকে হার্ট অ্যাটাকে বাবার মৃত্যুর কথা বলেছেন। পরে স্বজনদের মাধ্যমে জানতে পারলাম তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ততক্ষণে বাবার লাশ দাফন করা হয়েছে। তিনি বলেন, লাশ উত্তোলন করে ময়নাতদন্ত করলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আদালত থেকে ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেয়ার পরও দ্রুত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। মামলার প্রধান অভিযুক্ত সুনাম

পৃষ্ঠা ১৭

গাজায় হাসপাতালে হত্যাযজ্ঞ, স্তম্ভিত বিশ্ব

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর: 'আহত মানুষ দৌড়াতে দৌড়াতে অস্ত্রোপচারকক্ষের দিকে আসছিলেন আর চিৎকার করে বলছিলেন, "আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের সাহায্য করুন।" তখন হাসপাতালের ভেতরে হতাহত মানুষের দেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।' বলছিলেন গাজার আল-আহলি আল-আরাবি হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক ফাদেল নাইম। খবর রয়টার্স ও আল জাজিরা।

পৃষ্ঠা ১৭

Send money to Bangladesh in minutes
Cash pick-up | Bank deposit | Mobile Wallet
Services Available in: Stores & Authorised Agents Online / App
Scan to become a Ria Agent:
ria Money Transfer
Any Bank Payout · সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড Southeast Bank Limited · পুবালী ব্যাংক লিমিটেড PUBALI BANK LIMITED · AB Bank · Trust Bank A Bank for Financial Inclusion · bKash
020 7486 4233 Ria Money Transfer riamoneytransferuk
Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে বরা কমাণ্ডারের মতবিনিময়

টাওয়ার হ্যামলেটস ও হ্যাকনীতে অতিরিক্ত পুলিশী টহল জোরদার করা হয়েছে

টাওয়ার হ্যামলেটস এন্ড হ্যাকনী বারা পুলিশ কমান্ডার জেমস কনওয়ে ইস্ট লন্ডন মসজিদ এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার পরিদর্শন করেছেন। গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার দুপুরে তিনি মসজিদে আসেন এবং সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। মূলত ফিলিস্তিন-ইসরাইল পালপালটি হামলার ঘটনায় লন্ডনে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ার আশংকার প্রেক্ষিতে তিনি ইস্ট লন্ডন মসজিদে আসেন।

বরাহ কমা–ার বলেন, আমাদের কমিউনিটির মানুষ যাতে নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারে সেজন্য আমরা টাওয়ার হ্যামলেটস ও হ্যাকনীতে পুলিশী টহল জোরদার করেছি। তিনি বলেন, হেইট ক্রাইম ও ইসলাম বিদ্বেষ মোকাবেলায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যের মুসলিম কমিউনিটি সবচেয়ে বেশি হেইট ক্রাইমের শিকার হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ৩৯ শতাংশ হেইট-ক্রাইম মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে ঘটে চলেছে।

বারা কমাণ্ডার যোকোনো ধরনের হেইট ক্রাইম কিংবা ইসলাম বিদ্বেষী ঘটনা তৎক্ষনাত জরুরী ৯৯৯ নাম্বারে কল করে রিপোর্ট করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে ইস্ট লন্ডন মসজিদে কল করেও রিপোর্ট করা যাবে।

বারা কমাণ্ডার জেমস কনওয়ে জুমার নামাজের কিছুক্ষণ আগে মসজিদে পৌঁছে মারিয়াম সেন্টারের বারাকা খান গ্যালারীতে মসজিদের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মিলিত হন।

এতে উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদ এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের নবনিযুক্ত সিইও জুনায়েদ আহমদ, হেড অব অ্যাসেট এন্ড অপারেশন্স আসাদ জামান ও মারিয়াম সেন্টারের প্রধান সুফিয়া

আলম। পরে তিনি বারাকা খান গ্যারারী থেকে জুমার খুতবা শুনেন এবং নামাজ পড়ার দৃশ্য দেখেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গাজা অভিযানে ইসরায়েলকে সমর্থন দিলে যুক্তরাজ্যও যুদ্ধাপরাধী হবে: ব্রিটিশ এমপি

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের হামলায় বাধা দিতে আরও জোর প্রচেষ্টা না চালালে যুক্তরাজ্যও যুদ্ধাপরাধের দায় এড়াতে পারবে না বলে সতর্ক করেছেন এক ব্রিটিশ এমপি।

পার্লামেন্ট সদস্য ক্রিস্পিন ব্লান্ট যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজকে বলেন, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলা সমর্থন করতে গিয়ে যে 'আইনি বিপদ' আছে, তা সরকারের কর্মকর্তারা এখনো বুঝতে পেরেছেন বলে তাঁর মনে হয় না। মাত্র ৩৬৫ বর্গকিলোমিটারের এলাকা গাজা উপত্যকায় ২২ লাখের বেশি মানুষের বাস। সেখানে ইসরায়েলের ভারী বোমা বর্ষণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এমপি ক্রিস্পিন ব্লান্ট।

ব্লান্ট ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অব জাস্টিস ফর প্যালেস্টাইনের (আইসিজেপি) সহপরিচালক। আজ শনিবার এ সংগঠনটির তরফ থেকে নিশ্চিত করা হয়, তারা 'গাজায় যুদ্ধাপরাধে সহায়তা ও প্ররোচনা দেওয়ার' জন্য যুক্তরাজ্যের সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে চান।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ঢুকে হামাসের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের হামলা এবং একটি সংগীত উৎসবে ২৫০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীসহ সহস্রাধিক নাগরিকদের হত্যার জবাবে গাজায় নিরবচ্ছিন্ন বিমান হামলায় এ পর্যন্ত ২ হাজার ২০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। হামাস যোদ্ধারা বলছেন, ইসরায়েলি হামলায় তাঁদের হাতে জিম্মি বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি এবং বিদেশি নাগরিকও নিহত হয়েছেন।

আইসিজেপি থেকে দেওয়া এক চিঠিতে ফিলিস্তিনিদের গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে সরে যাওয়ার জন্য এবং সামরিক কর্মকা–ের মধ্যে জড়ানোর ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানোর জন্য বলা হয়েছে। শনিবার লন্ডনের মধ্যাঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে পরিকল্পিত এক বিক্ষোভ চালানোর আগমুহূর্তে এ আহ্বান আসে। এ বিক্ষোভে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উত্তর গাজা থেকে ১১ লাখ মানুষকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল। সেই সঙ্গে খাবার, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ তো রয়েছেই। ইসরায়েলের এসব পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা না হলে 'ভয়াবহ' ফলাফল এবং মানবিক বিপর্যয় ঘটবে বলে সতর্ক করেছে সংস্থা দুটি।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বলছে, ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত ২ হাজার ২০০ জন নিহত হয়েছেন, এর মধ্যে ৫৮৩টিই শিশু বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

বাংলাদেশ হাইকমিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর: যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ই-পাসপোর্ট সেবা চালু করেছে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশন। গত বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনের বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জে ই-পাসপোর্ট সেবার উদ্বোধন করা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী ও যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম ই-পাসপোর্ট সেবার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী বাংলাদেশকে ডিজিটাল দেশে রূপান্তরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পৃষ্ঠা ১৮

ইসরাইলপন্থি খবরের কারণে বিবিসি দপ্তরে লাল রং স্প্রে

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : ফিলিস্তিনিপন্থি একদল বিক্ষোভকারী লন্ডনে অবস্থিত বিবিসির সদর দফতরের মূল প্রবেশপথে লাল রং স্প্রে করেছে। শনিবার সকালে এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা ফিলিস্তিনপন্থী সংগঠন ফিলিস্তিন অ্যাকশন এর দায় স্বীকার করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে পোস্ট করে দলটি জানায়, 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন

পৃষ্ঠা ১৮

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের বিশেষ আয়োজন

'পঞ্চব্রীহি' আবিষ্কারের গল্প শোনালেন বিজ্ঞানী

একবার রোপণ করে বছরজুড়ে ধানের পাঁচটি ফসল উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন

সারওয়ার-ই আলম : একবার রোপণ করেই বছরজুড়ে ধানের পাঁচটি ফসল উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ডক্টর আবেদ চৌধুরী। তিনি তাঁর এ আবিষ্কারের নাম দিয়েছেন 'পঞ্চব্রীহি'।

তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে প্রথম ফসল কেটে তোলার পর ধানগাছের গোড়ার অংশ আবার গজাবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর দ্বিতীয় ফসল ধরবে। এভাবে বোরো, আউশ ও আমন-এই

পৃষ্ঠা ১৮

IFIC MT UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ৬৫০+ আইএফআইসি ব্যাংক শাখা/উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

যত কঠিন কর্মসূচি আসুক, মাঠে থাকতে হবে: গয়েশ্বর

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : আগামী এক মাস নেতা-কর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যখন যে ঘোষণা আসবে বা ডাক আসবে, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মাঠে থাকতে হবে। যত কঠিন বা নিষ্ঠুর কর্মসূচি আসুক, তা সফল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর মালিবাগের একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এসব কথা বলেন। ভান্ডারিয়া সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও ব্যবসায়ী মাহমুদ হোসেনের বিএনপিতে যোগদান উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পিরোজপুর জেলা শাখা বিএনপি।

জাতীয় পার্টির (জেপি) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর চাচাতো ভাই মাহমুদ হোসেন। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পিরোজপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য। এই আসনে বিএনপির শক্তিশালী প্রার্থী নেই। তাই আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর চাচাতো ভাইকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাতে চায় জেলা বিএনপি। অনুষ্ঠানে আসা কয়েকজন নেতা-কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে এমন আভাস পাওয়া গেছে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজপথেই দ্রুত ফয়সালা করতে চান জানিয়ে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'আমরা বিষয়টা ফয়সালা করতে চাই তাড়াতাড়ি। তাই এখন থেকে আগামী একটি মাস আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। যখন যে ঘোষণা আসবে, ডাক আসবে, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মাঠে থাকবেন। যত কঠিন নিষ্ঠুর কর্মসূচি আসুক, তা সফল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। আমাকে বলেননি সেই অজুহাত শুনতে রাজি নই। আমার কমিটি নেই, সেই অজুহাত শুনতে রাজি নই। কমিটির মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, সেটাও জানতে চাই না। সবাইকে মাঠে থাকতে হবে।'

আন্দোলন সব জেলায় এক রকম হবে না জানিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, একটা জেলার প্রতি থানায় এক রকম হবে না। যেখানে যেটা প্রযোজ্য, সেটা করতে হবে। যা দিয়ে আঘাত করলে এরা যাবে, সেটাই প্রয়োগ করতে হবে।

মাহমুদ হোসেন দুর্দিনে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন উল্লেখ করে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, বিএনপি যাঁরা করেন, তাঁদের বাদ দিয়ে তো তিনি বিএনপি করতে পারবেন না।

সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। এই দুর্দিনে উনার যোগদানে একটা বীরত্ব আছে। যদি ক্ষমতায় আসার পর যোগ দিতেন বা শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন, তখন যোগ দিতেন, তাহলে বোঝা যেত সুবিধাবাদী বা স্বার্থের নেশায় এসেছেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়ে মাহমুদ হোসেন বলেন, জনগণের কল্যাণ সাধনে এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির কর্মী হিসেবে নিজেকে সম্পৃক্ত করলেন। বিএনপিকে শক্তিশালী করতে নিজের সর্বোচ্চটুকু করবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে এবং জেলা বিএনপির সদস্যসচিব গাজী ওয়াহিদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন দলের বরিশাল বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিন।

বিএনপির নেতা রুহুল কুদ্দুস তালুকদার আটক

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক মন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ডিবি বিষয়টি স্বীকার করেনি।

বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে তাঁর গুলশানের বাসা থেকে ডিবি পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিএনপির চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইংয়ের সদস্য শামসুদ্দিন দিদার জানান, রুহুল কুদ্দুস তালুকদারকে মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডিবি কার্যালয়ের সামনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর স্ত্রীসহ আরও কয়েকজন আছেন। তিনি দাবি করেন, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার তাঁর বিরুদ্ধে থাকা সব মামলায় জামিনে আছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডিবির একজন কর্মকর্তা রাত সোয়া ১২টার দিকে বলেন, 'রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে ডিবির একটি টিম আটক করে মিন্টো রোডের কার্যালয়ে নিয়ে এসেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আগামীকাল (বুধবার) জানানো হবে।'

যদিও রুহুল কুদ্দুস তালুকদারের আটকের বিষয়টি ডিএমপি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম শাখার উপকমিশনার (ডিসি) ফারুক হোসেন বলেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। ডিবি এমন কোনো তথ্য ডিএমপি মিডিয়াকে জানায়নি।

তাঁতী দলের কেন্দ্রীয় নেতা আটক

জাতীয়তাবাদী তাঁতী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে কাফরুল থানা-

পুলিশ। আজ রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর শেওড়াপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার অন্যজন হলেন আনিসুল হক ওরফে লুলু। তাঁর দলীয় পদ বা বিস্তারিত পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ।

কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফারুকুল আলম বলেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে করা একটি মামলার সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে ওই মামলা করা হয়। আগামীকাল বুধবার তাঁদের আদালতে হাজির করা হবে।

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

BARRISTER AHMED A MALIK

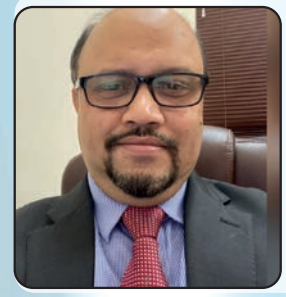

ARE YOU WORRIED ABOUT YOUR COURT CASE? LOOK NO FURTHER

Barrister Malik is an expert Court advocate, who will advise and represent you vigorously to achieve the best result in your complex legal matters.

He has over 30 years of experience, is very friendly, reliable and will give you the most appropriate and professional advice at affordable fee.

He and his colleagues are ready to help you in all types of cases, particularly in the following areas:

CIVIL LITIGATION (all types)
PROPERTY, FAMILY/CHILDREN
BUSINESS DISPUTES
IMMIGRATION (any difficult case)

ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক ও তাঁর সহকর্মীরা সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার সবধরনের আইনী উপদেশ, বিশেষ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কোর্ট কেইসে (যেকোনো কোর্ট) সাহায্য করতে পারেন। তাঁদের ফি অত্যন্ত রিজোনেবল।

WESTMINSTER LAW CHAMBERS
Direct Access Barristers
Tel: 020 7247 8458 Mob: 0771 347 1905
E: info@westminsterchambers.co.uk

City:
5 Chancery Lane,
London
WC2A 1LG

Whitechapel:
First floor,
214 Whitechapel Road
London E1 1BJ

Leytonstone:
Church Lane Chambers, 11-12 Church Lane,
London E11 1HG (near Leytonstone station)

www.westminsterchambers.com

পড়াইতে চাই
Wanted to teach
Year 1 to GCSE, Maths and English
Expert and more than 15 years experience in teaching.
Extra care will be taken for inattentive students.
Please contact: Sadath Al Mamun
GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons)LL.M (First Class First)
Contact: Phone: 07817 922 277
W 30-35

‘শেষ বার্তা দিচ্ছি, শেখ হাসিনাই নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান থাকবেন’

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের উদ্দেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ‘আপনি শেষ বার্তা দিচ্ছেন, আজ আমি শেষ বার্তা দিচ্ছি- শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান থাকবেন। শেখ হাসিনা আবারও জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী হবেন।’ বুধবার বিকালে আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণ আয়োজিত শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুলের পকেট গরম, মালপানি ভালো ঢুকেছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, ওনার (মির্জা ফখরুল) কথা গরম, হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে। আমাদের ভয় দেখায়। ফখরুল সাহেব জুস খায়, অনশন বন্ধ করে দেয়। আমাদের বার্তা দিচ্ছেন ক্ষমতা ছেড়ে দিতে, দিনকালও ঠিক করে দিচ্ছেন।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, ‘মির্জা ফখরুল পাঁচ তারকা হোটেলে নাস্তা করে অনশন করেন ৩ ঘণ্টা। আড়াই ঘণ্টা পর বিদেশি জুস খাইয়া অনশন বন্ধ করে দেন। এই আন্দোলন তারা করছে। আমাদের বার্তা দিচ্ছে, দিনক্ষণ বলে দিচ্ছে কবে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। বাংলাদেশের ম্যাজিক লিডার শেখ হাসিনা। আপনি (ফখরুল) কে বার্তা দেওয়ার?’

তিনি বলেন, ‘খেলা হবে বিএনপির বিরুদ্ধে, ভোট চুরির বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, লুটপাটের বিরুদ্ধে, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে। বিএনপি হলো খুনির দল, এদের হাতে রক্ত।’

এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিএনপির যোগাযোগের ইঙ্গিত দিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘উৎসাহিত হচ্ছেন, কারণ পশ্চিমারা নাকি উৎসাহ দিচ্ছে। ফখরুল সাহেব, দুনিয়ার অবস্থা ভালো না। তাদের নিজেদের ঘর সামলানোই কঠিন। তারা ঘর সামলাবে নাকি আপনাকে উৎসাহ দেবে? উৎসাহ দেওয়ার দিন শেষ।’

বিএনপির অবরোধ কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে কাদের বলেন, ‘অবরোধ করবেন? পালটা অবরোধ দেব। দাঁড়াতে দেব না। অবরোধ যারা করবে, তারাই সাধারণ মানুষের জন্য বাধা। তাদের বিরুদ্ধে মার্কিনিদের ব্যবস্থা কী হয়, সেটা দেখা হবে।’

২৮ অক্টোবর মহা-সমাবেশের ঘোষণা দিলেন মির্জা ফখরুল

‘সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত ফিরব না’

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : আগামী ২৮ অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ওইদিন মহাসমাবেশের মধ্য দিয়ে মহাযাত্রা শুরু হবে। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না।

তিনি বলেন, অনেক বাধা আসবে, বিপত্তি আসবে। সব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছুটে যেতে হবে।

বুধবার রাজধানীর নয়াপলটনে আয়োজিত সমাবেশে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল।

এদিন সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বিএনপির সমাবেশ শুরু হয় দুপর ২টায়। নয়াপলটনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সামনের সড়কে নির্মিত অস্থায়ী মঞ্চে সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণ বিএনপি। সমাবেশে দলের কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য দেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, আংশিক কর্মসূচি ঘোষণা করছি। ২৮ অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশ করব। এই মহাসমাবেশ থেকে আমাদের মহাযাত্রা শুরু হবে।

তিনি বলেন, ২৮ তারিখের মহাসমাবেশের পর আমরা আর থামব না। টানা কর্মসূচি চলবে। অনেক বাধা বিপত্তি আসবে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে অশান্তির এ সরকারের পতন ঘটাব আমরা।

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হক এবং দক্ষিণের সদস্য সচিব লিটন মাহমুদ এর যৌথ সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুস সালাম।

TANK JOWETT SOLICITORS
INCORPORATING GORDON SHINE AND COMPANY SOLICITORS

TANK JOWETT SOLICITORS
ট্যাংক জোয়েট সলিসিটর্স
সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত প্রধানসারির ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর্স ফার্ম

যেকোনো ফৌজদারী মামলায় আইনী সহায়তা দিতে আমাদের স্পেশাল লিগ্যেল টিম প্রস্তুত

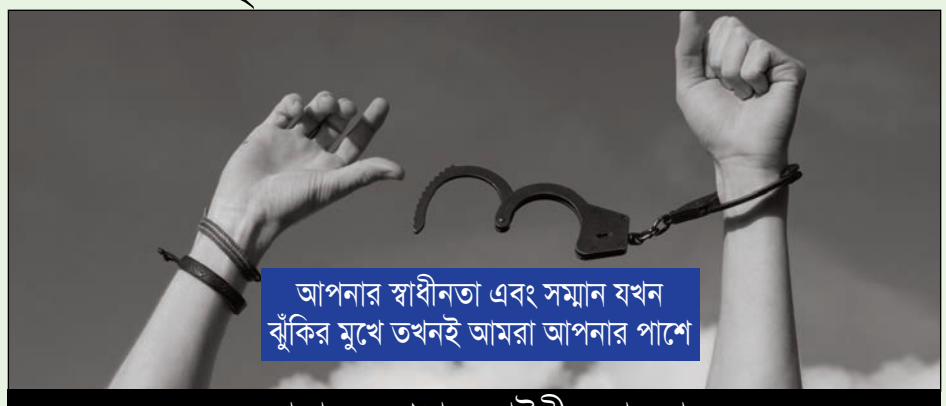

We have Legal Aid

আমাদের প্রধান আইনী সহায়তা

- পুলিশ স্টেশনে আপনার পক্ষে আইনী লড়াই
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও ক্রাউন কোর্টে রিপ্রেজেনটেশন
- মটরিং অফেন্স
- দুর্নীতি ও ঘুষ
- সন্ত্রাসবাদ
- কর্পোরেট
- গুরুতর প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ
- মানি লন্ডারী
- ট্যাক্স তদন্ত
- প্রেস এবং রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট
- যৌন অপরাধ
- প্রাইভেট প্রসিকিউশন

Rajesh Bhamm
Solicitor & Senior partner
M: 07931364820
E: r.bhamm@tankjowett.com

Jack ward
Legal Consultant
M: 07788205901
E: j.ward@tankjowett.com

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, Tel: 0207 965 7314
For 24 Hr Emergency, Tel: 0800 669 6065, Email: info@tankjowett.com

Central London Office: 107 -111 Fleet Street EC4A 2AB
West London Office: First Central 200, 2 Lakeside Drive NW10 7FQ

প্রকাশ্যে শক্তি দেখালেও ভেতরে ভেতরে চাপে আলীগ-বিএনপি

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : আওয়ামী লীগ ও বিএনপি–দুই দলই এখন যার যার অবস্থানের সমর্থনে প্রকাশ্যে শক্তি প্রদর্শনের পথে এগোচ্ছে। তবে দুই পক্ষের নেতাদের মধ্যে উদ্বেগ-উত্তেজনা রয়েছে। একধরনের স্নায়ুচাপেও পড়েছে দুই দল।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপিকে 'অস্তিত্বসংকটের' প্রশ্ন বিবেচনায় নিতে হচ্ছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগকেও 'প্রতিহিংসার শিকার' হওয়ার বিষয়টি ভাবতে হচ্ছে। দুই দলের শীর্ষ পর্যায়ের ছয়জন নেতার সঙ্গে কথা বলে এমন ধারণা পাওয়া গেছে।

শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষ শক্তির পরীক্ষায় জয়ী হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখলে সংকট গভীর হবে। দুই দলই মনে করছে, নিজ অবস্থান থেকে একটু নমনীয় মনোভাব প্রকাশ পাওয়ার অর্থই 'পরাজয়'। এমন পরিস্থিতিতে টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ মূলত চিন্তায় আছে, প্রতিহিংসার শিকার হওয়া নিয়ে। অন্যদিকে ১৭ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপির চিন্তা টিকে থাকা নিয়ে। এই পরিস্থিতি দুই পক্ষকে ভেতরে-ভেতরে একধরনের স্নায়ুচাপে ফেলেছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে এখন দুই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার জন্য একদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর অব্যাহত তৎপরতা, অন্যদিকে বিরোধী দলের আন্দোলন–দুই দিকই সামাল দিতে হচ্ছে তাদের। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলার সঙ্গে দলটি বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী যেকোনো মূল্যে তাদের সরকারের অধীনেই নির্বাচন করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, যেকোনো পরিস্থিতিতে সংবিধান মেনে নির্বাচন সম্পন্ন করতে তাঁরা প্রস্তুত। একই সঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে নানা ধরনের প্রত্যাশার চাপ তৈরি হয়। এর মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতির সংকটও যোগ হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগ চাপ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই এগিয়ে যাবে।

অন্যদিকে বিএনপি তাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে কি পারবে না, তা দলটির জন্য চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। সারা দেশে মামলার শিকার হওয়া হাজারো নেতা-কর্মীর চাপ রয়েছে আন্দোলনের পরিণতি দেখার। বিএনপি দাবি করছে, তাদের ৪৩ লাখ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মামলা রয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও দলটি বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন না করার অবস্থানে অটল থেকে আন্দোলনের চূড়ান্ত কর্মসূচির পরিকল্পনা করছে।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, এখন আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে নেওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। একতরফা নির্বাচন করার সরকারের উদ্যোগ মানুষ মেনে নেবে না। সরকারের একগুঁয়েমির কারণেই পরিস্থিতি অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছে।

দুই দলের বিপরীতমুখী অবস্থান এবং রাজপথে শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা সমঝোতার সম্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁরা মনে করেন, ছাড় না দেওয়ার মানসিকতা দেশের রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, দুই পক্ষই অস্তিত্বের সংকটের ভয় থেকে এ মুহূর্তে কোনো ছাড় দেওয়ার অবস্থানে নেই।

রাজপথে কর্মসূচির বিকল্প দেখছে না বিএনপি

গত বছরের জুলাই থেকে এক বছরের বেশি

সময় ধরে সরকারবিরোধী আন্দোলনে রয়েছে বিএনপি। দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত হাজারো নেতা-কর্মীকে যখন মামলার বোঝা বইতে হচ্ছে, তখন লম্বা সময় ধরে রাজপথের কর্মসূচি টেনে নেওয়া বিএনপির জন্য চ্যালেঞ্জের। দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করছে, সরকার এখন বিএনপির প্রতি আরও কঠোর হতে পারে। প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক বিভিন্ন বক্তব্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখেই আন্দোলনের চূড়ান্ত ধাপের কৌশল ঠিক করতে হচ্ছে বলে বিএনপির একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতা জানিয়েছেন।

যেকোনোভাবে নির্বাচন করে ফেলা–ক্ষমতাসীনদের এমন অবস্থানকেও বিএনপি নেতাদের অনেকে 'চাপ' হিসেবে দেখছেন। তাঁরা মনে করেন, একতরফাভাবে নির্বাচন করা সম্ভব হলে সরকার বিএনপির ব্যাপারে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় কঠোর হবে। তখন দল হিসেবে বিএনপি অস্তিত্বের সংকটে পড়বে এবং সারা দেশে নেতা-কর্মীদের ওপর দমনপীড়নের মাত্রা বেড়ে যাবে।

যেকোনো মূল্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠনের লক্ষ্য আওয়ামী লীগের। এর কোনো বিকল্প চিন্তা মাথাতেই আনতে রাজি নন দলটির নীতিনির্ধারকেরা।

বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একজন নেতা বলেন, সরকারের আচরণ এবং নিজ দলের ভেতরে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীর চাপ–সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে তাঁরা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি দেখতে চাইছেন। এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিসহ পশ্চিমা দেশগুলোর তৎপরতাও তাঁদের জন্য সহায়ক হচ্ছে বলে তাঁরা মনে করছেন।

পিছপা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই–এমন চিন্তা থেকে বিএনপি এবার চূড়ান্ত ধাপের কর্মসূচি নিতে চাইছে। ১৮ অক্টোবর (আজ বুধবার) দলটির আন্দোলনের চলমান ধাপের কর্মসূচি শেষ হচ্ছে। এ মাসের শেষেই কঠোর কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে দলটি। বিএনপির নেতারা বলছেন, কঠোর পরিস্থিতির মুখেও রাজপথে থাকবেন তাঁরা। বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সরকারের দিক থেকে কোনো ঘোষণা ছাড়া তাঁরা সংলাপেও যাবেন না।

নানামুখী চাপ থাকলেও লক্ষ্যে অটল আওয়ামী লীগও

যেকোনো মূল্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠনের লক্ষ্য আওয়ামী লীগের। এর কোনো বিকল্প চিন্তা মাথাতেই আনতে রাজি নন দলটির নীতিনির্ধারকেরা। তাঁরা মনে করেন, বিএনপির আন্দোলন মোকাবিলার পাশাপাশি সময়মতো নির্বাচন করতে না পারলে কারও জন্যই পরিণতি সুখকর হবে না।

আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকদের অনেকে মনে করছেন, এবার লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে না। দায়িত্বশীল কারও কারও মনে পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কাও আছে। তাঁরা মনে করছেন, এখন থেকে ভোট পর্যন্ত প্রতিদিনই বিএনপিসহ বিরোধী দল পরীক্ষায় ফেলতে পারে তাঁদের। এর সঙ্গে নতুন করে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার ভয়ও আছে।

আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল সূত্রগুলো বলছে, ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে রাজপথে বিএনপি-জামায়াতের চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু সেভাবে আন্তর্জাতিক চাপ ছিল না। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের সরকার তখন মাত্র পাঁচ বছরের শাসনকাল শেষ করেছে। এবার টানা ১৫ বছরের শাসনকালের অর্জন-ব্যর্থতা, চাপ মাথায় নিয়ে ভোটে যেতে হচ্ছে। ফলে বলা যায়, এযাবৎকালের সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করার দায়িত্ব কাঁধে নিতে হচ্ছে আওয়ামী লীগকে।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

quickbooks Certified ProAdvisor · FreeAgent · ClearBooks · xero

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

barakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store · Google play · Money Transfer
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

সরকারকে পূজার ছুটি পর্যন্ত সময় বেঁধে দিলেন ফখরুল

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : সরকার অত্যন্ত ভয় পেয়েছে, তাদের পায়ের নিচে মাটি নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সামনে পূজার ছুটিতে বিদায় নিন, সম্মানের সাথে সেইফ এক্সিট নিবেন না গণআন্দোলনের মাধ্যমে করুণ পরিণতি ভোগ করে বিদায় নিবেন। সময় কিন্তু এই পূজার ছুটিটুকু, এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললাম।

বুধবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে নয়াপলটন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বর্তমান সরকারের পদত্যাগসহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি'র দাবিতে জনসমাবেশের আয়োজন করে দলটির ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণ শাখা।

মির্জা ফখরুল বলেন, এ সরকার ক্ষমতায় আর নাই, এই সরকার আর ক্ষমতায় নাই। ভালোর ভালো এই কয়েকদিনে ক্ষমতা ছেড়ে দেন, বিদায় নেন, অন্যথায় ফয়সালা হবে রাজপথে।

বিএনপি মহসচিব বলেন, যতই সময় যাচ্ছে,ততই তারা গ্রেফতার বাড়িয়ে নেতাকর্মীদের হয়রানি করছে। আজকের সমাবেশকে কেন্দ্র করে গতকাল সারাদেশ ২৫০ জন নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ফেসবুকে সরকার প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে, স্যোসাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে,

কিন্তু তারা সফল হয়নি, আজকে লাখো জনতার সমাবেশে তা প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা এখন কথা বেশি বলতে চাই না, এখন কাজ করতে চাই, আমরা কাজে নেমে পড়েছি। ক্ষমতায় থাকার জন্য খালেদা জিয়ার চিকিৎসার নূন্যতম সুযোগ দিচ্ছে না শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা কতটা নির্মম-বেগম জিয়ার চিকিৎসাটা পযন্ত করতে দিচ্ছে না। আমাদের নেতাদের সাজা দিচ্ছে, সিনিয়র নেতাদের সাজা দিয়েছে, মোট ৯৬ জন সিনিয়র নির্বাচন যোগ্য নেতা। যদি নির্বাচন যোগ্য নেতাদের সাজা দিয়ে মাঠে খালি করতে পারে তাহলে সব পরিষ্কার।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন কোনো প্রেসিডেন্ট নাই অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট নাই, কারণ প্রেসিডেন্ট দেশের বাইরে গেলে একজনকে দায়িত্ব দিয়ে যেতে হয়, অথচ এক্ষেত্রেও তারা দেশের সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। এরা ২০১৪ সালে ১৫৪ জন এমপি বিনা ভোটে এমপি হয়েছে, ২০১৮ সালে রাতে ভোট ডাকাতি করে ক্ষমতায় এসেছে। এবারো আবার সেই অপচেষ্টা করছে বিনা ভোটে নির্বাচন করার জন্য।

আগামী কর্মসূচি ঘোষণাকালে মির্জা ফখরুল বলেন, আগামী ২৮ অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশ করবে বিএনপি। এই কর্মসূচি যুগপৎ আন্দোলনের আংশিক কর্মসূচি। এই মহাসমাবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের মহাযাত্রা শুরু হবে। এর সরকার পতন না করে আমরা ঘরে ফিরে যাব না। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে। এই প্রোগ্রাম হবে শান্তিপূর্ণ, আমাদের সকল কর্মসূচি হবে শান্তিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা অশান্তি সৃষ্টিকারী সরকারের পতন ঘটাবো।

বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, আমাদের বসাবসির কোনো কর্মসূচি নাই, আমাদের কর্মসূচি সরকার পতনের কর্মসূচি। ওবায়দুল কাদের স্বীকারোক্তি দিলেন যে বিএনপি ঢাকা বসে পড়লে শাপলা চত্বরে মতো অবস্থা হবে, তাহলে যে আপনারা শাপলা চত্বরে আপনারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন।

তিনি বলেন, 'তবে আপনাদের মনে রাখতে হবে শাপলা চত্বরের লোকজন আর আমরা এক নই , আমরা তিনবার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে দেশ পরিচালনো করেছি। আমাদের ভয় দেখিয়ে লাভ নাই।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুস সালাম বলেন, আগামীতে আওয়ামী লীগ বাশঁ নিয়ে নামলে আমরাও বাশঁ নিয়ে নামবো, কথা পরিষ্কার। আওয়ামী লীগ সহিংসতা করলে আমরা বসে থাকবো না।

বাংলাদেশ সবসময় ফিলিস্তিনিদের পাশে আছে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বুধবার সন্ধ্যায় জরুরি বৈঠক করেছেন ওআইসির সদস্যভুক্ত ১৪ দেশের রাষ্ট্রদূতরা। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ সবসময় ফিলিস্তিনিদের পাশে আছে।

ফিলিস্তিন ও গাজায় দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর চলমান হামলা ও এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশসহ ওআইসির অন্যান্য দেশগুলোর অবস্থান ও করণীয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন ফিলিস্তিন, সৌদি আরব, আলজেরিয়া, মরক্কো, কাতার, লিবিয়া, তুরস্ক, ইরান, ব্রুনেই, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, ওমান, ইন্দোনেশিয়া ও মিশরের রাষ্ট্রদূত।

১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমে পবিত্র মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে ইসরাইল। এতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ সময় ১৪টি আরব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মিসরের রাজধানী কায়রোতে বৈঠক করেন। ওই বছরের ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাবাতে ২৫টি মুসলিমপ্রধান দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে একটি সম্মেলন হয়। সম্মেলনে সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধির সিদ্ধান্তে ২৫ সেপ্টেম্বর ওআইসি গঠন করা হয়।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসির তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য পদ লাভ করে বাংলাদেশ। ওই সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পারিবারিক বিরোধের জেরে নারী ও তাঁর দুই সন্তানকে কুপিয়ে হত্যা, ধারণা স্বজনদের

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় পারিবারিক বিরোধের জেরে প্রবাসীর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে পরিবার দাবি করেছে। হত্যার ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে নিহত জেকি আক্তারের বাবা আবুল হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে বাঞ্ছারামপুর থানায় মামলা করেছেন। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নবীনগর সার্কেল) মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'পারিবারিক বিরোধের জেরে প্রবাসীর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমরা ঘটনার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। মোটামুটি শনাক্ত হয়েছে। এখনই কিছু বলতে চাইছি না। আমাদের পক্ষ থেকে বিস্তারিত সব আপনাদের জানানো হবে।'

ঘটনার পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহত নারীর জা তানজিলা বেগম এবং মো. সুমন ও মো. সবুজ নামের দুই প্রতিবেশীকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তবে কোনো সম্পৃক্ততা না পাওয়ায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাঞ্ছারামপুর উপজেলার আইয়ুবপুর ইউনিয়নের চরছয়ানী দক্ষিণপাড়া গ্রামের সৌদিপ্রবাসী শাহ আলমের বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতর থেকে তাঁর স্ত্রী জেকি আক্তার (৪০) এবং দুই সন্তান মাহিন ইসলাম (১৬) ও মহিন ইসলাম ইসলামের (৬) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। এ সময় শাহ আলমের ৭ মাস বয়সী মেয়েশিশু ওজিহাকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়।

নিহত জেকি আক্তারের বাবা ও মামলার বাদী আবুল হোসেনের দাবি, 'আমার নাতজামাই জহিরুল ইসলাম এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তাকে নরসিংদীর মাধবদী থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বর্তমানে বাঞ্ছারামপুর থানায় পুলিশ হেফাজতে আছে সে।'

আবুল হোসেনের ভাষ্য, 'বছর দেড়েক আগে আমার বড় মেয়ে শিল্পী আক্তারের মেয়ে আনিকা আক্তারের সঙ্গে নরসিংদী সদর উপজেলার নূরালাপুর ইউনিয়নের আলগীচর গ্রামের জহিরুল ইসলামের বিয়ে হয়। আনিকার শাশুড়ি বদমেজাজি হওয়ায় সে স্বামীর বাড়িতে যেতে চাইছিল না। আমার বড় মেয়ে ও তাঁর স্বামীও তাঁদের মেয়েকে যেতে দিচ্ছিল না। এ জন্য গত সোমবার সকালে জহিরুল তাঁর খালাশাশুড়ি, অর্থাৎ আমার আরেক মেয়ে জেকি আক্তারের বাসায় এসেছিল। স্ত্রী আনিকাকে বোঝানোর জন্য জেকিকে সে অনুরোধ করে। জেকি বিষয়টি নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলার জন্য জহিরুলকে বলে। এরপর জহিরুল চলে যায়। নাতজামাই জহিরুল সোমবার রাতে আবার আমার মেয়ে জেকির বাসায় যায়। শ্বশুর-শাশুড়িকে বিষয়টি না বলার জন্য খালাশাশুড়ি জেকিকে অনুরোধ করে সে। কিন্তু তখন জেকি বিষয়টি মুঠোফোনে আমার বড় মেয়ে শিল্পীকে জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে আমার মেয়ে ও দুই নাতিকে কুপিয়ে হত্যা করে। এরপর জহিরুল বাইরে থেকে ফটকে তালা দিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। বাসার জানালার থাই গ্লাস বন্ধ থাকায় তাদের চিৎকার বাইরে থেকে কেউ শোনেনি।'

স্থানীয় লোকজন, নিহত নারীর পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৭ থেকে ১৮ বছর আগে বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দারিয়াচর গ্রামের আবুল হোসেনের মেয়ে জেকি আক্তারের সঙ্গে চরছয়ানি গ্রামের সুলতান সরকারের সৌদিপ্রবাসী ছেলে শাহ আলমের বিয়ে হয়। তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে চরছয়ানি গ্রামের একটি পাকা বাড়িতে থাকতেন জেকি আক্তার। গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে বাড়িটিতে যান গৃহপরিচারিকা জেসমিন আক্তার। এ সময় বাড়ির প্রধান ফটকে তালা থাকায় কলবেল চাপেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ কোনো সাড়া না পেয়ে জেকি আক্তারের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বিষয়টি জানান। পরে চাবি নিয়ে এসে জা খালেদা আক্তার ও গৃহপরিচারিকা বাড়ির ফটক খুলে সব দরজা-জানালা বন্ধ দেখেন। পরে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে মেঝেতে জেকি ও তাঁর বড় ছেলে এবং শৌচাগারে ছোট ছেলের রক্তাক্ত লাশ দেখতে পান। আর কন্যাসন্তান ওজিহাকে পাশের আরেকটি কক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় অক্ষত পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ ঘটনার পর গতকাল রাতেই শাহ আলম সৌদি আরব থেকে দেশে এসেছেন।

গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মা-ভাই হারানো দুধের শিশু ওজিহা চাচাতো বোন পাপিয়া আক্তার ও আঁখিমণির কাছে ছিল। গতকাল সকাল থেকে শিশুটি কাঁদছিল। চাচি খালেদা বেগমের কাছে ওজিহা থাকবে বলে জানিয়েছেন শিশুটির দাদা সুলতান সরকার।

নিহত জেকি আক্তারের মা ঝর্ণা বেগম বলেন, 'আমরা মেয়ে অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছিল। জা, শ্বশুর-শাশুড়িসহ প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল না। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাযত্ন করত। কেন এমন হয়েছে জানি না।'

বাঞ্ছারামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম বলেন, 'এ ঘটনায় নরসিংদীর মাধবদী থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা ঘটনার খুব কাছাকাছি আছি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।' তিনি বলেন, জেকি আক্তারের মাথার পেছনে ও কোমরে, মাহিনের মাথার পেছনে ও মহিনের হাতে আঘাতের চি পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি বঁটি ও ধারালো বাটালি উদ্ধার করা হয়েছে।

বিদেশ যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর সিলেটের তরুণরা

সিলেট, ১৮ অক্টোবর : বিদেশমুখী হয়ে পড়েছেন সিলেটের তরুণরা। স্বপ্নের বিদেশ যাত্রায় বিভোর তারা। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইতালি, রোমানিয়া, লিথুয়ানিয়া, সাইপ্রাস, ক্রোয়েশিয়া, গ্রিস, ফ্রান্স, পর্তুগাল ও মালটাসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন তারা। কেউ যাচ্ছেন উচ্চশিক্ষার জন্য, আবার কেউ যাচ্ছেন কাজের ভিসায়। করোনা পরবর্তী সময়ে উন্নত দেশগুলোর ভিসানীতি কিছুটা নমনীয় হওয়ায় সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশ ছাড়ছেন তরুণরা। বর্তমানে সিলেটের তরুণদের স্বপ্নের দেশে পরিণত হয়েছে কানাডা। কানাডা সরকার দীর্ঘমেয়াদি ভিজিট ভিসা দেওয়ায় অনেক তরুণ পাড়ি জমাচ্ছেন সেদেশে। তরুণদের এই বিদেশগামিতার কারণে দেশে মেধা সংকটের আশঙ্কা করছেন অনেকে। আবার ভবিষ্যতে তারা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার সম্ভাবনার কথাও উঠে আসছে আলোচনায়।

সিলেটকে বলা হয় দ্বিতীয় লন্ডন। যুক্তরাজ্যে সিলেটি প্রবাসীদের আধিক্যের কারণেই এই তকমা। করোনা পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যে শিক্ষা ভিসা সহজ করায় গত প্রায় আড়াই বছরে সিলেট থেকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য সেদেশে যান। অনেকেই পরিবার নিয়ে যান যুক্তরাজ্যে। সম্প্রতি ওয়ার্ক পারমিট ভিসা চালু হওয়ায় সিলেট থেকে বিপুল সংখ্যক তরুণ যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান। এক্ষেত্রেও তারা পরিবার (স্ত্রী/স্বামী ও সন্তান) নিয়ে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার সুযোগ পান। এ ছাড়া কাজের ভিসায় ইতালি, ফ্রান্স, পর্তুগাল, রোমানিয়া, লিথুনিয়া, সাইপ্রাস, ক্রোয়েশিয়া, গ্রিস ও মা াসহ বিভিন্ন দেশে যেতে ঝুঁকছেন সিলেটের তরুণরা। বিদেশ যেতে একেকজনের খরচ হচ্ছে ১৫-২০ লাখ টাকা। প্রবাসী আত্মীয়স্বজনদের সহযোগিতা ও দেশের সম্পদ বিক্রি করেও অনেকে পাড়ি জমাচ্ছেন বিভিন্ন দেশে। সম্প্রতি সিলেটে ঝড় উঠেছে কানাডার। কানাডার ভিজিট ভিসা এখন আগের তুলনায় অনেক সহজেই মিলছে বলে জানিয়েছে ভিসা প্রসেসিংকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। এ ছাড়া পাসপোর্টের মেয়াদ পর্যন্ত মিলছে ভিসা। এই সুযোগ কাজে লাগাতে সিলেটের তরুণরা এখন অনেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন কানাডার ভিজিট ভিসা আবেদনে। প্রতিদিনই অনেকের ভিসা ইস্যুও হচ্ছে। সিলেট নগরীর আল-হামরা শপিং সিটিস্থ ভিসা প্রসেসিং প্রতিষ্ঠান ইমিগ্রেশন অ্যান্ড স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি (আইএসসি)-এর প্রধান নির্বাহী অ্যাডভোকেট ফয়জুল হক রানা জানান, এখন কানাডার ভিসা ইস্যুর হার অনেক বেশি। প্রতিদিনই অনেকের ভিসা হচ্ছে। অনেকে পরিবারসহ ভিজিট ভিসা পাচ্ছেন। এর আগে কানাডার ভিজিট ভিসা ইস্যুর হার এত বেশি ছিল না।

> যুক্তরাজ্যের পর ঝুঁকছেন কানাডার দিকে
>
> ভবিষ্যতে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির সম্ভাবনা

এদিকে, তরুণদের বিদেশগামিতার প্রবণতা প্রসঙ্গে সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সিলেটের সভাপতি ফারুক মাহমুদ বলেন, 'উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবীরা বিদেশ চলে যাচ্ছে। দিন দিন এই প্রবণতা বাড়ছে। এতে দেশ থেকে মেধা পাচার হচ্ছে। এই মেধাবীদের অনেকেই পড়ালেখা শেষ করে আর দেশে ফিরছে না। আমরা কাঙ্ক্ষিত মানের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে হয়তো বিদেশগামিতার সংখ্যা কমত। উচ্চশিক্ষা, ভ্রমণ কিংবা কাজের ভিসা যেটাই হোক না কেন, প্রথম দফায় দেশ থেকে এলে অনেক টাকা চলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক এই সংকটময় সময়ে এতে আরও সংকট তৈরি হচ্ছে। তবে যারা কাজের ভিসায় বাইরে যাচ্ছেন তারা একসময় দেশে রেমিট্যান্স পাঠাবেন। এতে আমাদের অর্থনীতি উপকৃত হবে এটাও সত্যি।'

সিলেট শিক্ষাবোর্ডের সচিব মো. কবীর আহমদ বলেন, 'উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার বিষয়টিকে নেতিবাচক হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। তবে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা যাতে আমাদের সন্তানদের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়, সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।'

মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র

যুক্তরাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোনো দলকে পছন্দ করে না

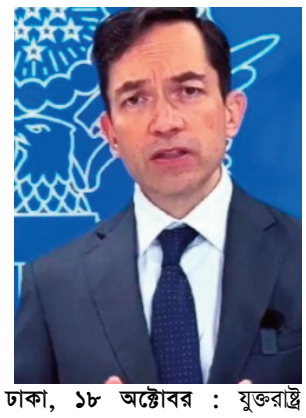

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : যুক্তরাষ্ট্র আবারো বলেছে, তারা বাংলাদেশে কোনো পক্ষ নেয় না এবং দেশে 'অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ' নির্বাচন দেখতে চায়।

বুধবার ইউএনবির এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলার বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলকে পছন্দ করি না বা পক্ষ নেই না। আমরা চাই বাংলাদেশের জনগণ তাদের নিজেদের নেতা নির্বাচন করতে সক্ষম হোক।'

তিনি বলেন, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর, রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এবং অন্যান্যরা বহুবার এ কথা বলেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের 'আলটিমেটাম' নিয়ে একটি প্রতিবেদনের প্রতি দূতাবাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মুখপাত্র এ মন্তব্য করেন।

ওই প্রতিবেদন প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কাছে ইউএনবির পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়, আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে অন্য একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের তৎপরতা চালাতে পারে? এটি কি কোনো রীতিতে পড়ে? পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এ ধরনের তথ্য শোনা গিয়েছিল। দূতাবাস কি ভারতীয় গণমাধ্যমের ওই খবরের বিষয়ে মন্তব্য করবে?

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে বন্ধ হওয়া অনলাইন প্রতিবেদনটি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আখতার যেমনটা গতকাল বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সমর্থন করে।'

তাকে উদ্ধৃত করে দূতাবাসের মুখপাত্র বলেন, নির্বাচন কেবল নির্বাচনের দিন কিভাবে পরিচালিত হয় তা নিয়ে নয়, বরং সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য অংশীজনদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অবাধে জড়িত হওয়ার সুযোগ দেয়ার বিষয়েও।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA | Biman Bangladesh Airlines | British Airways | Turkish Airlines | Qatar Airways | Kuwait Airways | Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer

Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

মাটির ১৩০০ ফুট গভীরে হোটেল!

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : মাটির ১৩০০ ফুটেরও বেশি নিচের একটি হোটেলে থাকতে কেমন লাগবে বলুন তো? অবিশ্বাস্য হলেও ইউরোপের দেশ ওয়েলসের স্নোডোনিয়া পর্বতমালার মাটির তলে সত্যি এমন একটি হোটেল আছে। পরিত্যক্ত একটি খনির মধ্যে অবস্থান 'ডিপ স্লিপ' নামের হোটেলটির। একে বলা হচ্ছে পৃথিবীর গভীরতম হোটেল।

কমোরথেন নামের পরিত্যক্ত স্লেট পাথরের খনিটির ৪১৯ মিটার (এক হাজার ৩৭৫ ফুট) গভীরে হোটেলটি। হোটেলটি চালু হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি। গত এপ্রিলে পর্যটকদের নানা ধরনের রোমাঞ্চকর কাজে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেয়া 'গো বিলোও' কোম্পানি এটি চালু করে। এই হোটেলে থাকতে আগ্রহীরা অনলাইনে এখনকার একটি কামরা রিজার্ভ করতে পারেন। ব্লাইনাই ফেসটিনিওগ শহরের কাছে অবস্থিত গো বিলোওয়ের টানেগ্রিসাই বেস থেকে রোমাঞ্চকর এক যাত্রা শুরু হয় তাদের। সেখানে পাতালরাজ্যের হোটেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইডেরা। তারপর এখানকার কটেজে হেলমেট, মাথায় আটকানো টর্চ ও বুট পায়ে গলিয়ে বাইরের পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে প্রবেশ করেন পাতালরাজ্যে।

খনি পথটি কিন্তু দুর্গম। খনিশ্রমিকদের ব্যবহার করা পুরনো সিঁড়ি, ক্ষয় হতে থাকা সেতুসহ শরীরের রোম দাঁড় করিয়ে দেয়া কঠিন পথ পেরোতে হবে আপনাকে। মোটামুটি এক ঘণ্টা পর মাটির এক হাজার ৩৭৫ ফুট নিচে পৌঁছে যাবেন। ইস্পাতের বড় একটি দরজা জানিয়ে দেবে 'ডিপ স্লিপে' পৌঁছে গেছেন আপনি।

পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর হোটেলে তাপমাত্রা বছরজুড়েই থাকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু কেবিনগুলো এমন উপাদানে তৈরি যে ভেতরটা খুব আরামদায়ক। প্রবহমান পানি, বিদ্যুৎ এমনকি এক কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ক্যাবলের মাধ্যমে ওয়াইফাই সুবিধাও পাবেন এখানে। সুইডেনের সালা রুপার খনির ১৫৪ মিটার (৫০৮ ফুট) গভীরে অবস্থিত একটি স্যুইটকে টেক্কা দিয়ে এ অর্জন পাতাল-হোটেলটির। ইন্টারনেট।

সংসদ নির্বাচন শেষে নির্বাচনী এলাকায় ১৫দিন পুলিশ রাখার চিন্তা

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : সাধারণত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পরও এক বা দুই দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এবার ভিন্ন চিন্তা করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, 'প্রয়োজনীয়তার নিরিখে' আগামী নির্বাচনে ভোট গ্রহণের পরবর্তী ১৫ দিন পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাঠে সক্রিয় ভূমিকায় থাকুক। মূলত নির্বাচনুপরবর্তী সহিংসতার আশঙ্কা থেকেই এমন পরিকল্পনা করছে ইসি।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আগামী নভেম্বর মাস থেকে কী কী করণীয় এবং সেগুলো কোন কোন সময়ে করা হবে, তার একটি রূপরেখা বা চেকলিস্ট করছে ইসি। সেই রূপরেখায় প্রয়োজনে ভোটের পর ১৫ দিন পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন রাখার কথা বলা হয়েছে। ইসির একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সাধারণত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসার বাহিনী নিয়োজিত থাকে। এ ছাড়া নির্বাচনের সময় 'স্ট্রাইকিং ফোর্স' হিসেবে কাজ করে সশস্ত্র বাহিনী। পুলিশ ভোটের আগে দুই দিন ও পরে দুই দিন পর্যন্ত মোট চার দিন দায়িত্ব পালন করে। আনসার সদস্যরা ভোটের আগেপরে মিলিয়ে দায়িত্ব পালন করেন মোট পাঁচ দিন। অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরাও তিন থেকে চার দিন নির্বাচনী দায়িত্বে থাকেন।

ইসি সূত্র জানায়, এবারও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মূল দায়িত্ব পালন করবে নির্বাচনের আগের দুই দিন, নির্বাচনের দিন ও নির্বাচনের পরের দুই দিন। তবে নির্বাচনী এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে নির্বাচনের পরবর্তী ১৫ দিন পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকায় যাতে তারা দায়িত্ব পালন করে, সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনকে ইসি থেকে সময়মতো নির্দেশনা দেওয়া হবে। ভোটের পরবর্তী ১৫ দিন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি তদারকিতে রাখবে। তবে সব জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিয়োজিত রাখা হবে, তা নয়। যেখানে পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে, সেখানে এ বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আগামী ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করার কথা বলে আসছে ইসি। সংসদের ৩০০ আসনে ভোটকেন্দ্র হবে ৪২ হাজারের কিছু বেশি। গত নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীর ছয় লাখের বেশি সদস্য দায়িত্ব পালন করেন। 'স্ট্রাইকিং ফোর্স' হিসেবে ছিল সশস্ত্র বাহিনী। আগামী নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গত নির্বাচনের চেয়েও অনেক বেশি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন বলে ইসি সূত্র জানায়। এর অন্যতম কারণ, গত নির্বাচনের চেয়ে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা আগামী নির্বাচনে বেশি থাকবে।

জাতীয় নির্বাচনের তফসিল কবে ঘোষণা করা হবে, তা চূড়ান্ত করা হয়নি। তফসিল ঘোষণার কত দিনের মধ্যে কোন কাজটি করা হবে, তা ঠিক করা হয়েছে। ইসির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের যাঁরা প্রশিক্ষণ দেবেন, সেসব প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হবে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সফটওয়্যারের কাজ শেষ করা হবে।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

রাজনৈতিক সংলাপের তাগিদ: সমঝোতার বিকল্প নেই

জাতীয় নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও মাঠের বিরোধী দল বিএনপির মধ্যে সংলাপের বিষয়টি আবারও আলোচনায় এসেছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মহল থেকে সংলাপের তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। সর্বশেষ সংলাপের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দল। সংলাপের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন, বিএনপি শর্ত প্রত্যাহার করলে সংলাপের বিষয়টি ভেবে দেখা হবে। অন্যদিকে বিএনপি নেতারা বলছেন, নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ঘোষণা দিলে সংলাপে বসা যেতে পারে। আমরা মনে করি, যে কোনো সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সংলাপ বা আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। আর আলোচনায় বসতে হবে নিঃশর্তভাবে। আগাম শর্ত আরোপ করে সংলাপ হয় না। কারণ সংলাপে বসার উদ্দেশ্যই হলো সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা। রাজনীতিতে একগুঁয়ে মনোভাবের পরিণতি কী হয়, তার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। কাজেই নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে দেশের রাজনীতি যেভাবে দিনদিন উত্তপ্ত হচ্ছে, তাতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে একটি সংলাপ হওয়া প্রয়োজন এবং তা যত দ্রুত হয় ততই মঙ্গল। কারণ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র তিন মাস। আগামী মাসের প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন।

তবে সংলাপ বা আলোচনা যাই হোক, তা হতে হবে অর্থবহ। অতীতে দেখা গেছে, জাতিসংঘের মধ্যস্থতাসহ বিভিন্নভাবে যেসব রাজনৈতিক সংলাপ হয়েছে, তা কোনো ফল বয়ে আনেনি। এর কারণ, সংলাপে অংশ নেওয়া পক্ষগুলোর যার যার প্রস্তাবে অটল থাকা। কাজেই 'বিচার মানি, কিন্তু তালগাছটি আমার'-এমন মনোভাব নিয়ে সংলাপে বসে লাভ নেই। সংলাপে বসতে হবে সত্যিকারের আন্তরিকতা নিয়ে, যাতে এক পক্ষের যৌক্তিক প্রস্তাব অন্য পক্ষ মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে। তা না হলে সংলাপ হবে অর্থহীন। আর তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। নির্বাচন সামনে রেখে দেশে রাজনৈতিক সংঘাত ক্রমেই বাড়ছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে, যা দেশ ও জনগণের জন্য কল্যাণকর হবে না। দেশের অর্থনীতি সংকটে রয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। অথচ রাজনৈতিক দলগুলোর পালটাপালটি কর্মসূচি এবং বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে পরিস্থিতি ক্রমেই অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে।

আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণকেই উপযুক্ত উপায় বলে মনে করি আমরা। বস্তুত পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো যদি আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা যায় এবং সেখানে সমাধানের পথ খোঁজা হয়, তাহলে দেশের রাজনীতিতে সংঘাত-সংঘর্ষ ও নৈরাজ্য হ্রাস পাবে। এ বিষয়ে সব দলের রাজনীতিকদের শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে দেশের দুই বড় রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে বৈরী সম্পর্ক চলছে, তা দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। দেশে সমঝোতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হলে এ অবস্থার অবসান ঘটবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক দলগুলো যদি প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণতার রাজনীতি পরিহার করে পরস্পরের প্রতি সহনশীল হয়, তাহলে দেশের উন্নয়ন আরও বেগবান হবে।

নির্বাচনটা হয়েই যাবে মনে হচ্ছে

বদিউর রহমান

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তো দরজায় দাঁড়িয়ে। হাল-অবস্থাদৃষ্টে এটা এখন পরিষ্কার যে, নির্বাচনটা হতেই যাচ্ছে এবং হবেও। বিএনপির নির্বাচনে না আসা বা তা প্রতিরোধ করার আর শক্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং মনে হয়, বিএনপিও শেষ মুহূর্তে নির্বাচনে এসে যেতে পারে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের জন্য দুভাবেই প্রস্তুত-বিএনপি এলেও এক রকমের প্রস্তুতি, আর না এলে আরেক রকমের। বিএনপি এলে তো তারা একা আসবে না, তাদের সঙ্গে হাসিনা-বিরোধী সব দলের অংশগ্রহণ থাকবে। আর বিএনপি না এলে বিএনপির দলছুট থেকে শুরু করে খুচরা দলগুলোকে আওয়ামী লীগ ভোটে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হবে। এদেশে অসম্ভব বলে কিছু নেই। ৫০ থেকে ৬০টি আসন অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দিলে, প্রয়োজনে ১০০ আসন দিলেই বা ক্ষতি কী, আবার তো আওয়ামী লীগই সরকার গঠন করবে। নামসর্বস্ব নতুন-পুরাতন দলপতিদের প্রত্যেককে সংসদে আসার সুযোগ করে দিলে তারা তো বর্তমান হুংকার ছেড়ে লাফাতে-লাফাতে চলে আসবে। কারণ তারা জানেন, নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে তাদের লম্ফঝম্ফের যেমন আর সুযোগ থাকবে না, তেমনই বিএনপির সঙ্গে একত্র হয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গলাবাজি করারও আর ফুরসত হবে না। তাহলে তারা তখন বাঁচবে কী নিয়ে? তার চেয়ে যদি সংসদে আসা যায়, সেখানে অন্তত গলাবাজি করতে পারবেন। একবার একটা-দুটা আসন নিয়ে সংসদে আসতে পারলে নিজের কয়েক প্রজন্মের জন্য যেমন একটা হিল্লে হবে, তেমনি দলটাও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পাবে। অতএব, মৃতপ্রায় এবং বিভক্ত ড. কামালের গণফোরামের একাংশের ড. কামালকে গোটা দুয়েক দিয়ে দিলে, তাদের অপর অংশকেও গোটা দুয়েক দিলে, জুনায়েদ সাকী আর নুরকে দুটা করে চারটা দিলে, মান্না রাজি হলে তাকে গোটা তিনেক, মঙ্গল না কল্যাণের ইব্রাহীমকে একটা, জাসদের রব এবং তানিয়া রবের জন্য চারটা, গামছার জন্য গোটা তিনেক, বদরুদ্দোজার বিকল্প ধারার জন্য চারটা, আওয়ামী ঘরানার মিসবাহুর জন্য পাঁচটা, হেফাজতের জন্য কওমি জননীর উপহার গোটা দশেক, তৃণমূল বিএনপির জন্য গোটা দশেক, নতুন নিবন্ধনপ্রাপ্ত দুদলের জন্য চারটা, পুরোনো মিত্র জাতীয় পার্টির জন্য ৩০টা আর দিলীপ-ইনু-শাজাহান-মেননদের জন্য গোটা বিশ রেখে দিলে সবাই খুশি হবে। এরপর কি আর বিএনপির দরকার পড়ে? আর বিএনপি যদি এসে যায়, তবে তো এসব খুচরা দলের জন্য আসন বণ্টনের কোনো প্রয়োজনই হবে না, এরা তখন বিএনপির জোটে থাকবে আর আওয়ামী ঘরানার জাপা-বামদের সঙ্গে বিএনপিছুট এবং হেফাজতকে কয়েকটা আসন দিলেই যথেষ্ট।

আসন ভাগ যেভাবেই হোক, আগামী নির্বাচনে বড় বিষয় হবে অন্তত ৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিত। আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে ভোটার উপস্থিতির জন্য এমনতরো একটা কৌশল নিচ্ছে, যা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর প্রথম আলোর লিড নিউজ স্টোরি 'ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করার কৌশল নিচ্ছে আওয়ামী লীগ'-এ সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। 'স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের প্রধানমন্ত্রী-মানুষ যেন ভোট দেয় সেই পরিবেশ তৈরি করুন' (যুগান্তর, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩) স্টোরি থেকেও পরিষ্কার অনুমান করা যায়, দেশের আট বিভাগের সব সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সামনে প্রধানমন্ত্রীর এ বার্তা গুরুত্বপূর্ণই শুধু নয়, বরং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির জন্য একটা কার্যকর পদক্ষেপ। আমরা এমনও জানতে পারছি যে, আওয়ামী লীগের সব এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদেরও এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় ছোট ছোট বলয়ে ১০-১৫ জন করে ভোটার কেন্দ্রে নেওয়া নিশ্চিত করবেন। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ১৯৭০-এর নির্বাচনে নৌকার পক্ষে এমনভাবেই কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভোটার নেওয়া নিশ্চিত করেছিলাম। এখন যেহেতু গোটা দেশ কেন্দ্র থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের দখলে, সেহেতু প্রত্যেক নেতাকর্মী এভাবে ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারলে আওয়ামী লীগের এবং আওয়ামী ঘরানার সব ভোটের উপস্থিতি তো নিশ্চিত হবে এবং তাতেই ৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিত হয়ে যাবে। তাছাড়া নতুন ভোটারদের প্রলুব্ধ করার জন্য সরকারের গত তিন মেয়াদের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা তুলে ধরতে পারলে তো এ উপস্থিতি আরও মজবুত হবে। গ্রামাঞ্চলে মহিলা ভোটারদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের এবং নিরাপত্তার বিষয়টি নজরে তো অবশ্যই রাখতে হবে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য বাধা বা প্রতিরোধ ঠেকানোর পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রাখতেই হবে। শেখ হাসিনার জাতিসংঘ অধিবেশন থেকে ফেরত আসার পর ৬ অক্টোবরের সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য থেকে আমরা দুটি বিষয়ে এমন নিশ্চয়তায় বোধকরি আসতে পারি যে, এক. তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর হচ্ছে না। 'যুক্তরাষ্ট্রে তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে কেউ কথা বলেনি' (যুগান্তর, ৭ অক্টোবর, ২০২৩), 'তত্ত্বাবধায়কের কথা কেউ বলেনি' (বাংলাদেশ প্রতিদিন)-তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আওয়ামী লীগের দলীয় সরকারের অধীনেই ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ এবং ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮-এর মতোই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে শেষ মুহূর্তে বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মতি দেয়, সেক্ষেত্রে শেখ হাসিনা হয়তো ২০১৪-এর মতো নির্বাচনকালীন সরকারে বিএনপিসহ অন্য কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের কাউকে রাখার বিষয় বিবেচনায়, সমঝোতার ভিত্তিতে, নিতেও পারেন। যদি এটা হয়ও, তাহলেও ওই সরকার অবশ্যই রাজনীতিকের বাইরে কাউকে নিয়ে যেন না হয়, সেটা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। আমরা অবশ্যই চাইব, প্রয়োজনে সমঝোতায় সংবিধানে জুতসই সংশোধন এনে নির্বাচনকালীন রাজনৈতিক সরকার করা যেতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থায়ই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক যেন আর না হয়। দুই. 'আমাকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন শেখাতে হবে না'-বক্তব্যের দ্বারা শেখ হাসিনা প্রকারান্তরে কি এমন মেসেজ দিয়ে দিলেন যে, তিনি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন বোঝেন, জানেন এবং আগামী নির্বাচনে তিনি তা-ই করবেন। হ্যাঁ, আমাদের বিশ্বাস হয় শেখ হাসিনার পরবর্তী চমক হবে একটা অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করা। আমাদের এমন বিশ্বাসের পেছনে অন্তত তিনটি বড় কারণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত এবারের জাতীয় নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিপুল আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অনেক দেশ এতে বিভিন্নভাবে ভূমিকা গ্রহণ করছে। এ নিয়ে তো যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতিতেই চলে গেল। অতএব, শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক এ চাপের বাইরে নির্বাচনের কোনো বিচ্যুতি নিজ এবং দলীয় স্বার্থেই আর চাইবেন না। শেখ হাসিনা আগের এক মেয়াদসহ মোট চার মেয়াদে ক্ষমতায় থেকে আন্তর্জাতিকভাবে নিজের এবং দেশের যে পরিচিতি এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে এসেছেন, তা নির্বাচনের একটি-বিচ্যুতি দিয়ে খাটো হোক, তা তিনি চাইবেন না। দ্বিতীয়ত, ২০১৪-এর নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ জন আওয়ামীদলীয় সংসদ-সদস্য হয়ে যাওয়াটাকে শুধু আন্তর্জাতিক মণ্ডলেই নয়, বাংলাদেশেও ভালোভাবে দেখা হয়নি। এমন নির্বাচন আমাদের জনগণ পছন্দই যে শুধু করেন না তা-ই নয়, বরং ঘৃণাও করেন। প্রথম মেয়াদের পর আওয়ামী-সম্প্রদায়ের কারণে তত্ত্বাবধায়কের অধীনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়েছিল, সেই ভয়ে এবং এক-এগারোর সেনা-নির্দেশিত তত্ত্বাবধায়কের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আদালতের রায়ের অজুহাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা তড়িঘড়ি করে বিলুপ্ত করে আওয়ামী লীগ আবার নির্বাচনে জয়লাভে নির্ভার হতে চেয়েছিল, এবং তা ২০১৪-তে হয়েছেও, কিন্তু তাতে পাহাড়সম সমালোচনা থেকে দলটি এবং তার চেয়ে বেশি শেখ হাসিনা রেহাই পাননি। জীবনের পড়ন্ত বেলায় শেখ হাসিনা এখন আর সে ঝুঁকি নিতে চাইবেন না। সব ভালো যার শেষ ভালো-এ নিয়মে শেখ হাসিনা শেষটা ভালো করে যেতে চান নিশ্চয়। তৃতীয়ত, আপাতত উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনা একটা অদম্য নাম, সুষ্ঠু ভোট হলেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের জয় অবধারিত। বঙ্গবন্ধুর শেষদিকে যেমন মানুষ বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বাস করতেন, আওয়ামী লীগকে নয়, তেমনই এখনো বাংলাদেশের জনগণ শেখ হাসিনাকে বিশ্বাস করে, আওয়ামী লীগকে নয়। অতএব, শেখ হাসিনা তার সম্ভাব্য আগামী পাঁচ বছরের ৫ম এবং শেষ মেয়াদের জন্য কেন অযথা নিজেকে কলঙ্কিত করে বিদায় নিতে চাইবেন? একাধারে তিন মেয়াদ ক্ষমতায় থাকা নিয়ে যে কথাটা রয়েছে-২০০৮ ভোটে, ২০১৪ বিনা ভোটে এবং ২০১৮ রাতের ভোটে-শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই 'শেষ ভালো'তে গিয়ে এমনতরো, তথাকথিত হলেও, অপবাদ থেকে মুক্তি চাইবেন। তত্ত্বাবধায়কের অধীনেও দুবার শেখ হাসিনা জয়ী হয়েছেন, নিজ দলের অধীনে নির্বাচনের দুবারের জয় বহুল সমালোচিত হলেও এবার শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই দেখাতে চাইবেন যে, তিনি সত্যিই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বোঝেন। শেখ হাসিনাকে কেউ 'শেষ হাসিনা' বললেও তিনি আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু করে চমক দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন যে, শেখ হাসিনা কখনো 'শেষ হাসিনা' হন না।

এবার আসি বিএনপি শেখ হাসিনার এ সুষ্ঠু নির্বাচনে কী করবে সে আলোচনায়। ২০১৪ সালে তো বিএনপি দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে এলো না, জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনে গেল। তখন দলটির ধারণা ছিল যে, ২০০৭ এর প্রথমদিকে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগ চূড়ান্ত আন্দোলনে যায়। আওয়ামী লীগ ধাপে ধাপে আন্দোলন শানিত করে। এই ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম দৃষ্টান্ত হলো খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনামলে ১৭৩ দিনের হরতাল পালন করা। ফলে চূড়ান্ত আন্দোলনে সৃষ্ট অবস্থায় এক-এগারোর সৃষ্টি হয়। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের পর বিএনপিও একইভাবে আন্দোলনের চেষ্টা করে ২০১৪-এর নির্বাচনে যায়নি। কিন্তু বিএনপির পরিকল্পনায় গলদ ছিল, আওয়ামী লীগের মতো ধাপে ধাপে জনসম্পৃক্ততায় এগোতে ব্যর্থ হয়। তদুপরি অগ্নিসন্ত্রাসে বিএনপি জনসমর্থন হারায়। ফলে বিএনপি ব্যর্থ হয় এবং নতুন কোনো এক-এগারোও সৃষ্টি করতে পারেনি। ২০১৮ সালে ড. কামালের নেতৃত্বে ভোটে এসেও কৌশলে মার খায়। এবার যদি আগের দুবারের ভোট মাথায় রেখে বিএনপি নির্বাচনে না আসে, তাহলে তাদেরকে রাখাল বালকের বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে গল্পের শিকার হতে হবে। সত্যিই যখন বাঘ এলো, তখন গ্রামবাসী আর গেল না, রাখালকে বাঘ খেয়ে ফেলল। ঠিক ২০১৪ ও ২০১৮-এর নির্বাচনকে বিবেচনায় নিয়ে এবার যদি সুষ্ঠু নির্বাচনে বিএনপি না আসে, তাহলে বিএনপি রাখাল বালকের পরিণতিতে পড়বে। সুষ্ঠু নির্বাচন হয়ে গেলে বিএনপি পস্তাবে-হায়, এবার তো সত্যি সত্যি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়ে গেল, আমরা কেন গেলাম না? বিএনপির তখন আম-ছালা দুটোই যাবে। এবার বিএনপি বিরোধী দল হিসাবেও সংসদে না আসতে পারলে আওয়ামী লীগের কিছুই যায় আসে না, কিন্তু বিএনপি মাঠের রাজনীতিতে এমনভাবে পিছিয়ে পড়বে যে ফের উঠতে অনেক সময় লাগবে, এমনকি দল আরও ভেঙে যেতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে যে, ভোটের রাজনীতিতে ভোট হয়ে গেলে তখন আর মাঠ দখলে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে, যদি সংসদে অবস্থান না থাকে।

বদিউর রহমান : সাবেক সচিব, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভোটের রোডম্যাপ চূড়ান্ত

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : আড়াই মাসের রোডম্যাপ চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পয়লা নভেম্বর শুরু হবে নির্বাচনি দিন গণনা। নির্বাচনের সব প্রক্রিয়া শেষ করার টার্গেট মধ্য জানুয়ারি। তবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে আগামী বছরের ২৯ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন শেষ করার। রোডম্যাপে তফসিল ঘোষণা থেকে ভোট গ্রহণ এবং ফলাফলের গেজেট প্রকাশ পর্যন্ত ৯৪টি কর্মপরিকল্পনা ঠিক করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা তথা রোডম্যাপে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পাঁচটি কাজ শেষ করেই তফসিল ঘোষণার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারির শুরুতে ভোট গ্রহণের সম্ভব্য সূচি রাখা হয়েছে।

ইসির কর্মকর্তারা বলছেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ডিসেম্বরের শেষ দিকে অথবা জানুয়ারির প্রথম দিকে হতে পারে। এ জন্য নভেম্বরের শুরু বা মাঝামাঝিতে তফসিল দেবে কমিশন।

সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনের মনোনয়নপত্র, জামানতের অর্থ প্রদানের রসিদ, মনোনয়নপত্র দাখিল-বাছাই সংক্রান্ত ফরম নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই বিজি প্রেস থেকে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হবে। এর পরে নির্বাচনের আগাম প্রচারের পোস্টার-ব্যানারসহ সবকিছু অপসারণে আদেশ জারি করা হবে। এর পরপরই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে।

অন্যদিকে নির্বাচনের তফসিল তথা সময়সূচি জারির পরের দিন রাজনৈতিক দলের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদধারীর কার স্বাক্ষরে মনোনয়ন দেওয়া হবে, এ সংক্রান্ত তথ্য দিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে চিঠি দেবে ইসি। মনোনয়নপত্র দাখিল শেষ হওয়ার দুই দিন আগেই এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করবে ইসি। এ ছাড়া একাধিক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে প্রতীক বরাদ্দে ইচ্ছুক হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের আবেদন করার সুযোগ দিতে চিঠি দেবে ইসি।

তফসিল ঘোষণার দুই দিন পরই ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করা হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার এক সপ্তাহ পরে নির্বাচনি কাজে রিটার্নিং অফিসারসহ মাঠ পর্যায়ের ব্যয় বহনের জন্য প্রথম ধাপের অর্থ বরাদ্দ ও মঞ্জুরি দেবে কমিশন। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের একদিন পরই নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে ব্যালট পেপার ছাপানোর জন্য গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রণাদেশ দেবে ইসি সচিবালয়। এ ছাড়া প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরপরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা তথা ডিসি-এসপিসহ অন্য কর্মকর্তাদের নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বৈঠক করবে ইসি। ভোট গ্রহণের ২০ দিন আগে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে; ১৫ দিন আগে ভোট কেন্দ্রের গেজেট প্রকাশ হবে; ভোট গ্রহণের ১২ দিন আগে নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেবে ইসি। এদিকে এবার ভোট গ্রহণের ১১ দিন আগেই সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার পরিকল্পনা নিয়েছে ইসি। ভোটের ১০ দিন আগে পোস্টাল ব্যালট পেপার দেওয়া হবে রিটার্নিং অফিসারের কাছে। ভোটের ১০/১২ দিন আগে শুরু হবে নির্বাচনি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের কাজ। এবারের নির্বাচনে সংঘাত-সহিংসতা ঠেকাতে ভোট গ্রহণের পরেও ১৫ দিন মাঠ পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের রাখার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে ইসি। ভোট গ্রহণের ৮/৯ দিন আগেই ব্যালট পেপারসহ অন্যান্য নির্বাচনি সামগ্রী জেলা সদরে পাঠানো হবে। এ ছাড়া ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার দুই দিন পর ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করে তা সংসদ সচিবালয়ে পাঠাবে ইসি। ইসির কর্মপরিকল্পনায় প্রার্থিতা প্রত্যাহার শেষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের সূচি রাখা হয়েছে। প্রার্থিতা প্রত্যাহার শেষেই এ নির্দেশনা দেবে নির্বাচন কমিশন। এ বিষয়ে একাধিক নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, সংঘাত-সহিংসতার কথা চিন্তা করেই এবার নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেও ১৫ দিন মাঠে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সাপেক্ষে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি মমতাজ ভুইয়ার লাশ উদ্ধার

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটের পরিচিত মুখ বাংলাদেশি মমতাজ উদ্দিন ভূইয়া (৭৫) মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)। ১০ অক্টোবর সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজ আদায়ের জন্যে খামার বাড়ির বেসমেন্টে অবস্থিত মসজিদে যান মমতাজ। বাথরুমে ঢুকেছিলেন তিনি। কয়েক ঘণ্টা পর পুলিশ ডেকে দরজা ভেঙে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

কুমিল্লার চান্দিনার সন্তান মমতাজ ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। বাস করতেন জ্যাকসন হাইটসে নূর মোহাম্মদ বিশ্বাসের বেসমেন্টে। দেশে রয়েছে ৩ কন্যা ও স্ত্রী। বছরখানেক আগে দেশে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর আর ঐ বেসমেন্টে উঠেননি। এক ধরনের মানসিক অস্থিরতায় ভোগছিলেন তিনি। রাত কাটাতেন অলি-গলিতে। দিনভর বাংলাদেশ স্ট্রিট তথা ৭৩ স্ট্রিটের ওপর অবস্থান করতে দেখা যায় তাকে।

পরিচিতজনেরা মনে করছেন, মাগরিবের নামাজের প্রাক্কালে ঐ মসজিদের বাথরুমে ঢুকেছিলেন

হয়তো গোসল করার জন্যে। সেখানেই কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা নিশ্চিত হতে মেডিকেল এক্সামিনারের দফতরে লাশ নেয়া হয় বলে জানান চান্দিনার সন্তান ওয়াসিমউদ্দিন ভূইয়া। বুধবার অপরাহ্নে ওয়াসিমউদ্দিন ভূইয়া আরো জানান, দেশে তার স্ত্রী-সন্তানদের সাথে কথা হয়েছে। সে অনুযায়ী লাশ দাফনের চেষ্টা চলছে বাংলাদেশ সোসাইটির গোরস্থানে। দাফন-কাফনের সমস্ত ব্যয়ভার চান্দিনাবাসী বহন করবে বলে জানিয়েছে। নূর মোহাম্মদ বিশ্বাসও তার অতি ঘনিষ্ঠজন হিসেবে মমতাজরের লাশ দাফনের ব্যয় বহন করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

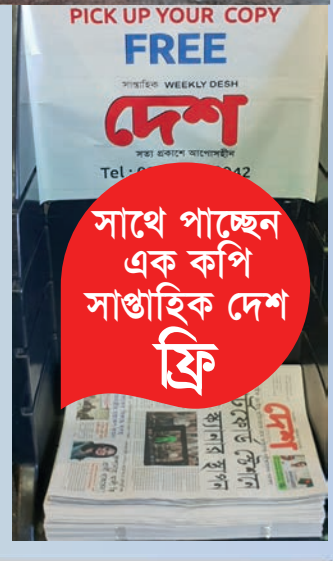

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

করবি সেন্ট্রাল মসজিদের জন্য অর্থ সংগ্রহে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

ইংল্যান্ডের করবি সেন্ট্রাল মসজিদের অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রথমবারের মতো জমজমাট আয়োজনের মধ্য দিয়ে করবি ফুটবল লীগ ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৫ অক্টোবর রবিবার লজ সেন্টারের মাঠে দিনব্যাপী এ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বেঙ্গল বলার এফসি, বেঙ্গল টাইগার, এফসি লেজেন্ড, ভাইপারস, অল স্টারস এফসি এই পাঁচটি দল একে ওপরের সাথে খেলে। ফাইনালে মুখোমুখি হয় বেঙ্গল বলার ও বেঙ্গল টাইগার।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ খেলায় টাইবেকারে বেঙ্গল বলার ২-১ গোলে বেঙ্গল টাইগারকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন। বিজয়ী দলের অধিনায়ক সালমান চৌধুরী বলেন, খুব খুশি চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে। খেলা দেখার জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষ খেলা উপভোগ করেন।

খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের হাতে মেডেল ও ট্রপি তুলে দেন করবি মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ইউসুফ চৌধুরী, সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান, ট্রেজারার আব্দুল খালিক, হাজি সমির মিয়া, আনা চৌধুরী, ইসলাম চৌধুরী, সলিসিটর প্রিন্স সাদিক চৌধুরী, ডাঃ সালাহ উদ্দিন, কফিল উদ্দিন, আব্দুর রহিম, আকিক মিয়া প্রমুখ।

সিএমএ ফুটবল লীগে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হন আরজাত চৌধুরী ও সেরা গোল কিপার হন মুছা চৌধুরী। এ খেলা থেকে ১৬৪০ পাউন্ড মসজিদের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

MORTGAGE SERVICE
আমরা সব ধরনের মর্গেজ করে থাকি

▶ আপনি কি বেনিফিটে ?
▶ আপনার কি ইনকাম কম ?
▶ বাড়ী কিনতে পারেছেন না ?
▶ আপনি কি কাউন্সিলের বাড়ি কিনতে চান ?

কোন সমস্যা নাই
১০০% গ্যারান্টি সহকারে মর্গেজ করে থাকি

▶ First Time Buyer
▶ Council Right to Buy
▶ Auction Finance
▶ Self Employed Mortgages
▶ Help with Income Issues Mortgages

যোগাযোগঃ
Reza Islam
07493 185 115
Unit - 222a, 2nd Floor, Bow Business Centre
153-159 Bow Road, London E3 2SE

আমানা এন্ড আরিসা প্রপার্টিজ বিডি
হোয়াটসঅ্যাপ : 01711904180
রানা : +447783957848

সিলেট নগরী ও আশেপাশের এলাকায় (Sylhet City and Surrounding Areas)
1. জমি ও বাসা ক্রয় এবং বিক্রয় (Buying and Selling of Land and Houses)
2. চুক্তিভিত্তিক বাসা ভাড়া (Contractual House Rent)

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

দারুল ইফতাহ ফতোয়া বোর্ড ইউকে
কমিউনিটির সেবায় ২৬ বছর
আমাদের সেবা সমুহ
● তালাক, খোলা ও বিবাহ বিচ্ছেদ সার্টিফিকেট
● মুসলিম ম্যারেজ ব্যুরো
● মুসলিম ম্যারেজ সার্টিফিকেট
● শাহাদাহ গ্রহণের সার্টিফিকেট
● সকল প্রকার এটাস্টেশন সার্ভিস
যোগাযোগ :
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
(ইমাম, মুসলিম মিনস্টার অব রিলিজিয়ন ও চ্যাপলেন)
Mob: 07951 225 409
(Appointment only: 6pm-9pm)

লন্ডনে সিলেট সিটি মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীকে সংবর্ধনা

সিলেট মেট্রোপলিটন ক্লাব ইউকের উদ্যোগে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নব নির্বাচিত মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীকে এক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার ১০ অক্টোবর পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সর্বস্তরের বিশিষ্টজন, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মীরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ সাদেক আহমেদের সভাপতিত্বে শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ফখরুল আম্বিয়া এর পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কবি ফয়েজুল ইসলাম ফয়েজনুর।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করেন ক্লাব সদস্য ফয়জুল ইসলাম ফয়েজনূর, আঞ্জুম আলম, সৈয়দ নাঈম আহমেদ, সৈয়দ সাবির আহমেদ, আশরাফ সর্দার, নাজিম উদ্দীন জুয়েল, বদরুল উদ্দিন রাজু, আসাদ আহমেদ, আবু মাহবুব, সাব্বির চৌধুরী, সাহিন চৌধুরী, দেওয়ান হামদু, আব্দুল্লাহ ফাতানী ও মাহমুদ এবং মানপত্র পাঠ করে ক্লাব সদস্য সাংবাদিক সাদেক আহমেদ বকুল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিসিএ সভাপতি মুনিম আহমেদ ওবিই, ইউরোপিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহনূর খান, যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, বিশিষ্ট ক্যাটারার্স ও বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হাসপাতালের সিইও শাহাব উদ্দিন, টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলর সাবেক স্পিকার ও কাউন্সিলর আহবাব হোসেন, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সভাপতি তারেক আহমদ, বিলেতের সুপরিচিত ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হাফসা ইসলাম, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিসবাহ জামাল ও সিলেট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এর ট্রেজারার রুহি আহাদ, ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা রোকন উদ্দিন, মোহাম্মদ আলী মাসুম, শাহিন চৌধুরী, এলিন চৌধুরী, ইসহাক জিতু, দেওয়ান হামদু, নাজমুল চৌধুরী, ডি এস, মুবিন ইসলাম, সেলিম চৌধুরী, দুলাল আহমেদ, রাজা মিয়া, সাইদা নাসিম কুইন্সসহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ক্যাটারার আব্দুল কুদ্দুস, ব্রিকলেন মসজিদের পরিচালক আঙুর আলী, ট্রেভেল লিংক ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক সামী সানাউল্লাহ, পরিচালক মুদির চৌধুরী, বিশিষ্ট ক্যাটারার উজ্জ্বল আহমেদ ও সৈয়দ আশরাফ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত মেয়রের কাছে স্মারকলিপির মাধ্যমে সিলেট মেট্রোপলিটন ক্লাব ইউকে এর পক্ষ থেকে সিলেট প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরা হলে মেয়র তা গ্রহণ করেন এবং দ্রুত বাস্তবায়ন করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। পরিশেষে মেয়র কেক কেটে অতিথিবৃন্দ এবং ক্লাব সদস্যদের মধ্যে নিজ হাতে পরিবেশন করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গাজায় হাসপাতালে বোমা হামলার ঘটনায় এমসিএ'র নিন্দা

দ্যা মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) গাজাস্থ আল আহলি ব্যাপ্টিস্ট হাসপাতালে ইসরাইলী কর্তৃক বোমা হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। এই বোমা হামলায় শিশুসহ অন্তত ৫শ' জন বেসামরিক ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয়েছেন।

বিশ্বের যেসব মানবাধিকার সংগঠন গাজায় ইসরাইলের পূর্ণ অবরোধ ও নির্বিচারে বোমা হামলার মাধ্যমে চলমান মানবতা বিরোধী অপরাধের নিন্দা করেছে, এমসিএ তাদের সাথেও একাত্মতা পোষণ করছে।

এমসিএ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ বলেন, দখলদার ইসরাইলী বাহিনী নগ্নভাবে প্রচলিত যুদ্ধনীতির অবজ্ঞা করছে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও প্রথার স্পষ্ট লংঘন করে যাচ্ছে। হাসপাতাল টার্গেট করা মূলত গণহত্যার মতোই একটি সন্ত্রাস এবং এটি একটি ঘৃণ্য পদক্ষেপ।

তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে যেসব দেশ প্রকাশ্যে ইসরাইলকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে, তাদের উচিত অবিলম্বে গাজায় চলমান সন্ত্রাস এবং নির্বিচারে শিশু ও বেসামরিক নাগরিক হত্যা বন্ধে ইসরাইলের প্রতি জোর দাবি জানানো। অন্যায্য অপরাধগুলোর জন্য ইসরাইলকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার বিষয়ে অনাগ্রহ প্রকাশ করে ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষকেরা কার্যত তাদের দ্বিমুখী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর দাবি তোলার জন্য এবং একটি নিরাপদ করিডোর চালু করার মাধ্যমে গাজার বেসামরিক নাগরিকদের ঔষধ ও খাবার পৌঁছাবার সুযোগ দেয়ার জন্য এমসিএ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002

গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের সাথে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ ইউকের মতবিনিময়

সিলেট সিটি মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সাথে মতবিনিময় সভা করেছে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ ইউকে। গত ১১ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় লন্ডন ৭ ইম্প্রেশন হল ভেন্যুতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সহ-সভাপতি আব্দুল বারী'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আহবাব হোসেনের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের চীফ এডভাইজার সাগীর বক্স ফারুক, আহমেদুস সামাদ চৌধুরী জেপি, আজিজ চৌধুরী, সামি সানা উল্লাহ ,বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান পরিষদ ইউকের সাবেক চেয়ারম্যান আশিকুর রহমান, সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন আনসার, পারভেজ কোরেশী, মানিকুর রহমান গনি, কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক জেইন মিয়া, ড: মাসুকুর রহমান, সুমনা শুভ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাহ মুনিম সহ কমিনিটির নেতৃবৃন্দ। সভায় সমাপনি বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বর্তমান চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর খান। সভার শুরুতে প্রবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌলানা আব্দুল কুদ্দুস। সভার শুরুতে সিলেট সিটি মেয়রকে ফুল ও ক্রেস্ট প্রদান করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সভায় মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী প্রবাসীদের দাবীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, আমি এখানে (যুক্তরাজ্যে) ছিলাম। দায়িত্ব গ্রহণের পর পর প্রবাসীদের যে সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে আমি কাজ শুরু করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও প্রবাসীদের প্রতি খুবই আন্তরিক। ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়া ও সহযোগীতা থাকলে সকল সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন বরা অব টাওয়ার হ্যামলেটসে ক্যান্সার সাপোর্টের জন্য তহবিল সংগ্রহ

লন্ডন বরা টাওয়ার হ্যামলেটেস কাউন্সিলের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্টের তহবিল সংগ্রহের জন্য কফি মর্নিং অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও গত ৬ অক্টোবর শুক্রবার সিনিয়র স্টাফ ক্রিস্টিন লং এর উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়। টাওয়ার হ্যামলেটেস কাউন্সিলের ট্রান্সপোর্ট এর টবিলেন ডেপোয় এই আয়োজনে তাকে সহযোগিতা করেন ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য সকল স্টাফরা।

এ ব্যাপারে সবাইকে খুব উৎসাহিত করেন ক্রিস্টিন লং। বাকী স্টাফরা নিজ নিজ উদ্যোগে রকমারিখাবার নিয়ে আসেন এবং উপস্থিত সবাই কফি মর্নিং অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল একজন স্টাফ সামানতা ডুপরী তার নিজের বাগানের চায়নিজ কুমড়া দান করেন, তাতে অনেক অর্থ সংগ্রহ হয়। এছাড়াও অনেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করেন। এই কফি মর্নিং এর সংগ্রহকরা প্রতিটি পেনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য যা কিছু করা দরকার তা করা হবে। এই অনুদান যেহেতু ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্ট তাই ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনকে অনেক উপায়ে প্রভাবিত করতে পারে। তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য টাওয়ার হ্যামলেটেস কাউন্সিলের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে মানবতার কল্যাণে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় কফি মর্নিং হল ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্টের সবচেয়ে বড় তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠান। প্রতি বছর, যুক্তরাজ্য এবং বিশ্বব্যাপী লোকেরা তাদের নিজস্ব কফি মর্নিং হোস্ট করে। প্রাপ্ত অনুদান ম্যাকমিলান পরিষেবার দিকে যায়। শুধুমাত্র ২০১৬ সালে, বিশ্বের সবচেয়ে বড়কফি মর্নিং ২৯.৫ মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহ করেছে। ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্টের জন্য ১১১,৬২ পাউন্ড সংগ্রহ করে টিটি পাম্প আবারও বিশ্বেরসবচেয়ে বড় কফি মর্নিং-এ অংশ নিয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে, ম্যাকমিলান কফি মর্নিং একটিজাতীয় ইভেন্টে পরিণত হয়েছে, এই প্রক্রিয়ায় চেরেটি সংস্থার জন্য ২৯০ মিলিয়ন পাউন্ডেরওবেশি সংগ্রহ করেছে?

সারা দেশজুড়ে, ম্যাকমিলান কফি মর্নিংস শুধুমাত্র গত বছর ১০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশিউপার্জন করেছে। ম্যাকমিলান ২০২১ সালে এটির শীর্ষে যাওয়ার আশা করছেন।

দা ম্যাকারি ফাউন্ডেশন এবং ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে সহ টিটি পাম্প দ্বারা সমর্থিত বেশ কয়েকটিযোগ্য কারণের মধ্যে একটি দাতব্য। এই বছরের ম্যাকমিলান কফি মর্নিং-এ যারা অবদানরেখেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আয়োজক ক্রিস্টিন লং।

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!
Paying too much?
এক্সাম্পল, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের নো ক্লেম বোনাস প্লাস ক্লিন লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ৩০-৪০ পাউন্ড খরচ করছেন।
আপনার পেমেন্ট প্লাস পেপার ওয়ার্ক প্লাস সার্টিফিকেট যোগাযোগ সরাসরি মেইন ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সাথে, ব্রোকার এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান ইন্সুরেন্স পেমেন্ট এমাউন্ট থেকে আপটু ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে ডিরেক্ট ডেবিটের মাধ্যমে কম খরচে ইন্সুরেন্স করিয়ে দিয়ে থাকি।
(We do not help CAB/TRADE INSURANCE)
Serving for last 10 years
TO GET A QUOTE Please call (Mon-Sat 9-8 pm)
Mr. Ali on 07950 417 360 /020 8123 0430 Fax: 020 7806 0776
Email:e3cheapcarinsurancebroker1@hotmail.co.uk
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
http://sites.google.com/e3cheapcarinsurancebroker

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER
(LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com
Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

বিয়ানীবাজার জনকল্যাণ সমিতির কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

সভাপতি আনোয়ার, সেক্রেটারি সুবিন, কোষাধ্যক্ষ আলতাফ

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী প্রবাসীদের উপজেলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত প্রথম সামাজিক সংগঠন বিয়ানীবাজার জনকল্যাণ সমিতি ইউকের ২০২৩-২৫ কার্যকরী কমিটির অভিষেক বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর পূর্ব লণ্ডনের লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে নাজিম-আনোয়ার ফখরুল নেতৃত্বাধীন কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে নব-গঠিত আনোয়ার-সুবিন-আলতাফ নেতৃত্বাধীন কার্যকরী কমিটির হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লন্ডন সফররত সিলেট সিটি করপোরেশন এর নব-নির্বাচিত মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী।

সমিতির সভাপতি আব্দুল করিম নাজিমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেইনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন রেডব্রিজ কাউন্সিলের মেয়র জোৎস্না ইসলাম, নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জালাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী, সিলেট মহানগর যুবলীগের সভাপতি মুশফিক জায়গীরদার, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলার কামরুল হোসেন মুন্না, কাউন্সিলার আহমেদুল কবির রানা ,কাউন্সিলার কবির মাহমুদ, কাউন্সিলার মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির নাম ঘোষণা ও পরিচয় করিয়ে দেন নির্বাচন কমিশনার ব্যারিস্টার মাসুদ চৌধুরী। শপথবাক্য পাঠ করান সমিতির উপদেষ্টা আফাজ উদ্দিন। কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন ও পেশার নেতৃবৃন্দ সহ হলভর্তি অতিথিদের অংশগ্রহণে অভিষেক অনুষ্ঠানের সার্বিক সমন্বয়ে ছিলেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছরওয়ার আহমদ ও বিয়ানীবাজার সরকারী কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস জেবুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি সিসিক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের সিলেটের বিয়ানীবাজার ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চল। যুক্তরাজ্যে এই অঞ্চলের মানুষ বৃটেনের মূলধারায় বিভিন্ন পেশায় কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরছেন। তিনি প্রবীণ রাজনীতিবিদ, সংগঠক, যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি, বিয়ানীবাজার ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতালে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আহহাজ্ব সমছউদ্দিন খানের নাম উল্লেখ করে বলেন, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য সকল দিক দিয়েই তিনি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত অব্যাহতভাবে রেখে যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে আরও বক্তব্য রাখেন সমিতির উপদেষ্টা যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খান, আলহাজ্ব মনজ্জির আলী, শফিক উদ্দিন, মারুফ চৌধুরী,সাব উদ্দিন ও আফাজ উদ্দিন, বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল করিম।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক সামসুল হক এহিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক দিলাল আহমদ, বিয়ানীবাজার পৌর উন্নয়ন ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসেন দেলু, বিয়ানীবাজার থানা জনকল্যাণ সমিতি ইউকের সভাপতি মোঃ মুজাহিদ ইসলাম, আফছার খান সাদেক, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাহি সদস্য সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু। সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সাবেক সহ সভাপতি মোঃ বাবুল হোসেন ও আলাউদ্দিন,সাবেক ট্রেজারার শামীম লোদী ও ফরহাদ হোসেন টিপু।

অনুষ্ঠানে নাজিম-আনোয়ার-ফখরুল কমিটির বিগত দিনের কার্যক্রম নিয়ে একটি তথ্যচিত্র এবং আনোয়ার-সুবিন-আলতাফ নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটির পরিচিতিমূলক তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সমিতির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক- মৌলানা আমিনুল ইসলাম । পরে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দকে ফুল দিলে বরণ করেন সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। নতুন কমিটিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি আব্দুল করিম নাজিম ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন। নব-গঠিত কমিটির ট্রেজারার আলতাফ হোসেন চৌধুরী এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বর্তমানে লন্ডনের একটি হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন। তার সুস্থতার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা হয়। রাতের খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে মাথিউরা স্পোটিং ক্লাবের সেলিব্রেশন ও ডিনার পার্টি অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যে ইউনাইটেড বিয়ানীবাজার ইউকের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ মাথিউরা স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এ উপলক্ষে লন্ডনে সেলিব্রেশন ও ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত ৯ টায় হোয়াইচ্যাপলের সোনারগাঁও রেস্টুরেন্টে বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট মুরুব্বি আব্দুল মলিক লোদি। সংগঠক কামাল হোসেইন এর পরিচালনায় ও শরিফ আহমদের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টের পরিচালক ও স্পন্সর মোস্তাক বাবুল, পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টের পরিচালক ও খেলার স্পন্সর আব্দুল ফাত্তাহ, সোনার গাঁও রেস্টুরেন্টে পরিচালক ও খেলার স্পন্সর তোফাজ্জুল আলম, বিশিষ্ট মুরব্বি আব্দুল মালিক, আবুল হোসেন ,আবুল হোসেন ওদুদ, ময়নুল ইসলাম, মিছবাহ্ উদ্দিন সানি, জসিম উদ্দিন, জালাল উদ্দিন, আব্দুল ওয়াদুদ, আতিক আহমেদ, একলাছ উদ্দিন, বদরুল হোসেইন, আব্দুরাজ্জাক, সুরমান খান, ইকবাল হোসেন, আসুক আহমেদ,কলিম উদ্দিন রোকন রহমান, মুন্না আহমেদ রাজু, জাহাঙ্গির আলম, সুমন আহমেদ, আলি আহমেদ,সাইফ আহমেদ ,রুহেল আহমেদ, শামীম আহমেদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইউকে জমিয়তের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত

বিশ্ববাসীকে ফিলিস্তিনীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান

লন্ডনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের কাউন্সিল অধিবেশন ও গণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিধ্বস্ত ও রক্তাক্ত মজলুম ফিলিস্তিনীদের গগনবিদারী চিৎকারে সাঁড়া দিয়ে জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াইয়ে সর্বস্ব কোরবান করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবং আল্লাহর অসংখ্য নবীগনের স্মৃতি বিজড়িত পণ্যভূমিতে মুসলিম নির্যাতনের ভয়াল বিনাশ যজ্ঞের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত আন্দোলন সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়েছে। পুরো বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত বিপুলসংখ্যক উদ্যমি জমিয়তকর্মীর পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল জমিয়তের এ ঐতিহাসিক কাউন্সিল অধিবেশন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউকে জমিয়তের সভাপতি মাওলানা শুয়াইব আহমদ। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম ও প্রাক্তন কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ।

কাউন্সিল অধিবেশনে আগামী তিন বছরের জন্য নতুন কার্যকরী কমিটির ঘোষনা দেন বৃটেনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রাণপুরুষ মাওলানা শায়খ আসগর হুসাইন। সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে কেন্দ্রীয় জমিয়তের সভাপতি হযরত মাওলানা শায়খ জিয়া উদ্দীন লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করেন। যা লন্ডন মহানগর জমিয়তের সভাপতি মাওলানা আশফাকুর রহমান উপস্থিতির সামনে পেশ করেন। কেন্দ্রীয় জমিয়তের মহাসচিব শায়খুল হাদীস মাওলানা মনজুরুল ইসলাম আফেন্দীও ইউকে জমিয়তের এ কাউন্সিল অধিবেশনে অত্যন্ত আবেগ বিজড়িত লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করেন। যা মুফতি আবদুল মুনতাকিম সবার সামনে পড়ে শোনান। এক ই ভাবে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক, কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী ও কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুফতি জাকির হুসাইন টেলিফোনিক বক্তব্যের মাধ্যমে ইউকে জমিয়তের কাউন্সিল অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় জমিয়ত নেতৃবৃন্দের এ অংশগ্রহন, স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও বক্তব্য প্রদানের কারণে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের কর্মীদের মধ্যে যারপরনাই উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দের সঞ্চার হয়। এর জন্য সবাই কেন্দ্রীয় জমিয়ত নেতৃবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ভাবে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনে বিগত ছয় বছরের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ। অর্থনৈতিক প্রতিবেদন পেশ করেন হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী।

উপদেষ্টারাসহ মোট ১০১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটিতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন যথারীতি আধ্যাত্মিক রাহবার মাওলানা শায়খ আসগর হুসাইন।

ইউকে জমিয়তের সভাপতি পদে পুনরায় দায়িত্ব পেয়েছেন মারকাজুল উলূম লন্ডন এর প্রিন্সিপাল মাওলানা শুয়াইব আহমদ। সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে পূর্বের ন্যায় বহাল রয়েছেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুফতী আবদুল মুনতাকিম। নতুন জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছেন বিশিষ্ট সংগঠক আলেমেদ্বীন মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন মাওলানা শামছুল আলম। নতুন ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন হাফিজ রশীদ আহমদ। নতুন কমিটিতে ১০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম সহ পূর্ণ তালিকা কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় পড়ে শোনান। এ সময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হযরত শায়খে কাতিয়া (রাহঃ) এর সুযোগ্য সাহেবজাদা হাফিজ মাওলানা ইমদাদুল্লাহ। ইউকে জমিয়তের কাউন্সিল অধিবেশনে শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান মনোহরপূরী,বো সেন্ট্রাল মসজিদ এর খতীব মাওলানা ব্যারিস্টার কুতুব উদ্দিন শিকদার, খেলাফত মজলিস ইউকে দক্ষিণ এর সভাপতি মাওলানা সাদিকুর রহমান, ইউকে উলামা মাশায়েখ এর সভাপতি মাওলানা এ,কে মওদুদ হাসান, আরব আলেম শায়খ রমযী, জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথ মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা শিব্বির আহমদ ও সৈয়দপুর শামছিয়া সমিতির সভাপতি পীর আহমদ কুতুব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও স্বারগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং ইউকে জমিয়তের সার্বিক কর্ম প্রয়াস ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের ভূঁয়সী প্রশংসা করেন। সভায় শেষ মুনাজাতে মাওলানা আসগর হুসাইন মজলুম ফিলিস্তিনীদের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মধ্যযুগে পুতুল নয়, শিশুদের সাজানো হতো কাকতাড়ুয়া

কখনো কাকতাড়ুয়া দেখেছেন? গ্রাম-বাংলার গ্রামীণ জনপদের একসময়ের অতি পরিচিত দৃশ্য এই কাকতাড়ুয়া। কাক কিংবা অন্যান্য পশুপাখিকে ভয় দেখানোর জন্য ফসলের জমিতে কাকতাড়ুয়া প্রতিস্থাপন করা হতো। মূলত ফসলের জন্য ক্ষতিকর পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই কাকতাড়ুয়া দাঁড় করানো অবস্থায় রাখা হয়।

এছাড়াও কৃষকদের বিশ্বাস ছিল কাকতাড়ুয়া স্থাপন করলে ক্ষেতের ফসলে কারও নজর লাগবে না। ফসল ভালো হবে।

৩১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম মিশরীয় সভ্যতায় কাকতাড়ুয়ার ব্যবহার শুরু হয়। নীল নদের অববাহিকার উর্বর পলিমাটিতে মিশরীয়রা চাষাবাদ করত।

সে সময় প্রযুক্তির উন্নতি না হওয়ায় নানা ধরনের শস্য খুব পরিশ্রম করে ফলাতে হতো। কিন্তু পাখির আক্রমণে ফসল রক্ষা করাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। ফসল রক্ষার জন্য ফসলের ওপর জাল বিছিয়ে পাখি ধরত তারা। এর কারণে ফসলও বাঁচত, পাখির মাংসও খাওয়া হতো। কিন্তু এই পদ্ধতিটি ছিল বেশ ঝামেলার।

এছাড়াও পশুদের আটকানো যাচ্ছিল না। তখনই পাথর দিয়ে ভয়ালদর্শন কিছু কাঠামো সাজিয়ে ক্ষেতে দাঁড় করিয়ে রাখা শুরু হয়। এভাবে শুরু হয় সভ্যতার প্রথম কাকতাড়ুয়ার আবির্ভাব। মধ্যযুগে ব্রিটেন ও ইউরোপে বাচ্চাদের কাকতাড়ুয়া সাজানো হতো।

শিশুরা লাঠি দিয়ে টিনের বাক্স বাজিয়ে ফসলের মাঠে ঘুরে বেড়াতো, যাতে টিনের বাক্সের শব্দ শুনে পাখিরা ফসলের মাঠে না আসে। কিন্তু কিছুকাল পর পুরো ইউরোপে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এর ফলে ইউরোপে বিপুলসংখ্যক মানুষ মারা যায়। ফসলের মাঠে পাখি তাড়ানোর জন্য যথেষ্ট শিশু পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন কৃষকরা পুরোনো কাপড় ও খড় দিয়ে শিশুদের আদলে কাকতাড়ুয়া বানানো শুরু করেন।

কাকতাড়ুয়া তৈরি করা অনেক সহজ। বাঁশ, খড়, মাটির হাড়ি, দড়ি, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে কাকতাড়ুয়া তৈরি করা হয়। বানানো শেষে এটি দেখতে দু'হাত প্রসারিত মানুষের মতো মনে হয়। মাথার আকৃতি দিতে কেউ খড় ব্যবহার করেন। আবার কেউবা মাটির হাড়ি বসিয়ে হাড়িতে সাদা রং বা কয়লা দিয়ে চোখ মুখের ছবি একে দেয়। এরপর শরীর ঢাকতে পুরোনো শার্ট বা গেঞ্জি পরিয়ে ফসলের জমিতে পুঁতে রাখেন। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন।

বিজ্ঞানের যুগ সবকিছুই আধুনিকায়ন হচ্ছে। কৃষির উন্নয়নে নানা প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। তাই কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে সনাতন পদ্ধতিগুলো। তবে কাকতাড়ুয়ার মতো সনাতন পদ্ধতিগুলো এখনো অনেক কৃষক ব্যবহার করেন। সূত্র : জাগোনিউজ

নিজের দাঁত দিয়ে আংটি বানালো তরুণী!

কখনো কি মানুষের দাঁতের তৈরি অলংকারের কথা শুনেছেন? নিজের দাঁত নিয়েই এমন এক অদ্ভুত পরীক্ষা করে বসলো অস্ট্রেলিয়ার তরুণী জ্যাকি উইলিয়াম। বুদ্ধিটা তার মাথায় আসে মুখে আক্কেল দাঁত গজানোর সময়। এই আক্কেল দাঁতই যেন অনেকখানি আক্কেল এনে দেয় উইলিয়ামের।

মেলবোর্ন পলিটেকনিক নামের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থী জ্যাকি উইলিয়াম। তার পড়ার বিষয় ছিল অলংকার ও বিভিন্ন বস্তুর ওপর নকশা করা। পড়াশোনা শেষে কাঙ্ক্ষিত ভালো কাজ না পেয়ে একটি সমাধিস্থলে মালি হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপরই দাঁত দিয়ে অলংকার তৈরির ভাবনা আসে তার মাথায়।

হাতির দাঁতের তৈরি বোতাম, গয়নাসহ নানা সামগ্রীর জন্য একটা সময় প্রচুর হাতি মারা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখনো মারছে চোরা শিকারিরা। প্রাণীদের জীবন বাঁচাতেই এই উদ্যোগ তার। প্রথমে নিজের আক্কেল দাঁত সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন জ্যাকি। পরবর্তীতে এক দন্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। তার কাছ থেকেই অনেক দাঁত সংগ্রহ করেন জ্যাকি। এমনকি চিকিৎসকের সংগ্রহে তার সাবেক দুই শিক্ষকের দাঁতও খুঁজে পান তিনি। দাঁতের এই সামগ্রীগুলো তৈরি করতে প্রথমে খুব ভালো করে দাঁতগুলো পরিষ্কার করে নেন। এরপর সেগুলো যন্ত্রের সাহায্যে কেটে ছেঁটে একেবারে মুক্তোর মতো গোল আকৃতি দেন। এরপরই সেগুলো হয়ে যায় সুন্দর কিছু অলংকারের জুতসই উপাদান।

এছাড়া মৃত মানুষের দাঁত, চুল বা শেষকৃত্যে মরদেহ পোড়ানোর পর হওয়া ছাই দিয়েও অলংকার তৈরি করেন জ্যাকি। দাঁত দিয়ে অলংকার তৈরির বিষয়ে তিনি বলেন, মানুষ যাতে তাদের ক্ষতি বা প্রিয়জন হারানোর শোকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন, এ জন্য আমি এসব দিয়ে অলংকার তৈরি করি। কারণ নিজের প্রিয় বা প্রিয়জনের শরীরের কিছু দিয়ে তৈরি অলংকার সঙ্গে থাকলে অনেকের দুঃখ লাঘব হতে পারে। সূত্র: এবিসি নিউজ

ভুয়া আইনজীবী হয়েও জিতলেন ২৬ মামলায়!

ভুয়া আইনজীবী হয়েও ২৬টি মামলায় জিতেছিলেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত গোমর ফাঁস হওয়ায় পুলিশ ওই ভুয়া আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে। এমনই ঘটনা ঘটেছে আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায়। নাইজেরিয়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম নাইজেরিয়া ট্রিবিউনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্রায়ান মুয়েন্ডা নামের অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি নিজেকে কেনিয়া হাইকোর্টের একজন আইনজীবী হিসেবে পরিচয় দিতেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, আদালতের আপিল বিভাগ, ও হাইকোর্টে মামলা লড়েছেন। তবে কখনোই বিচারকরা তার যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

সম্প্রতি এক আইনজীবী ব্রায়ানের নামে অভিযোগ দিলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে নাইরোবির ব্র্যাঞ্চ অব দ্য ল সোসাইটি অব কেনিয়ার পক্ষ থেকে এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়, ব্রায়ান মুয়েন্ডা কেনিয়া হাইকোর্টের কোনো অ্যাডভোকেট না। সোসাইটির রেকর্ডে তার নাম নেই।

একটি জরুরি বৈঠকের পর কেনিয়ার ল সোসাইটি জানিয়েছে যে, ব্রায়ান অবৈধভাবে তাদের পোর্টালে প্রবেশ করে নিজের ছবি ও পেশাগত প্রোফাইল আপলোড করেছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামের সঙ্গে আরেক আইনজীবীর নামের মিল থাকায় এমনটি করা গেছে।

এদিকে ভুক্তভোগী ওই আইনজীবী কেনিয়ার ল সোসাইটির পোর্টালে ঢুকতে না পারায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ দেন। পরে কেনিয়ার আইটি বিভাগ গত ২৮ সেপ্টেম্বর তদন্ত করে দেখতে পারে যে, পোর্টালে তথ্য থাকলেও ওই ব্যক্তি সিস্টেমে ঢুকতে পারছেন না। আর সেখানে দেওয়া ইমেইলটিও ভুক্তভোগী ব্যক্তির না। সূত্র : ইত্তেফাক

দাঁত দিয়ে একসঙ্গে ৬ গাড়ি টানলেন তিনি

দাঁত দিয়ে একসঙ্গে ৬ গাড়ি টেনে দুই বিশ্বরেকর্ড করলেন দিমিত্রো হারুনিস্কি। ইউক্রেনের ৩৪ বছর বয়সী এই যুবক এর আগেও একবার বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। ২০২২ সালে ঘাড় দ্বারা টানা সবচেয়ে ভারী ট্রেনের বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছিলেন তিনি।

এর পরই তিনি দাঁত দিয়ে গাড়ি টানার প্রশিক্ষণ শুরু করেন। এবার একসঙ্গে দুটি রেকর্ড করে ফেলেছেন দিমিত্রো। প্রথমটি হচ্ছে বেশিরভাগ গাড়িই দাঁত দিয়ে টানা-৬টি এবং দ্বিতীয়টি দাঁত দিয়ে দ্রুততম ৩০ মিটার গাড়ি টানা। সময়: ১৫.৬৩ সেকেন্ড।

দিমিত্রো তার দাঁত দিয়ে শুধু ছয়টি গাড়ি টেনেননি, তিনি আরও ছয়জন মানুষকেও টেনেছিলেন, কারণ প্রতিটি গাড়ির ভেতরে একজন চালক ছিল। তবে গাড়ির ইঞ্জিনগুলো বন্ধ রাখা হয়েছিল। ছয়টি গাড়ি এবং চালকের মোট ওজন ছিল ৭ হাজার ৬০৪ কেজি (১৬ হাজার ৭৬৩ পাউন্ড)।

দিমিত্রো বলেছেন যে তিনি এই রেকর্ড ভাঙতে চান এবং এরই মধ্যে তার দাঁত দিয়ে সাতটি গাড়ি টেনে নিজের একটি ভাঙার পরিকল্পনা করছেন। তিনি তার এই রেকর্ডটি তার দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন। দিমিত্রোর আগে ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার ট্রয় কনলি এই রেকর্ড করেছিলেন ৫টি গাড়ি টেনে। সূত্র: গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড

'স্বর্গের সিড়ি' থেকে পড়ে প্রাণ হারালেন ব্রিটিশ নাগরিক

স্বর্গের সিড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে ৩০০ ফিট থেকে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন এক ব্রিটিশ নাগরিক। অস্ট্রিয়ান পর্বতমালার অন্তর্গত এক দুরূহ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় তার মৃত্যু হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেট্রোর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বর্গের সিড়ি নামে পরিচত ওই পথটি মূলত নর্দার্ন লাইমস্টোন আল্পসের অংশ দাসাতাইন পর্বতমালায় অবস্থিত একটি দুরূহ সিড়িপথ। এটি ভায়া-ফেরাতা বা 'লৌহ পথ' নামেও পরিচিত। গত ১২ সেপ্টেম্বর ওই পথের শেষ প্রান্তে গিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। তবে তার নাম পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। এ পথটি পর্যটকদের কাছে ছবি তোলার জন্য বেশ জনপ্রিয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, ওই পথের শেষপ্রান্তের কাছাকাছি এলাকায় গিয়ে পিছলে পড়ে যান ব্রিটিশ নাগরিক। এ সময় সেখানে পুলিশ ও উদ্ধারকারীরা হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছে যায়। তবে তাকে বাঁচানো যায়নি। উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা কিছু সময় পরে তার মরদেহ উদ্ধার করেন।

এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ। তারা বলছে, দুর্ঘটনার সময়ে ওই ব্যক্তি একা আরোহণ করছিলেন।

ওই এলাকার পর্যটনসংশ্লিষ্ট একটি ওয়েবসাইটে স্বর্গের সিড়ি নামে পরিচিত পথটিকে নতুন সেরা আকর্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে। যদিও সেখানে আরোহণের বিষয়ে সতর্ক করেছে সাইটটি। তারা বলছে এখানে কেবল অভিজ্ঞদেরই আরোহণ করা উচিত। পাশাপাশি অনুকূল আবহাওয়ায় সেখানে ভ্রমণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত ৩০ জুলাই হংকংয়ের ৬৮ তলাবিশিষ্ট একটি আবাসিক ভবন থেকে পড়ে ৩০ বছর বয়সি ফরাসি ডেয়ার ডেভিল রেমি লুসিডির মৃত্যু হয়। কোনো ধরনের সুরক্ষা ছাড়াই বহুতল ভবনের এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে লাফিয়ে বেড়াতেন রেমি লুসিডি। দুঃসাহসী এই স্টান্ট খেলাই তার নেশা। এর মাধ্যমে পেয়েছেন বিশ্বজোড়া খ্যাতিও।

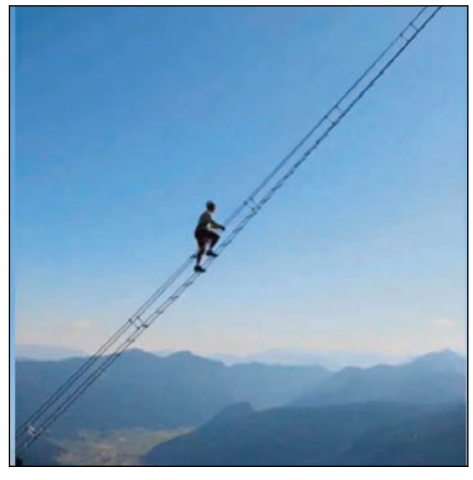

এর আগে গত জুলাইয়ে পাকিস্তোনের নাঙ্গা পর্বতের এ পোলিশ পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়েছিল। বৈরী আবহাওয়ায় দুই সঙ্গীকে নিয়ে ২৬ হাজার ৬৬০ ফুট উচ্চতার ওই পর্বতে আরোহন করেন তিনি। পরে সেখান থেকে নামার সময় শ্বাসকষ্টে তার মৃত্যু হয়। এরও আগে ২০২০ সালের জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে পর্বত থেকে পড়ে মেডিলিন ডেভিস নামের ২২ বছরের এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছিল। সূত্র: কালবেলা

ইসরাইলপন্থি খবরের কারণে বিবিসি দপ্তরে লাল রং স্প্রে

বিবিসির জন্য একটি বার্তা রেখে গেছে। আর তা হল দখলদারিত্বের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া আর ইসরাইলের যুদ্ধাপরাধের প্রতি সম্মতি প্রদানের অর্থ হল আপনার হাতে ফিলিস্তিনিদের রক্ত রয়েছে'। দ্য গার্ডিয়ান।

এদিনই বিবিসির একজন সাংবাদিক ও উপস্থাপক ভিক্টোরিয়া ডার্বিশায়ার কিছু ছবি ও ভিডিও ফুটেজ শেয়ার করেছেন। এতে বিবিসির প্রবেশদ্বারে লাল রং দেখা গেছে। বিবিসি রেডিও উপস্থাপক ও ডিজে এডওয়ার্ড আদু টুইট করে বলেন, 'এইমাত্র বিবিসিতে পৌঁছেছি। মূল প্রবেশপথে লাল রং ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে'।

এ বিষয়ে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, এর পেছনে কোন বিক্ষোভকারী দল রয়েছে এমন কোন প্রমাণ তাদের হাতে নেই। জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

বিবিসির সদর দপ্তর থেকে শনিবার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশে একটি বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা মিছিলের আগে ভবনের বাইরে জড়ো হয়ে দুপুর ১টার দিকে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল।

'পঞ্চব্রীহি' আবিষ্কারের গল্প শোনালেন বিজ্ঞানী

তিন মৌসুমেই মোট পাঁচবার ধান উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এটি হবে জলবায়ুবান্ধব।

গত ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার লণ্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত 'খাদ্য নিরাপত্তা এবং মানবস্বাস্থ্য' শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানে এই আবিষ্কারের কথা জানান তিনি।

সারাবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, বন্যাপ্রবণ ও খরাপীড়িত দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য সংকট দূরীকরণে নিঃসন্দেহে এটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

ডক্টর আবেদ চৌধুরীর ভাষায়, 'এ নতুন ধান চাষ পদ্ধতি যদি সারাদেশের কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য গোটা জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব'।

এই বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানে ডক্টর চৌধুরী জানান, বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজারের কানিহাটি গ্রামের কৃষকদেরকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করে কোনোরকম কৃত্রিম রাসায়নিক ছাড়াই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে বহু জাতের ধানের মিশ্রন ঘটিয়ে তিনি এমন একটি ধান আবিষ্কার করেছেন, যা চাষের জন্য নতুন করে পাঁচ বার ধান গাছ রোপণ করতে হবে না। এতে কৃষকের সময় যেমন বাঁচবে, তেমনি সাশ্রয় হবে অর্থও। একইসঙ্গে একই জমিতে একই গাছে পাঁচবার ধান উৎপাদনের ফলে দূর হবে দেশের খাদ্য সংকট।

পূর্ব লণ্ডনের লণ্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ডক্টর আবেদ চৌধুরী তাঁর এ আবিষ্কারের কাহিনী উপস্থাপনের পর গভীর মনযোগের সঙ্গে এ নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্ন শোনেন এবং প্রতিটি প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দেন।

তাঁর এ নতুন ধান উৎপাদন পদ্ধতি বাণিজ্যিক উপায়ে ব্যবহার করা হবে, নাকি সাধারণের মাঝে বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে- এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর চৌধুরী বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা শেষে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আমার এ আবিষ্কারকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করব না। আমি এটিকে সহজলভ্য করে দেব আমার দেশের দরিদ্র কৃষকদের জন্য'।

ডক্টর চৌধুরী আরও বলেন, 'আমার এ আবিষ্কারের গবেষণাগার হলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত মৌলভীবাজারের কানিহাটি গ্রাম, যে গ্রামে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেখানে আমার গবেষণা এবং সকল পরীক্ষা-নীরিক্ষার সহযোগী ছিলেন সেসব স্বল্পশিক্ষিত কিংবা স্বশিক্ষিত কৃষক যাদের গায়ে লেগে থাকে বাংলার জল-কাদার গন্ধ। তারা দীর্ঘদিন ধরে মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় দিনরাত আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের বুকে মিশে আছে ধর্ম ও বিজ্ঞান। এসব স্বল্পশিক্ষিত, সরলপ্রাণ, দেশপ্রেমিক কৃষককে সঙ্গে নিয়ে আমি বিশ্বকে উপহার দিতে চাই উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান। আমি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমার আবিষ্কারকে ব্যবহার করতে চাইনা। আমি চাই আমার এ আবিষ্কার দেশের মানুষের জীবনমান বদলে দিক। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক আমার মাতৃভূমির মানুষের জন্য।'

উল্লেখ্য 'পঞ্চব্রীহি' চাষের মাধ্যমে একটি ধান গাছ থেকে বছরজুড়ে বোরো মৌসুমে একটি এবং আমন ও আউশ মৌসুমে দুটি করে মোট পাঁচটি ফলন পাওয়া সম্ভব।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজি'র প্রফেসর হিউ ডিকিনসন, অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক স্বাস্থ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বাণিজ্যিক সংস্থা জেনোফ্যাক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব জাহাঙ্গীর আলম। শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্যে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান ক্লাবের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী।

প্রফেসর হিউ ডিকসন তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'ত্রিশ বছর পর পূর্ব লণ্ডনে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এখানকার জনজীবনে বাঙালি কমিউনিটির অবদান ও ইতিবাচক প্রভাব দেখে আমি খুব অভিভূত, আমি অভিভূত এখানকার পরিবর্তন দেখে'। তিনি ডক্টর আবেদ চৌধুরীর আবিষ্কারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, প্রফেসর হিউ ডিকিনসন সত্তরের দশকে ছাত্রাবস্থায় বাঙালিদের 'ব্যাটল অব ব্রিকলেন' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

জেনোফ্যাক্সের সিইও জাহাঙ্গীর আলম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল টেকনোলজি (এআই) ব্যবহার করে মানুষের 'জেনেটিক ড্যাটা' সংগ্রহ করে এর বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জেনোফ্যাক্স কীভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে- সাংবাদিকদের কাছে তা তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, এর আগে ডক্টর আবেদ চৌধুরী, প্রফেসর হিউ ডিকিনসন ও জনাব জাহাঙ্গীর আলম লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের কার্যালয় পরিদর্শন করেন। গত ১০ অক্টোবর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজে 'ইসলাম এণ্ড সায়েন্স- এ পার্সপেক্টিভ ফ্রম রুরাল বাংলাদেশ' শীর্ষক বক্তৃতা করেন। মূলত এই বক্তৃতার জন্যই আমন্ত্রিত হয়ে তিনি এবার লণ্ডন আসেন।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সভাপতি ঢাকায় আটক

রাব্বানী সোহেলকে আটক করেছে পুলিশ। গত ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে নয়াপলটনস্থ বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়েছে বলে জানান বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শামসুদ্দিন দিদার।

তিনি জানান, নয়াপলটন বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আশপাশের সব আবাসিক হোটেলে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এর মধ্যে যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সভাপতি গোলাম রাব্বানী সোহেলকে রাত সাড়ে ১১ টার দিকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে আটক করেছে পুলিশ। বর্তমানে নয়াপলটন ও আশপাশের এলাকায় চরম থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

এদিকে আটকের বিষয়ে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, যেহেতু চারদিক থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি উঠেছে। সে কারণে সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় জনমনে ভীতি ও বিভ্রান্তি ছড়াতে গণতন্ত্রকামী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি গ্রেপ্তার নেতাকর্মীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি করছি।

আফগানিস্তানে ঘুমন্ত ৯ বেসামরিককে হত্যা করেছে ব্রিটিশ সেনারা

শুধু যুদ্ধ করার মতো বয়সী পুরুষদের তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে।

একটি এসএএস স্কোয়াড্রন ছয় মাসের আফগান মিশনে শুধু সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে ৫৪ জনকে হত্যা করেছে বিবিসি প্যানোরমার এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর সরকার তদন্তের ঘোষণা দিয়েছে।

গত ১৬ অক্টোবর সোমবার লন্ডনের রয়্যাল কোর্ট অব জাস্টিসে এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত শুনানি চলে। যুক্তরাজ্যের বিশেষ বাহিনী রাতের অভিযানের নামে 'অসংখ্য' বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে এই অভিযোগগুলো ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে।

২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ব্রিটিশ বিশেষ বাহিনী আফগানিস্তানে এমন শত শত ইচ্ছাকৃত আটক অভিযান পরিচালনা করে।

তদন্তের প্রধান পরামর্শদাতা অলিভার গ্লাসগো কেসি, বেশ কয়েকটি শিশুসহ ৩৩ জনকে হত্যার সঙ্গে জড়িত সাতটি পৃথক হত্যা বা বন্দী মিশনের বিবরণ দিয়েছেন।

আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের নাদ আলি জেলায় ৯ জনকে হত্যার ঘটনাটি ঘটে ২০১১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। বেশ কয়েকটি পরিবার একটি বাড়িতে মিলিত হয়েছিল এবং তাঁরা একটি কক্ষের বাইরের অংশে ঘুমাচ্ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

এসএএস বলছে, তারা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছিল। অলিভার গ্লাসগো ভবনের দেয়ালে বুলেটের ছিদ্র পরীক্ষা করেছেন। বুলেটগুলো মেঝে থেকে খুব কম উচ্চতায় বিদ্ধ হয়েছে। এতে বোঝা যায় এই মানুষগুলোকে শোয়া অবস্থায় গুলি করা হয়েছিল। এই ঘটনা গত বছর প্রথম প্রকাশ করে বিবিসি।

বিসিএর এজিএম ও নির্বাচন সম্পন্ন

এজিএম ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের ১ম পর্বে বিসিএর এজিএম অনুষ্ঠিত হয়। বিসিএর প্রেসিডেন্ট এম এ মুনিম ওবিইর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জেনারেল মিঠু চৌধুরী ও ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মুজিবুর রহমান ঝুনুর সঞ্চালনায় মাগদাদ খানের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে শুরু হয়।

এজিএম- এ স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিসিএর প্রেসিডেন্ট এম এ মুনিম ওবিই। বিসিএর বিগত বছরের কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বিসিএর এর সেক্রেটারী জেনারেল মিঠু চৌধুরী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিসিএর সাবেক প্রেসিডেন্ট পাশা খন্দকার এমবিই ও এম এ কামাল ইয়াকুব, এনইসি মেম্বার আ. স. ম বাবলা, মেম্বাবারশীপ সেক্রেটারী ইয়ামিন দিদার, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী ফরহাদ হোসেন টিপু, ভাইস প্রেসিডেন্ট যথাক্রমে ফজল উদ্দিন, ফায়জুল হক, সৈয়দ হাসান, কামরুজ্জামান জুয়েল, মানিক মিয়া, কাউন্সিলার পারভেজ আহমদ, নাজ ইসলাম, শহিদুল হক চৌধুরী, শেলু মিয়া, আব্দুল হাই, জয়েন্ট চিফ ট্রেজারার আবজল হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিসিএর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনার বিসিএ ২০২৩-২৫ নির্বাচনে সাফরণ প্যানেলকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী ঘোষণা করেন। বিসিএ ২০২৩-২৫ ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ওলী খান এমবিই, সেক্রেটারী জেনারেল মিঠু চৌধুরী , চীফ ট্রেজারার টিপু রহমান, অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ফরহাদ হোসেন টিপু, মেম্বারশীপ সেক্রেটারী ইয়ামীম দিদার, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী নাজ ইসলাম। ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির সর্বমোট ১২৯ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন ১১৭ জন। বিসিএ ২০২৩-২৫ নির্বাচনে নিবাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদ হাসান এমবিই, নির্বাচন কমিশনার ব্যারিস্টার বেলায়েত হোসেন ও মোঃ আজিজ চৌধুরী।

উল্লেখ্য, গত ৫ অক্টোবর ছিল বিসিএর নির্বাচনের অংশগ্রহণের জন্য নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। নির্বাচনের জন্য ৫ অক্টোবর সাফরণ প্যানেল তাদের নমিনেশন জমা দেয়। নির্বাচন কমিশনে শুধু একটি প্যালেন জমা পড়ে। বিসিএর সাংবিধানিক নিয়মে ১৫ অক্টোবর রবিবার লন্ডনের ইম্প্রেশন ইভেন্টস হলে শুধুমাত্র একটি প্যানেল (সাফরণ) জমা পড়ায় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ সাফরণ প্যানেলকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন প্রবাসীর রহস্যজনক মৃত্যু

উদ্দিন বলেন, আমাদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। ঘটনার দিন পুকুরে মাছ ধরা নিয়েও জালাল উদ্দিনের সঙ্গে আমার বাকবিতণ্ডা হয়। তবে তার সঙ্গে মারামারির কোনো ঘটনা ঘটেনি। তিনি বলেন, প্রবাসে ভাইয়ের সন্তানদের ধারণা থেকেই হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর কথা বলেছি।

প্রত্যক্ষদর্শী নিহতের ভাগ্নে কাশিম উদ্দিন বলেন, বড় মামা ধাক্কাধাক্কি করে পুকুরপাড় থেকে ছোটো মামাকে সরিয়ে দিতে দেখেছি। তবে মামাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে মনোমালিন্য থাকায় তাদের বিবাদের সময় সেখানে যাইনি। ইউপি সদস্য কয়ছর আহমদ বলেন, প্রবাসীর মৃত্যু নিয়ে আমরা কিছুই জানি না বা আমাদের কেউ জানায়নি। তবে যেহেতু নিহতের মেয়ে মামলা করেছেন সেজন্য পোস্টমর্টেম করা জরুরি। তাহলে গ্রামবাসী মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পারবেন।

মুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফরিদ আল মামুন বলেন, প্রবাসীর মৃত্যু নিয়ে এলাকায় বেশ মাতামাতি হচ্ছে। এজন্য আমিও সঠিক তদন্তের মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।

বিয়ানীবাজার থানার অফিসার ইনচার্জ দেবদুলাল ধর বলেন, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। ইতিমধ্যে মামলা রেকর্ডসহ আদালতে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে। লাশ উত্তোলন করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাজায় হাসপাতালে হত্যাযজ্ঞ, স্তম্ভিত বিশ্ব

নাইম বলছিলেন, 'মরদেহ, মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ আর আহত মানুষে হাসপাতাল ভরে গিয়েছিল।

আমরা যাকে পেরেছি, চিকিৎসা দিয়েছি। কিন্তু হতাহত মানুষের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে আমাদের অসহায়ের মতো দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। আমাদের সামনে জীবন্ত অনেক মানুষকে মরতে দেখেছি।'

এভাবেই গত ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবার রাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের কাছে গাজার আল-আহলি আল-আরাবি হাসপাতালে হামলার পর ভয়ংকর সেই ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী চিকিৎসক নাইম। হাসপাতালে ওই হামলায় ৪৭১ জন নিহত এবং ৩১৪ জন আহত হয়েছেন বলে গত বুধবার ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

২০০৭ সালে গাজায় হামাস নির্বাচিত হওয়ার পর ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের পাঁচ দফা যুদ্ধ হয়েছে; কিন্তু কখনো অবরুদ্ধ গাজার কোনো হাসপাতালে এতটা ভয়াবহ হামলা চালানো হয়নি। হাসপাতালে ভয়াবহ এই হামলা পুরো বিশ্বকে হতভম্ব করেছে। এর জেরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে।

আল-আহলি আল-আরাবি হাসপাতালের আরেক চিকিৎসক ইব্রাহিম আল-নাকা বলছিলেন, 'ইসরায়েলি বোমা হামলা থেকে বাঁচতে যাঁরা, বিশেষ করে নারী-শিশুরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এই হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরা এই স্থানকে নিরাপদ স্বর্গ ভেবেছিলেন। আমরা জানি না, কী ধরনের গোলা এখানে আঘাত হেনেছিল। তবে আমরা দেখেছি, এই গোলা যখন হাসপাতালে আঘাত হানে, তখন অসংখ্য শিশুর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।'

আল-জাজিরায় সম্প্রচারিত ভিডিওতে দেখা গেছে, বহুতল হাসপাতাল ভবন থেকে গাঢ় ধোঁয়ার কু–লী উঠছে। চারদিকে কেবল মানুষের আর্তনাদ। হাসপাতাল ও এর আশপাশে নারী-শিশুসহ মানুষের নিথর দেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ভবনের চারপাশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ফিলিস্তিন অভিযোগ করছে, ইসরায়েল হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাই আকাইলা বলেন, ইসরায়েলই হাসপাতালে 'গণহত্যা' চালিয়েছে। হামাস বলছে, হাসপাতালে নিহত ব্যক্তিদের অধিকাংশই বাস্তুচ্যুত মানুষ।

কিন্তু ইসরায়েল অভিযোগ অস্বীকার করে উলটো প্রথমে হামাস এবং পরে ফিলিস্তিন ইসলামিক জিহাদের (পিআইজে) যোদ্ধাদের এই হামলার জন্য দায়ী করেছে।

ইসরায়েল পরে একটি ভিডিও চিত্র প্রকাশ করে বলেছে, হাসপাতালে হামলার এই ভিডিও ড্রোন দিয়ে ধারণা করা। এটা দেখিয়ে তারা দাবি করছে, ইসরায়েল এই হামলার জন্য দায়ী নয়। কারণ, হাসপাতাল ভবনে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র বা বোমা হামলার চিহ্ন নেই।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত বুধবার ইসরায়েল সফরে গিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের পর তাদের সুরেই কথা বলেছেন। তিনিও দাবি করছেন, ইসরায়েল নয়, তৃতীয় কোনো পক্ষ এই হামলা চালিয়েছে।

জো বাইডেনের এই সফরকালে মিসর থেকে গাজায় মানবিক ত্রাণসহায়তা নিয়ে যেতে বাধা না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। আর গাজা ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের জন্য ১০ কোটি ডলার মানবিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

বাইডেন যখন ইসরায়েলে, তখনো হামলা চলেছে: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন তেল আবিবে নামলেন, তখনো গাজায় অবিরাম ইসরায়েলি বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণ চলছিল।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত বুধবার বিকেল পর্যন্ত পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েলি হামলায় ৩ হাজার ৪৭৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়, গত ১২ দিনের হামলার তুলনায় মঙ্গলবার হাসপাতালে হামলা ছিল ভয়ংকর। এই হামলা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিল, প্রথমে ইসরায়েলিরা নিজেদের বাড়িতে হত্যার শিকার হয়েছেন। এরপর ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনি পরিবারগুলো নিজেদের বাড়ি ও হাসপাতালে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে।

বাংলাদেশ হাইকমিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি স্মার্ট দেশ হওয়ার পথে এগিয়ে চলছে।

এসময় হাইকমিশনার বলেন, লন্ডন মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা চালুর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করা হয়েছে।

টাকায় বরকত বাড়ানোর ফুঁ'র নামে টাকা হাতিয়ে নিত তারা

এ.জে লাভলু, সিলেট : ২৫ সেপ্টেম্বর রোববার দুপুর। বড়লেখা পৌরশহরে পূবালী ব্যাংক বড়লেখা শাখা থেকে ৭৫ হাজার টাকা উত্তোলন করেন কাতার প্রবাসী ছুয়াব আলীর স্ত্রী ছাবিয়া বেগম। ব্যাংক থেকে বেরিয়ে তিনি পড়েন এক প্রতারক চক্রের ফাঁদে। চক্রটি টাকায় বরকত বাড়ানোর ফুঁ দেয়ার নামে ছাবিয়া বেগমের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় ৭৩ হাজার টাকা। পুরো ঘটনাটি ধরা পড়ে একটি সিসি ক্যামেরায়। ওইদিনই প্রবাসীর স্ত্রী ছাবিয়া বেগম বড়লেখা থানায় মামলা করেন। ছাবিয়া বড়লেখা উপজেলার সুজানগর ইউপির বড়থল গ্রামের কাতার প্রবাসী ছুয়াব আলীর স্ত্রী। মামলার পরই ঘটনাটি তদন্তে নামে পুলিশ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অবশেষে র‍্যাবের সহায়তায় প্রতারক চক্রের মূল হোতাসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বড়লেখা থানা পুলিশ। গত রোববার (১৫ অক্টোবর) রাতে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল শহর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মৃত তুফান আলীর ছেলে ইব্রাহীম (৫৩), তার ছেলে শরীফ মিয়া (৩০), একই উপজেলার মৃত মতি মিয়ার ছেলে শাহাবুদ্দিন (৩২), মৃত কলিম উল্লাহর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (৩৮) এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলার হাবিব মিয়ার ছেলে জুবায়ের (২৮)।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চক্রের মূল হোতা ইব্রাহিমসহ গ্রেপ্তারকৃতরা কাতার প্রবাসী ছোয়াব আলীর স্ত্রী ছাবিয়া বেগমের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে। পাশাপাশি কাতার প্রবাসীর কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়া কিছু টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া জুড়ীতেও এক নারীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলেও তারা স্বীকার করেছে।

সূত্র জানিয়েছে, ওই চক্রটি সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে টাকায় বরকত বাড়ানোর ফুঁ দেয়ার নামে অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। মূলত তারা নারীদের টার্গেট করে বিভিন্ন ব্যাংকের সামনে ওঁত পেতে থাকে। যে নারী তাদের ফাঁদে পা দেয় মূলত তার টাকাই হাতিয়ে নিয়ে তারা সটকে পড়ে। এই চক্রের মূল হোতা হিসেবে নেতৃত্ব দেন ইব্রাহিম।

জানা গেছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর রোববার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটের সময় ছাবিয়া বেগম পূবালী ব্যাংক বড়লেখা শাখা থেকে ৭৫ হাজার টাকা উত্তোলন করেন। টাকা উত্তোলনের পর তিনি ব্যাংক থেকে বেরিয়ে বড়লেখা পৌরশহরের লক্ষ্মী মিষ্টি ঘরের সামনে পৌঁছালে ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি হঠাৎ ছাবিয়ার মাথা ও মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, 'আমি নামাজ পড়তে আসি। এসময় ছাবিয়া ওই ব্যক্তির পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে গেলে এক যুবক তার পথ আগলে বলে, ওই বাবা কি বলেছেন? উনি অনেক বড় পীর। পরে ওই যুবক ছাবিয়ার পথ আগলে ওই ব্যক্তির নিকট নিয়া যায়। এসময় ছাবিয়া দেখতে পান ৫০ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি মধ্যবয়স্ক আরো এক ব্যক্তির টাকা হাতে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ফেরত দিচ্ছেন। তখন ওই ব্যক্তি ছাবিয়াকে বলেন, তোমার নিকট টাকা আছে। টাকাটা দেও। টাকা পড়ে (ফুঁ) দিই। টাকার বরকত হবে। তখন ছাবিয়া তার কাছে থাকা ৭৩ হাজার টাকা ওই ব্যক্তির হাতে দেন। পরে ওই ব্যক্তি টাকাগুলো একটি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে ছাবিয়ার ব্যানেটি ব্যাগে দিয়ে বলেন, পেছন দিকে তাকাবি না। সামান্য এগিয়ে যাওয়ার পর ছাবিয়া দেখতে পান তার ব্যানেটি ব্যাগের মধ্যে টাকা নেই। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, বোরকা পরা প্রবাসীর স্ত্রী ছাবিয়া বেগমের পাশে হলুদ টিশার্ট পরা মূল প্রতারকের সহযোগি এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। ডান পাশে পাঞ্জাবি পরা মূল প্রতারক টাকায় বরকত বাড়ানোর ফুঁ দিতে ওই নারীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এই ঘটনায় সুজানগর ইউপির বড়থল গ্রামের কাতার প্রবাসী ছুয়াব আলীর স্ত্রী ছাবিয়া বেগম থানায় মামলা করেন। এরপর পেয়ে বড়লেখা থানার এসআই আতাউর রহমান ঘটনাটি তদন্ত শুরু করেন।

চাঞ্চল্যকর রায়হান হত্যা মামলা

২০ লাখ টাকায় আপসের প্রস্তাব দেন কাউন্সিলর কামরান!

সিলেট প্রতিনিধি: পুলিশ ফাঁড়িতে নির্যাতন করে রায়হান আহমদ হত্যা মামলা ২০ লাখ টাকার বিনিময়ে আপোস করে নিতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) কাউন্সিলর মখলিসুর রহমান কামরান। এমন অভিযোগ করেছেন নিহতের মা সালমা বেগম।

চাঞ্চল্যকর এই মামলায় গত ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এমন অভিযোগ করেন। দুপুরে সিলেট মহানগর দায়রা জজ এ. কিউ. এম. নাসির উদ্দীনের আদালতে মামলার এক সাক্ষীর জেরা অনুষ্ঠিত হয়।

আদালতের কার্যক্রম শেষে রায়হানের মা সালমা বেগম বলেন, 'শুরু থেকেই মামলা তুলে নিয়ে আপস করার জন্য আসামিরা নানাভাবে আমাদেরকে চাপ দিচ্ছে। প্রলোভনও দেয়া হচ্ছে।

'এমনকি সিলেট সিটি করপোরেশনের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. মখলিছুর রহমান কামরানের মাধ্যমে ২০ লাখ টাকার বিনিময়ে আপসের প্রস্তাব দিয়েছে আসামিরা।'

তিনি বলেন, 'শওকত নামে স্থানীয় একজনের মাধ্যমেও ২০ লাখ টাকার বিনিময়ে আপসের প্রস্তাব দিয়েছিল আসামিরা। সবশেষ জেলগেটে আসামিদের সঙ্গে দেখা হলে রায়হানের চাচাকে ৫০ লাখ টাকার বিনিময়ে আপসের প্রস্তাব দেন এসআই আকবর। কিন্তু আমরা তাতে রাজি হইনি।'

তবে এমন অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করেছেন কাউন্সিলর মো. মখলিছুর রহমান কামরান। তিনি বৃহস্পতিবার বিকেলে বলেন, 'রায়হানের মায়ের এমন বক্তব্য সঠিক নয়। শুনেছি শওকত নামের স্থানীয় একজনের মাধ্যমে এ প্রস্তাব দিয়েছিল আসামিরা, আমার মাধ্যমে নয়।'

২০২০ সালের ১০ অক্টোবর মধ্যরাতে সিলেট নগরের বন্দরবাজার ফাঁড়িতে তুলে নিয়ে রায়হানকে নির্যাতন করা হয়। পরদিন সকালে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের নির্যাতনেই রায়হানের মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে রায়হানের স্ত্রী মামলা করেন। এরপর মহানগর পুলিশের একটি অনুসন্ধান কমিটি মামলার তদন্ত করে। তারা ফাঁড়িতে নিয়ে রায়হানকে নির্যাতনের সত্যতা পায়। ফাঁড়ির ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়াসহ চারজনকে ১২ অক্টোবর সাময়িক বরখাস্ত ও তিনজনকে প্রত্যাহার করা হয়। এরপর পুলিশি হেফাজত থেকে কনস্টেবল হারুনসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে মামলার তদন্ত সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। আর প্রধান অভিযুক্ত আকবরকে ৯ নভেম্বর সিলেটের কানাইঘাট সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পিবিআই ২০২১ সালের ৫ মে আলোচিত এই মামলার অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেয়। অভিযোগপত্রে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়াকে প্রধান অভিযুক্ত করা হয়।

অন্যরা হলেন- সহকারী উপ-পরিদর্শক আশেক এলাহী, কনস্টেবল মো. হারুন অর রশিদ, টিটু চন্দ্র দাস, সাময়িক বরখাস্ত এসআই মো. হাসান উদ্দিন ও এসআই আকবরের আত্মীয় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সংবাদকর্মী আবদুল্লাহ আল নোমান।

গত বছরের ১৮ এপ্রিল অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলায় অভিযুক্ত এক পুলিশ সদস্য উচ্চ আদালতের নির্দেশে জামিনে রয়েছেন। আবদুল্লাহ আল নোমান এখনও পলাতক। বাকি চার আসামি জেলহাজতে রয়েছেন। আবদুল্লাহ আল নোমানের বিষয়ে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও মালামাল ক্রোকের আদেশ তামিল করা হয়েছে।

বর্তমানে মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। এই মামলায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৫৬ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। মামলার মোট সাক্ষী ৬৯ জন।

বৃহস্পতিবার সিলেট মহানগর দায়রা জজ এ. কিউ. এম. নাসির উদ্দীনের আদালতে আসামি কনস্টেবল (বরখাস্তকৃত) মো. হারুন অর রশিদের পক্ষের আইনজীবী একজন সাক্ষীকে জেরা করেন। এই সাক্ষী আগেই আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। হারুন অর রশিদের আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার পুনরায় তাকে জেরা করা হয়।

রায়হান হত্যা মামলার বাদীপক্ষের প্রধান আইনজীবী ব্যারিস্টার এম এ ফজল চৌধুরী বলেন, 'সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ পর্যায়ে। সাক্ষী ৬৯ জন থাকলেও মারা যাওয়া ও বিভিন্ন কারণে কয়েকজন কমে গেছেন। সাক্ষী যারা বাকি রয়েছেন তারা চিকিৎসক, পুলিশ কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেট। আশা করছি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং বিচার প্রক্রিয়া শেষে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি হবে।'

সাড়ে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি ওসির!

সিলেট

প্রতিনিধি: আসন্ন দুর্গাপূজা ও কমিউনিটি পুলিশ ডে উদযাপনের নামে সাড়ে ১০ লাখ টাকা চাঁদা চেয়েছেন হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ নাজমুল হক কামাল। জেলার তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লিখিতভাবে নিজের পরিচয় ও সিল-স্বাক্ষর দিয়ে এই টাকা দাবি করা হয়। সরকারি বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও ওসির এমন কান্ডে জেলার সর্বত্র সমালোচনার ঝড় বইছে।

একজন থানার ওসি এভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে টাকা চাইতে পারেন কিনা জানতে চাইলে সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি শাহ মিজান শাফিউর রহমান শুক্রবার বলেন, 'এভাবে টাকা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। বিষয়টি সত্য হলে ওসির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শায়েস্তাগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ নাজমুল হক কামাল শায়েস্তাগঞ্জের অলিপুরে অবস্থিত হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জিএম (অ্যাডমিন), স্কয়ার ডেনিমস্ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তাফরিদ কটন মিলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে

সহযোগিতা

চেয়ে পৃথক তিনটি চিঠি লেখেন। ১০ অক্টোবর ওই চিঠিতে ওসির স্বাক্ষর রয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, 'শারদীয় দুর্গাপূজা ও কমিউনিটি পুলিশ ডে উপলক্ষ্যে প্রত্যেকের কাছে সাড়ে তিন লাখ টাকার হিসাব দেওয়া হয়। নাস্তা-পানীয় সরবরাহ করার বিষয় উল্লেখ করে পূজা ও কমিউনিটি পুলিশ ডে'র নামে টাকা চাওয়া হয়। তিনটি চিঠির ভাষা একই। চিঠিতে বলা হয়, 'আগামী ১৪ অক্টোবর (আজ) শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজা কমিটির সভাপতি, সহসভাপতি, কমিটির অন্যান্য সদস্যসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে একটি মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। পূজা সংক্রান্ত উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের নাস্তা এবং আপ্যায়নের জন্য বর্ণিত মালামাল সরবরাহ করে পুলিশের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করার অনুরোধ করা হলো। চিঠিতে ওসি কামাল খাবারের ৬টি আইটেমের উল্লেখ করেন। পূজা উদযাপনের নামে কাচ্চি বিরিয়ানি, জিলাপি, মিষ্টি, দই, পানি, বিভিন্ন প্রকার ফলের খরচ বাবদ ১ লাখ টাকা এবং একই চিঠিতে আলাদাভাবে আগামী ২৮ অক্টোবর কমিউনিটি পুলিশিং ডে উদযাপনের আড়াই লাখ টাকার ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়। পুলিশিং ডে'র কথা উল্লেখ করে প্রত্যেক চিঠিতেই ৫শ লোকের সমাগমের কথা বলা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের আপ্যায়নে নানা ধরনের খাবারের আয়োজনের কথা বলেন। এই আইটেমে রাখা হয়, কাচ্চি বিরিয়ানি, কেক, মিষ্টি, পানি ও বিভিন্ন প্রকার ফল। কমিউনিটি পুলিশ ডে

সোয়া কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি

সিলেটের সাবেক সাবরেজিস্ট্রার পারভিন কারাগারে

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে অবৈধভাবে দলিল রেজিস্ট্রি করে সরকারের ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার মামলায় সাবেক সাবরেজিস্ট্রার পারভিন আক্তারকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে সিলেট মহানগর দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করলে বিচারক এ কিউ এম নাসির উদ্দিন তাঁকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

দুদক সিলেটের আইনজীবী লুৎফুর কিবরিয়া শামীম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'কোম্পানির জায়গা ব্যক্তি মালিকানাধীন দেখিয়ে ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে একই দিনে ১২টি দলিল সৃষ্টি করা হয়। তাতে সরকার ১ কোটি ২৬ লাখ ৩৯ হাজার ২২৯ টাকা রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। এ ঘটনায় করা মামলায় পারভীন আক্তার পলাতক ছিলেন।'

মামলার নথিপত্র থেকে জানা গেছে, ২০২০ সালে সিলেট সদর অফিসে

কর্মরত ছিলেন সাবরেজিস্ট্রার পারভিন আক্তার। তখন একটি কোম্পানির নামে থাকা ১৫ একর বাড়ি শ্রেণির ভূমিকে ব্যক্তি মালিকানা ও টিলা শ্রেণি দেখিয়ে ভুয়া কাগজপত্রে ১২টি দলিল রেজিস্ট্রেশন করে দেন তিনি। বিষয়টি জানতে পেরে কোম্পানির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মনজারুল আলম চৌধুরী ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি ২২ জনকে আসামি করে সিলেট মহানগর বিশেষ জজ আদালতে মামলা করেন। মামলায় দলিল দাতাকে প্রধান ও সাবরেজিস্ট্রার পারভিন আক্তারকে ২ নম্বর আসামি করে ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

ভারত থেকে অনেকে কেন ইসরাইলের হয়ে যুদ্ধে যেতে চায়?

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : ভারতে নিযুক্ত ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত নওর গিলন বলেছেন, বহু ভারতীয় তাদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন এবং এর জন্য তিনি আপ্লুত।

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি এও উল্লেখ করেন যে, হামাসের সঙ্গে তার দেশের চলমান যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য বহু ভারতীয় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

তার মতে, এত সংখ্যক ভারতীয় যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হতে চেয়েছেন যা দিয়ে আরও একটা বাহিনীই বানিয়ে ফেলা যায়।

কিন্তু এত সংখ্যক ভারতীয় কেন যুদ্ধে যেতে চাইছেন বা ইসরাইলের পক্ষ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করছেন?

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাতকারে নওর গিলন বলেছেন, আমার কাছে এটা খুবই আশাপ্রদ ঘটনা, খুবই আবেগের ব্যাপার। প্রধানমন্ত্রীর (নরেন্দ্র মোদি) কাছ থেকে আমরা যে মাত্রার সমর্থন পেয়েছি, সেই শনিবার যখন পুরো চিত্রটাই পরিষ্কার হয় নি। তিনি বিশ্বের প্রথম নেতাদের মধ্যে একজন, যারা খুব

স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা জানিয়ে টুইট করেছিলেন। এটা আমরা কখনই ভুলব না।

ভারতের মন্ত্রী, বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও তিনি সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত।

এই সাক্ষাতকারেই তিনি বলেছেন, এটা ছবির একটা দিক। দূতাবাসের (ইসরাইলি দূতাবাস) সামাজিক মাধ্যমগুলো দেখুন। খুবই আশ্চর্যজনক। সবাই আমাকে বলছে যে আমি স্বেচ্ছাসেবক হতে চাই এবং আমি ইসরাইলের পক্ষে লড়াই করতে চাই- এই শক্তিশালী সমর্থন নজিরবিহীন।

গিলন বলেন, আমি স্বেচ্ছাসেবকদের (ভারতীয়দের) সঙ্গে আরেকটি আইডিএফ (ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী) গঠন করতে পারি।

শেষের বাক্যটি রাষ্ট্রদূত আক্ষরিক অর্থে বলেননি হয়ত। কিন্তু ইসরাইলের ওপরে হামাসের হামলার পর থেকেই অনেক ভারতীয় সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী পোস্ট করছেন যে তারা ইসরাইলের হয়ে যুদ্ধে যেতে চান।

ভারতে ইসরাইল দূতাবাসের এক্স-হ্যান্ডেলকে ট্যাগ করে যারা ইসরাইলকে সমর্থন করছেন, তার থেকে কিছু আবার রাষ্ট্রদূতে এক্স হ্যান্ডেলে রিপোস্ট করা হচ্ছে, ধন্যবাদও জানানো হচ্ছে।

কিছু সামাজিক মাধ্যমে আবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ দেখতে স্টেডিয়ামে ইসরাইলের পতাকা তুলে ধরে তাদের প্রতি সমর্থনের ডাকও দিচ্ছেন। বিশ্বকাপের মাঠ থেকে এরকম কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও করা হয়েছে।

এসব সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের অন্যান্য পোস্ট দেখলে আন্দাজ পাওয়া যায় যে এদের একটা বড় অংশই হিন্দুত্ববাদী এবং মুসলিম-বিরোধী।

সেকারণেই কি হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাইছেন তারা?

যেমন হামাসের হামলার পরেই যার পোস্ট বেশ ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে 'সনাতনী' বলে দাবি করা সেই চন্দন কুমার শর্মা সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ লিখেছেন যে তিনি 'ইসরাইলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ভারত সরকার আদেশ দিলে ভারতের প্রতিটি জাতীয়তাবাদী হিন্দু ইসরাইলে গিয়ে তাদের সমর্থনে যুদ্ধ করবে।

তারপর থেকে এ ধরনের আরও পোস্ট দেখা যাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে।

বিজেপি নেতা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ বলেন, অনেকে ইসরাইলের হয়ে যুদ্ধে যেতে চাইছে আর তারা হিন্দুত্ববাদের অথবা বিজেপি সমর্থক কী না, তা নিয়ে তার দল এখনই কোনও মতামত দিতে পারবে না। কিন্তু একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি বলতে পারি যে ইসরাইলের পাশে যে বহু ভারতীয় দাঁড়াচ্ছেন, তার দুটো দিক আছে।

প্রথমত হামলার ভয়াবহতার যে ছবি দেখা গেছে, সেটা বিশ্বের বহু দেশের সঙ্গে ভারতের নাগরিকদেরও নাড়িয়ে দিয়েছে। আর দ্বিতীয়ত ইহুদীদের প্রতি একটা সহানুভূতিও আছে ভারতীয়দের।

তিনি বলেন, ইহুদিরা তো হলোকস্টের মোকাবিলা করেছে। তারা সবথেকে বেশি অত্যাচারিত হয়েছে গত শতাব্দীতে। আবার ভারত এবং ইসরাইল দুটোই সুপ্রাচীন সভ্যতা। সেদিক থেকেও ভারতের মানুষদের একটা বড় অংশ ইসরায়েলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ অশ্বিনী কুমার মহাপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, হামাস নিজেদের লড়াইটাকে ইসলামের লড়াই হিসাবে তুলে ধরেছে। আর তাই হিন্দুত্ববাদীরা ইসলাম-বিরোধী জায়গা থেকে ইসরাইলের পাশে দাঁড়াচ্ছে।

হামাস আর ইসরাইলের লড়াইতে ভারতীয়রা দুইভাগ হয়ে গেছেন। হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম বিরোধিতার কারণে ইসরাইলের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। আবার মুসলমানরা হামাসের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

যদিও অনেক দশক ধরে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনের পক্ষেই থেকেছে, আর ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নব্বুইয়ের দশকে শুরু হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন নভেম্বর মাসে গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা ভোট রয়েছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যে যেখানে বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী। আবার আগামী বছর রয়েছে লোকসভা নির্বাচন।

তার আগে বিজেপি হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক আরও সংগঠিত করতে হিসাব কষেই ইসরাইল-হামাস সংঘাত নিয়ে মন্তব্য করছে বারবার।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও হামাসের প্রথম হামলার দিনেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে ভারত ইসরাইলের পাশে থাকছে। ওই মন্তব্যে কোথাও ফিলিস্তিন বা হামাসের নাম ছিল না।

মোদির ওই মন্তব্যের ছয়দিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ঐতিহাসিকভাবেই তারা ফিলিস্তিনকে সমর্থন করে এসেছে এবং সেই নীতির কোনও পরিবর্তন হয় নি।

আরব বিশ্বের কাছে ভারতের অবস্থান যাতে স্পষ্ট হয়, তার জন্যই সরকারীভাবে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানোর পুরনো অবস্থান আবারও জানানো হল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষ, ৬ বছরের শিশুকে কুপিয়ে হত্যা

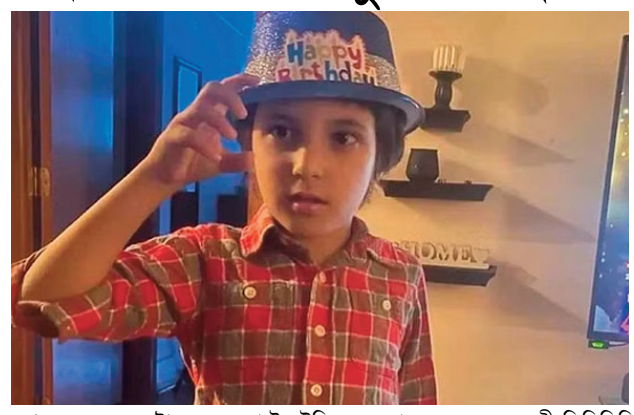

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে ছয় বছর বয়সী ফিলিস্তিনি মুসলিম শিশু ওয়াদেয়া আল-ফাইয়োমেকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার মা হান্নান শাহিন আহত হয়েছেন। গত শনিবার শিকাগো থেকে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের প্লেনফিলড শহরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ব্যবহার করেন, এমন ধরনের একটি ছুরি দিয়ে শিশুটিকে ২৬ বার আঘাত করা হয়েছে। অধিকারকর্মীরা একে 'বিদ্বেষমূলক হামলা' অভিহিত করেছেন। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে ইলিনয়ের ৭১ বছর বয়সী এক বাসিন্দাকে আটক করা হয়েছে। ছয় বছর বয়সী ওয়াদেয়া কয়েক সপ্তাহ আগে তার শেষ জন্মদিন পালন করেছে।

৯/১১-এ সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের ভয়ানক এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। সারাদেশেই তাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক ঘটনা বেড়ে যায় সে সময়। বিভিন্ন স্থানে তারা আক্রমণেরও শিকার হয়। দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইর হিসাবে, ওই বছর মুসলিম ও আরবদের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষজনিত অপরাধ বেড়ে যায় ১৭০০ শতাংশ; যার কিছু প্রভাব আজও রয়ে গেছে।

শনিবারের ঘটনা নিয়ে পুলিশ বলছে, ওয়াদেয়া ও তার মা মুসলিম হওয়ায় এবং হামাস ও ইসরায়েলিদের সঙ্গে চলমান সংঘাতের কারণে তাদের ওপর ওই ব্যক্তি নৃশংস হামলা চালায় বলে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছেন।

মুসলিমদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার থাকা কর্মীরা বলছেন, ফিলিস্তিন-ইসরায়েল চলমান সংঘাতের জেরে ওই শিশু ও তার মায়ের ওপর 'বিদ্বেষমূলক হামলা' চালানো হয়েছে।

উইল কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে, ৭১ বছর বয়সী সন্দেহভাজন জোসেফ সুবার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অপরাধ সংঘটন এবং প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে ক্ষতিসাধন চেষ্টার অভিযোগও আনা হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, নিহত শিশুটি ফিলিস্তিনের একটি মুসলিম পরিবারের সদস্য। শান্তিতে বসবাস, জ্ঞান অর্জন এবং প্রার্থনা করতে পারার আশা নিয়ে পরিবারটি যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে এমন ভয়ংকর বিদ্বেষমূলক কর্মকাণ্ডের কোনো জায়গা নেই বলেন তিনি।

এদিকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএসএনবিসি গত সপ্তাহে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামাসের হামলার পর তিন মুসলিম উপস্থাপকের অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সরাসরি জড়িত দুটি সূত্রের বরাতে এ খবর জানিয়েছে আরব নিউজ। এর আগে সেমাফোর নিউজ জানিয়েছিল, মেহেদি হাসান, আয়মান মহিদ্দিন ও আলি ভেলশিকে ইসরায়েলে হামাসের আক্রমণের পর নীরবে উপস্থাপকের চেয়ার থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

সেমাফোরের মতে, বামপন্থি নিউজ নেটওয়ার্ক এমএসএনবিসি 'দ্য মেহেদি হাসান শো'র গত বৃহস্পতিবার রাতের পর্বটি সম্প্রচার করেনি এবং বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার জয় রিডের শো পরিচালনা করার জন্য উপস্থাপক হিসেবে মহিদ্দিনের নাম বাদ দিয়েছে।

শুধু হামাস নয় ইসরাইলের ধ্বংস চায় আরো ১০ দল

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : শুধু হামাস নয় ইসরাইলের ধ্বংস চায় আরও ১০ দল। দখলদার ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে ধ্বংস করে নিজেদের ভূখণ্ড ফিরিয়ে নিতে ফিলিস্তিনে গড়ে ওঠে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল। যাদের প্রায় সবগুলোতেই আবার গড়ে উঠেছে সশস্ত্র শাখা। সবার উদ্দেশ্য একটাই ইসরাইলের দমন-পীড়ন-অত্যাচার ও মানচিত্রখেকো আগ্রাসন থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা। ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়তে প্রয়োজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে একসঙ্গে।

ইজ আল-দিন কাসেম ব্রিগেড (আইকিউবি)

হামাসের সামরিক শাখা ইজ আল-দিন কাসেম ব্রিগেড (আইকিউবি)। ফিলিস্তিনের ইজ আল-দিন কাসেম নামক একজন মুসলিম ধর্ম প্রচারকের নামানুসারে এই দলটির নামকরণ। ১৯৯১ সালের মাঝামাঝি সময়ে দলটি গঠন করা হয়। ইসরাইলের হাত থেকে ফিলিস্তিনিকে স্বাধীন করা ও ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই এর মূল লক্ষ্য। ইজ আল-দিন কাসেম ব্রিগেড ইসরাইলের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বড় বড় অভিযান পরিচালনা করে। এটিকে গাজার প্রথম বৃহত্তম সশস্ত্র দল হিসাবে অভিহিত করা হয়।

আল-কুদস ব্রিগেড (একিউবি)

আল-কুদস ব্রিগেড (একিউবি) ফিলিস্তিন ইসলামিক জিহাদের (পিআইজে) সশস্ত্র শাখা। হামাসের ইজ আল-দিন আল-কাসেম ব্রিগেডের (আইকিউবি) পর এটিই গাজার দ্বিতীয়

বৃহত্তম সশস্ত্র মুক্তিকামী দল। পশ্চিম তীরেও দলটির ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি রয়েছে। যেখানে প্রায়ই এটি ফাতাহের (ফিলিস্তিনের নেতৃস্থানীয় দল) আল-আকসা শহিদ ব্রিগেড এবং হামাসের কাসেম ব্রিগেডকে সহযোগিতা করে। আল-কুদস মূলত উত্তর পশ্চিম তীরের শহর নাবলুস এবং জেনিনে সক্রিয়। ১৯৯৫ সালে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ফাথি আল-শিকাকিকে ইসরাইলি বাহিনী হত্যা করে। এরপর থেকে একিউবি আত্মঘাতী বোমা হামলাসহ ইসরাইলি সেনাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযান চালায়। এটি ইসরাইলের বিরুদ্ধে গাজায় বেশ কয়েকটি যুদ্ধে লড়াই করেছে।

আল-নাসির সালিহ আল-দীন

গাজার সশস্ত্র বাহিনীর গ্রুপ পপুলার রেজিস্ট্যান্স কমিটির (পিআরসি) সশস্ত্র শাখা আল-নাসের সালাহ আল-দীন ব্রিগেড। যদিও বাস্তবে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে মনে করা হয়। পিআরসি বর্তমানে আবু ইয়াসির শশনেহের নেতৃত্বে রয়েছে। পিআরসি ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত। হামাসের ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড (আইকিউবি) এবং ইসলামিক জিহাদের আল-কুদস ব্রিগেডের (একিউবি) পরে আল-নাসির সালিহ আল-দীন গাজায় তৃতীয় বৃহত্তম সশস্ত্র দল। পিআরসি তারা হামাস এবং ইসলামিক জিহাদের (পিআইজে) শক্তিশালী মিত্র।

আল-আকসা শহিদ ব্রিগেড (এএমবি)

আল-আকসা শহিদ ব্রিগেড (এএমবি) ফিলিস্তিনের নেতৃত্বস্থানীয় দল ফাতাহর সশস্ত্র শাখা। ২০০০ সালের শেষ দিকে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে গঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে এটি গাজা ও পশ্চিম তীরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। লেবাননে ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরেও এর সদস্য থাকতে পারে। মুক্তিকামী এ দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত বা প্রকাশ্যে ফাতাহ দ্বারা সমর্থিত না হলেও অনেক ফাতাহ নেতা এএমবির সঙ্গে একটি অস্পষ্ট সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। গোষ্ঠীটি মূলত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইসরাইলি বাহিনী এবং ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের তাড়িয়ে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ধারণা করা হয়, কয়েকশ যোদ্ধা নিয়ে দলটি গঠিত হয়েছে।

মৃত্যু উপত্যকা গাজা

অবরুদ্ধ মানুষ, খাবার-পানিও পাচ্ছেন না

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে পুরো গাজা। একদিকে ইসরায়েলি বিমান হামলায় একের পর এক ধ্বংস হচ্ছে বসত ভবন, অন্যদিকে বিদ্যুৎ-খাদ্যসহ সবকিছু বন্ধ করে সর্বাত্মক অবরোধ জারি রাখায় মানুষ এখন খাবার পানিও পাচ্ছেন না। অবর্ণনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে জনপদজুড়ে। এ অবস্থার মধ্যেও ইসরায়েলি সেনারা যে কোনো মুহূর্তে স্থল ও নৌ-হামলার প্রস্তুতি নিয়েছে।

এক খবরে বলা হয়েছে, গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২ হাজার ৩২৯ জনে পৌঁছেছে। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৯ হাজার। ৯ দিন ধরে গাজা উপত্যকায় বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল।

এদিকে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা বলেছে, অবরুদ্ধ গাজা অধিবাসীদের জন্য পানি 'জীবন-মরণের বিষয়' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসরায়েল পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় তারা এ বিপাকে পড়েছেন। ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর ফিলিস্তিন রিফিউজিস ইন নিয়ার ইস্ট (ইউএনআরডব্লিউএ) গত শনিবার জানায়, পানি শেষ হয়েছে। ২০ লাখের বেশি মানুষ ঝুঁকিতে রয়েছেন। তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করতে এখনই গাজায় জ্বালানি সরবরাহ করতে হবে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় বিশুদ্ধ পানি ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের অভাবে ওয়াটার প্ল্যান্ট ও পাবলিক ওয়াটার নেটওয়ার্ক বন্ধ। ইসরায়েল গত বুধবার থেকে গাজায় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করেছে। যে কারণে পানি সরবরাহ করা যাচ্ছে না। ফিলিস্তিনিরা এখন কূপের নোংরা পানি ব্যবহার করছে। এতে পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে, যা গাজা অধিবাসীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আরেক খবরে জানানো হয়েছে, ফিলিস্তিনের গাজায় ৯ দিন ধরে চলছে ইসরায়েলের নির্বিচার বিমান হামলা। এতে বিধ্বস্ত হয়েছে উপত্যকাটি। নিহত হয়েছেন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি। হাসপাতালগুলোর মর্গে লাশ রাখার জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে আইসক্রিমের ফ্রিজারেও লাশ রাখা হচ্ছে। এক ভিডিওতে দেখা গেছে এমন চিত্র। তাতে দেখা যায়, আইসক্রিমের ফ্রিজারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক ব্যক্তি। তিনি জানান, মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকার আল-আকসা মার্টার্স হাসপাতাল থেকে কথা বলছেন। ইসরায়েলের হামলায় নিহতের সংখ্যা এত বেশি যে, হাসপাতালটির ছোট মর্গে লাশ রাখার জায়গা নেই। বিভিন্ন কারখানা থেকে খাবার ও আইসক্রিমের ফ্রিজার এনে তাতে মরদেহ রাখা হচ্ছে। একপর্যায়ে একটি ফ্রিজারের দরজা খোলেন ওই ব্যক্তি। দেখা যায়, ভিতরে ঠাসাঠাসি করে ব্যাগে ভরা মরদেহ রাখা আছে। তিনি বলেন, পরিস্থিতি দুর্বিষহ। হাসপাতালের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ধসে পড়েছে। মর্গ, লাশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা খুবই নাজুক।

শত শত ইসরায়েলি ট্যাংক মোতায়েন : গাজা উপত্যকার সীমান্তে শত শত ট্যাংক মোতায়েন করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। জানা গেছে, গাজায় স্থল হামলা শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে ট্যাংকগুলো মোতায়েন করা হয়েছে। শিগগিরই এ হামলা শুরু হবে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের সশস্ত্র বাহিনী। এর আগে শনিবার এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের সশস্ত্র বাহিনী জানায়, জল-স্থল-আকাশ- তিন দিক থেকেই হামলা চালাতে প্রস্তুত তারা। তবে এ হামলা কখন শুরু হবে সুনির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি।

অন্য এক খবরে বলা হয়, বিমান থেকে বর্বর হামলার পাশাপাশি গাজায় স্থল ও নৌপথে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিলেও দ্বিধায় রয়েছে তারা। কারণ ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সামরিক শাখা আল কাসসাম ব্রিগেড একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করে দেখিয়েছে, গাজায় ইসরাইলি স্থল অভিযান শুরু করা মাত্র তাদের পরিণতি কী হতে পারে।

জেরুজালেমবাসী ফিলিস্তিনি তরুণের বক্তব্য

'যা খুশি তাই করছে' ইসরাইলি বাহিনী

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : হামাসের অভিযানের পর থেকেই ফিলিস্তিনের ওপর চরম খ্যাপেছে ইসরাইলি বাহিনী। একের পর এক আক্রমণ চালাচ্ছে। করুণ অবস্থায় দিন পার করছেন গাজার বেসামরিক নাগরিকরা। গাজাবাসী ছাড়াও ইসরাইলিদের হয়রানির শিকার জেরুজালেমের ফিলিস্তিনি বাসিন্দারা। হামাস অভিযানের পর জেরুজালেমের 'ওলড সিটি'তে ইসরাইলি বাহিনীর উত্যক্তের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব জেরুজালেমের প্রাচীরঘেরা এলাকাটির প্রবেশপথে প্রতিনিয়ত তিক্ত অভিজ্ঞতার সাক্ষী হচ্ছে তরুণ ফিলিস্তিনিরা। শুধু শারীরিক নয়, মানসিকভাবেও হেনস্তা করা হচ্ছে তাদের। ব্যক্তিগত ফোন তল্লাশির পাশাপাশি শক্তিপ্রয়োগও করে থাকে ইসরাইলি বাহিনী। জিজ্ঞাসাবাদের নামে অশ্লীল মন্তব্য ও অপমান করছে। স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের ব্যক্তিগত গোপনিয়তায়ও হস্তক্ষেপ করছে। এককথায় নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো যা ইচ্ছে তাই করছে ইসরাইলি বাহিনী। এমনটাই জানিয়েছেন ওলড সিটির বাসিন্দা শারি। আলজাজিরা।

জেরুজালেমের 'ওলড সিটি'তে সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হচ্ছেন তরুণ ফিলিস্তিনিরা। অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের বার্গার রেস্তোরাঁয় কাজ করেন শারি (২৪)। কাজ সেরে প্রায় প্রতিরাতেই তাকে বাসায় ফিরতে হয়। কিন্তু বাড়ি ফেরার সময়ের ভোগান্তি তার কাছে রীতিমতো ভীতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারি বলেন, সেনারা এখন যা মনে চায় তা-ই বলেন। কখনো তারা জোরে চিৎকার করেন। পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেন। জবাবে কিছু বললেই আপনাকে নিয়ে সোজা থানায় চলে যাবেন তারা। শারি আরও বলেন, হামাসের হামলার আগে ইসরাইলি বাহিনীর নিয়মিত হয়রানি তবুও সহনীয় ছিল। এবার যা হচ্ছে তা একেবারেই অসহনীয়। ফিলিস্তিনি তরুণদের অধিকাংশই বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত থাকে। সেসব গ্রুপে চলমান যুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য এবং ইসরাইলবিরোধী মন্তব্য থাকে। সেসব ব্যক্তিগত ফোন জব্দ করে অত্যাচার চালানো হয়। ওলড সিটির প্রাচীরঘেঁষে বাড়ি ফিরছিলেন ২৩ বছর বয়সি আদনান বারাকা। তিনি জানান, বাড়ি যাওয়ার পথে প্রতিদিনই তিনি হেনস্তার শিকার হন।

ইসরাইলের গাজা দখল হবে বিরাট ভুল : বাইডেন

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, হামাসকে অবশ্য ধ্বংস করতে হবে। তবে একটি 'ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথও' থাকতে হবে। সিবিএসের ৬০ মিনিটস অনুষ্ঠানে সোমবার (যুক্তরাষ্ট্রের সময় রোববার) এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, হামাস 'হলোকাস্টের মতো বর্বরতায় সামিল হয়েছে।'

গাজায় যুদ্ধবিরতি হওয়া উচিত কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'জবাব দেয়ার অধিকার ইসরাইলের আছে।' তিনি এর মাধ্যমে কার্যত গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের প্রবল হামলার প্রতিই সমর্থন ঘোষণা করলেন।

তিনি বলেন, 'তাদেরকে হামাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। হামাস হলো ভীরুদের একটি দল। তারা বেসামরিক নাগরিকদের পেছনে লুকিয়ে আছে।' তিনি বলেন, ইসরাইলের ফের গাজা দখল হবে 'একটি বড় ভুল।' তিনি বলেন, 'এখানে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ থাকা উচিত। একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র থাকা দরকার।'

বাইডেন স্বীকার করেন যে ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার পর ইসরাইল এখনই সম্ভবত দ্বিরাষ্ট্র সমাধানে রাজি হবে না। তবে তিনি যুক্তি দেন যে জেরুসালেমকে বুঝতে হবে যে ফিলিস্তিনি জনগণের বিরাট অংশ হামাস ও হিজবুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে না।

যেভাবে গঠিত হলো হামাসের 'মিনি আর্মি'

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক সামরিক সংগঠন হামাস। ক্ষুদ্র এ সংগঠনটি গত কয়েক দশকে ইসরাইলে সবচেয়ে বড় অভিযান চালিয়েছে। আকস্মিক এ অভিযান প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে শক্তিশালী ইসরাইলী বাহিনী। দূরদর্শী পরিকল্পনায় অভিযান চালানো ছোট দলটিকে নিয়ে গত ৭ অক্টোবর শুরু হয় জোর আলোচনা। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী এ সংগঠনটির উত্থান হয়েছিল নব্বই দশকে। রয়টার্স, আলজাজিরা।

আজ থেকে ৩৫ বছর আগে গঠিত ছোট্ট সংগঠনটি বর্তমানে অনেক বেশি সুসংগঠিত। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পুরো গাজাজুড়ে। এর শক্তিশালী সামরিক শাখাও রয়েছে। হামাস সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় তারা (হামাস) একটি ছোটখাটো সেনাবাহিনীর সমান। এই সেনাবাহিনীর নিজস্ব সামরিক একাডেমি রয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা ইউনিট থেকে শুরু করে নৌ ও কমান্ডো বাহিনী পর্যন্ত রয়েছে হামাসের। ১৯৯০ সালে হামাসের ১০ হাজার সৈন্য থাকলেও বর্তমানে সবমিলিয়ে হামাসের সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাজার। রয়টার্স।

হামাস শুধু সেনাবাহিনী গঠন করেই থেমে থাকেনি। ২০০০ সালের গোড়ার দিকে

গাজা উপত্যকাজুড়ে হামাস বিস্তৃত টানেলের বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এই টানেল নেটওয়ার্কে হামাস বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-গোলাবারুদ মজুত করেছে এবং বিভিন্ন অস্ত্র তৈরির কারখানাও এখানে গড়ে তুলেছে। মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত একটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, হামাসের কাছে বিপুল পরিমাণ বোমা, রকেট, মর্টার ও বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।

নির্বাসিত হামাস নেতা আলি বারাকাহ বলেন, হামাস দীর্ঘদিন ধরেই ইরান এবং মিত্র হিজবুল্লাহর কাছ থেকে অর্থ, সামরিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা নিচ্ছে। পাশাপাশি আশপাশের বিভিন্ন দেশের ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছে। তিনি জানান, হামাস আগে ইরান এবং অন্যান্য দেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করলেও এখন গাজায় নিজস্ব অবকাঠামোতেই বিভিন্ন অস্ত্র উৎপাদন করতে পারছে। উদাহরণ হিসেবে আলি বারাকাহ হামাসের রকেট সক্ষমতার উন্নয়নের কথা জানান। তিনি বলেন, ২০০৮ সালে ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধের সময় হামাসের রকেটের পাল্লা ছিল মাত্র ৪০ কিলোমিটার। সেই পাল্লা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩০ কিলোমিটার বা তার বেশিতে।

'হামাস' শব্দের অর্থ 'উত্থান'। সংগঠনটি নিয়ে ধারণা শুরু হয় ১৯৮৭ সাল থেকে। বিশেষ এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই গঠিত হয়েছিল সংগঠনটি। সেই বছর ১০ ডিসেম্বর ৪ ফিলিস্তিনি দিনমজুরকে ট্রাকচাপা দেয় ইসরাইল সেনাবাহিনী। ঘটনাস্থলে সবাই নিহত হন। মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে ফিলিস্তিনে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এটিই ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক 'প্রথম ইন্তিফাদা' বা 'স্বাধীনতা আন্দোলন' নামে পরিচিত। আন্দোলনে অংশ নিতেই হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনের বাড়িতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৪ ডিসেম্বর প্রথমবার সংগঠনটির বিষয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অবশেষে ১৯৮৮ সালে হামাসের সাংগঠনিক দলিল প্রকাশ করা হয়। আত্মপ্রকাশের পর ৩৫ বছরে ধীরে ধীরে সংগঠনটি তাদের সামরিক শাখার আরও বিস্তৃতি ঘটাতে থাকে। ২০০৭ সালে ফাতাহর সঙ্গে আইনসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে হামাস গাজা উপত্যকার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। তবে অবরুদ্ধ গাজায় হামাসের বেড়ে উঠার পেছনে ব্যাপক সহায়তা করেছে ইরান। আর্থিক, সামরিক সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রযুক্তি দিয়েও সহায়তা করছে দেশটি। এমনকি যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেও সহয়তা করছে। হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, হামাস ইরানের কাছ থেকে সহায়তা হিসাবে ৭০ মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, 'আমরা সাধারণত স্বল্পপাল্লার রকেট নির্মাণ করে থাকি, কিন্তু আমাদের দূরপাল্লার সব রকেট আসে ইরান, সিরিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে।' ইরানের পাশাপাশি লেবাননের হিজবুল্লাহসহ অনেকেই হামাসকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে বলেও জানান তিনি।

হায়, এদেশের নির্বাচনী গণতন্ত্র!

এ কে এম শাহনাওয়াজ

মানতে হবে নির্বাচনে মানুষের আগ্রহ অনেকটা কমে গেছে। স্থানীয় নির্বাচনে যদিও কিছুটা আগ্রহ রয়েছে, জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বড়সংখ্যক মানুষের মনে তেমন উৎসাহ নেই। এজন্য শতভাগ দায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি, স্থানীয় নির্বাচন ঘিরে মানুষের মধ্যে একটি উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়ত। ছিল প্রার্থীদের মধ্যে নির্ভেজাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যারা নির্বাচনে প্রার্থী হতেন, তারা অধিকাংশই হতেন এলাকার বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। এখন স্থানীয় নির্বাচনও জটিল রাজনীতির বলয়ে আটকে গেছে।

দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হওয়ায় মুক্তচিন্তার অবকাশ আর অবশিষ্ট নেই। এখন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, পৌরসভা বা সিটি করপোরেশনের মেয়র ও কমিশনাররা জনগণের জন্য নন-জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের শক্তি হিসাবে রাজনীতি করেন। তাই সাধারণ মানুষের এবং এলাকার মঙ্গল চিন্তার চেয়ে দলীয় আদেশ পালনেই এসব 'জননেতার' অধিকাংশকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এছাড়া বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে এমপি পর্যন্ত বেশির ভাগ জননেতার প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তির চেয়ে ভীতি বেশি। তাদের কাছ থেকে বড় কিছু পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই মানুষের। বিগত দুই-আড়াই দশকের মধ্যে নির্বাচনি গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে। মানুষ ভাবতে বাধ্য হয়েছে, নির্বাচনের ক্ষমতাবান প্রার্থী বা দল সাধারণ মানুষের ভোট নিয়ে ভাবে না। নির্বাচন গড়াপেটা করার পথ তাদের চেনা।

প্রকৃত অর্থে আমাদের দেশে গণতন্ত্রচর্চা দুর্বল হয়ে যাওয়ায় এর স্বাভাবিক প্রভাব পড়েছে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায়ও। এদেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া-আসা করা প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। নানা পর্যায়ে বিএনপি সরকার গঠন করলেও গণতান্ত্রিক দৃঢ়তায় এগিয়ে যেতে পারেনি। অর্থাৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দৃঢ় করায় তেমন কোনো ভূমিকা রাখেনি।

আওয়ামী লীগকে নিয়ে মানুষের অনেক প্রত্যাশা ছিল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়েই নিয়মতান্ত্রিকভাবে আওয়ামী লীগের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সময়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি যে আস্থা ও ঐকান্তিকতা ছিল, পরবর্তীকালে এ ধারা আর অব্যাহত থাকেনি। এরপর আওয়ামী লীগ নেতারা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকা-এসব নিয়েই বেশি ব্যস্ত রয়েছেন। তাদের শাসনকালে দেশের অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নতি হলেও গণতন্ত্রকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর দায়িত্ব কেউ নেননি। ধীরে ধীরে দেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা আরও ভঙ্গুর হয়েছে। প্রকৃত রাজনীতিকের বদলে ব্যবসায়ী, আমলা ও হাইব্রিড নেতাদের দাপট বেড়েছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে নির্বাচনি রাজনীতিতেও। এসব কারণে নির্বাচনের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমাটাই স্বাভাবিক।

এমন বাস্তবতায় জাতীয় নির্বাচনের কাড়ানাকাড়া বাজছে। পাশাপাশি বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলোর নজরদারি চলছে বাংলাদেশের নির্বাচন এবং বিশেষ করে সরকারি দলের ওপর। বিষয়টি অনেকটা অভূতপূর্ব এবং আমাদের জন্য অপমানজনক। সাধারণ মানুষ অনেকেই মনে করছেন, আওয়ামী লীগের অতি উৎসাহী নেতাদের কর্মফল এখন খোদ আওয়ামী লীগ, আমরা এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভোগ করছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আওয়ামী লীগ নেতাদের কর্মের খেসারত কি এখন দিতে হচ্ছে না? নেতাদের মনে প্রকৃত গণতান্ত্রিক বোধ বেঁচে থাকলে, গণমানুষকে অবজ্ঞা করে কঠিন দলতন্ত্রে আটকে থাকতেন না। অনেক সময় পৃথিবীর কোনো কোনো দেশের উদাহরণ টেনে নেতা-নেত্রীরা দলতন্ত্রের পক্ষে সাফাই গেয়ে বেড়ান। কিন্তু বুঝতে চান না অন্য দেশের বাস্তবতা আর বাংলাদেশের বাস্তবতা এক নাও হতে পারে।

সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেন। এমন ভাবধারার বিভ্রান্ত ও সুবিধাবাদী মানুষ ছাড়া অন্যদের বিএনপির দিকে ঝোঁকার বাস্তব কোনো কারণ নেই। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষ সমর্থন ছাড়া তাদের হাতে বিকল্পও নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগের বহু নেতা দলতন্ত্রে আটকে গিয়ে এসব মুক্তচিন্তার মানুষের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াননি। এছাড়া দেশি-বিদেশি চাপের মধ্যে পড়তে হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীদের। বিএনপি নেতারা যখন বলেন, বিশ্বের কোনো দেশ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না-শুনে ক্ষোভ তৈরি হয়। আমাদের একান্ত নিজেদের ব্যাপারে বিশ্বনেতাদের নাক গলানোর এখতিয়ার আছে কি? এ থেকে কারও আনন্দ পাওয়া আত্মসম্মানবোধ না থাকারই নামান্তর। তবে এমন পরিস্থিতি সৃজন তো আমাদের সব পক্ষের রাজনীতির নীতিনির্ধারকদেরই কৃতকর্মের ফল।

আওয়ামী লীগকে এবার অন্তত সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করতে হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান স্পষ্টই জানিয়েছেন 'যে কোনোভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে'। তবে নির্বাচনকালীন সরকার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে হলে সরকারের আরও সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্বনেতারা তাকিয়ে থাকবেন নির্বাচন ব্যবস্থাপনার দিকে। কিন্তু সন্দেহ থেকে যায় নির্বাচন নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে কি না? লক্ষণ দেখে ঈশান কোণে কালো মেঘের ছায়া দেখা যাচ্ছে। দেশের রিজার্ভ ঘাটতি ও আর্থিক সংকট মোকাবিলায় সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ ও অযথা গাড়ি কেনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে পত্রিকায় খবর বেরোল নির্বাচনের আগে ইউএনও, ডিসিদের জন্য নতুন গাড়ি কেনা হচ্ছে। মানুষ বিস্মিত হলো। আবারও কি এই মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্বাচন গড়াপেটায় ব্যবহার করা হবে! এ কি কর্মকর্তাদের জন্য প্রথম কিস্তির 'ভেট'?

সরকারের উচ্চমহল জানে এ নিয়ে গুঞ্জন উঠবে। তাই আইনমন্ত্রী মহোদয়কে দিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কাজটি সারানো হলো। তিনি দায়সারাভাবে জানালেন, নির্বাচনের কাজে গাড়ি কেনার খুব প্রয়োজন ছিল। এতে তো মানুষ আরও গোলক ধাঁধায় পড়ছে। তাহলে কি ডিসি, ইউএনওদের গাড়ি সব একযোগে অচল হয়ে গেল! এখন যদি চলতে পারে, তবে নির্বাচনের সময় চলতে পারবে না কেন?

এমনিতেই তো নির্বাচনি কাজে অপব্যবহার করতে গিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনেককে মাথায় চড়ানো হয়েছে। এতে তাদের কর্মদক্ষতা কমেছে। এখন এসব আয়োজন করতে থাকলে নির্বাচন নিয়ে একটি প্রশ্ন তো আগে থেকেই তৈরি হবে। এমন করে নানাভাবে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয় বলে আমাদের দেশের নির্বাচনি গণতন্ত্র যথেষ্ট অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে।

পেশাজীবীদের নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠে। অর্থাৎ যখন ভাঙন ধরে, তখন সব পাড়ই ভাঙে। নিরপেক্ষ নির্বাচন এখন অনেকটাই অধরা। আমি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের একটি উদাহরণ এখানে নিয়ে আসছি। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরনের ছবি পাওয়া যাবে। তবে ২০১৭ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট থেকে সিনেট সদস্য নির্বাচনকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। যেহেতু এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত প্রায় ৪০০০ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের ভোটে নির্বাচন হবে, সেহেতু আশা করতে অসুবিধা নেই যে, এ নির্বাচনে অন্তত গণতন্ত্রের বিজয় হবে। গ্র্যাজুয়েটেরা সুচিন্তিত ভোটাধিকার প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক ধারাকে সমুন্নত রাখবেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বর্তমান ধারার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের চেয়ে ভালো কোনো নির্বাচন হয়নি সেটি। এ নির্বাচনটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এজন্য যে, নির্বাচিত সিনেট সদস্যদের ভোটে পরবর্তী উপাচার্য প্যানেল গঠিত হবে। তাই উপাচার্য পদপ্রত্যাশী শিক্ষক রাজনীতির ডাকসাইটে নেতারা যার যার শক্ত গ্রুপ তৈরি করে ফেললেন।

অনেক বছর আগে পাশ করে গিয়েছেন এমন অনেক গ্র্যাজুয়েট নির্ধারিত ফি দিয়ে নিবন্ধন করেননি। ভোটার হওয়ার জন্য যা জরুরি ছিল। অনেকে খবরও রাখেন না। শক্তিশালী শিক্ষক গ্রুপ এসব গ্র্যাজুয়েটের তথ্য সংগ্রহ করে নিজেরাই টাকা দিয়ে ভোটার বানিয়ে দেন। এভাবে প্রথম স্তরে ভোটার কেনার কাজটি হয়। এরপর লাখ লাখ টাকার ফান্ড তৈরি করে বিভিন্ন জেলায় সফর করে জনসংযোগ করতে থাকেন। সবশেষে একটি গোপন কাজ করেন। দেশের নানা অঞ্চলে থাকা ভোটারদের অনেককে ভোটের দিন ক্যাম্পাসে আসার জন্য গাড়ি ভাড়া করে দেন। অবস্থাভেদে বিমানের টিকিটও দেওয়া হয়। একদিন আগে নিয়ে এসে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে নানা প্রতিষ্ঠানের গেস্টহাউজ বুক করে ফেলে অর্থবিত্তে শক্তিশালী গ্রুপ। কড়া প্রহরায় তাদের রাখা হয়। যাতে প্রতিপক্ষ গ্রুপ এসব ভোটারের প্রভাবিত করতে না পারে। নির্বাচনের দিন শেষবেলায় কঠিন প্রহরায় তাদের নিয়ে এসে বুথে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ ভোটগুলোই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

এই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে নিরপেক্ষভাবে ভোটারের মতামতের প্রতিফলন কোথায়! এমন বাস্তবতায় এ ধারার নির্বাচনি গণতন্ত্র কি গ্র্যাজুয়েটদের মতামতের প্রকৃত প্রকাশ ঘটল? একে কীভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ বলা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটদের ভোট যদি এভাবে কেনা যায়, তাহলে আমজনতা অনেকের ভোট কেনা বা তাদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে নিবৃত করা কঠিন কি? তাছাড়া দলমতে বিভাজিত মানুষ কি প্রার্থীর বা দলের গুণ দেখে মুক্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন?

গতকাল (১৬ অক্টোবর) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধির জন্য নির্বাচন হয়ে গেল। কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া দুটি প্যানেল হয়েছিল। বরাবর এমনই হয়। একটি ভিসিপন্থি শিক্ষকদের প্যানেল; নিজেদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক বলে থাকেন যারা। অন্যটি বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের প্যানেল। বিএনপি আমল এবং ভিসি বিএনপিপন্থি হলে বিষয়টি আবার একইভাবে উলটে যায়। এবার একটু মজা পেলাম। ভিসিপন্থি প্যানেল যথারীতি 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শের' নামে নীল কাগজে লিফলেট বের করেছে। অন্যটি সাদা কাগজে বিএনপিপন্থিদের লিফলেট। কিন্তু তা নির্ভেজাল নয়। বিএনপির তালিকায় অনেক নাম আছে, যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ব্যানারে ছিলেন। না, তারা বিএনপি হয়ে যাননি। এক বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসারীদের বিপক্ষে আরেক বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকরা দাঁড়িয়েছেন। অন্য জায়গা না পেয়ে সাদা লিফলেটে ভর করেছেন। এভাবে সুশিক্ষিতজনের ভেতরেও আদর্শের জগাখিচুড়ি প্রকাশিত হয়। এসব বাস্তবতা দর্শনে সব স্তরের ভোটার সব ধারার নির্বাচনের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে ফেলছে। এ অবস্থায় আসন্ন জাতীয় সংসদের নির্বাচনে সাধারণ ভোটার কতটুকু উৎসাহিত হয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আপনাদের 'বেহেশতে' মানুষের জায়গা কোথায়?

সুলতানা কামাল

সকালের অবসরে টেলিভিশনে খবর শুনছিলাম। শিরোনামে দেখতে পেলাম 'চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গেলেন রাষ্ট্রপতি।' খবরটা দেখে মানবিক কারণেই খারাপ লাগল রাষ্ট্রপতির অসুস্থতায়। আমি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। তবে কিছুদিন আগে শুনেছি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির প্রশংসা করেছে। স্পষ্টতই সেই উন্নতি রাষ্ট্রপতি পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। আমার জানাশোনা বন্ধুবান্ধব কষ্ট করে হলেও সাধ্যে কুলালে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার কথাই চিন্তা করেন।

অবধারিতভাবে বলা হবে, দরিদ্ররা চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির সুফল পাচ্ছে বা পাবে। সেটাই কথা। দরিদ্রদের জন্য একটা স্তর পর্যন্ত উন্নত মান, কিন্তু সেটা ধনী বা ক্ষমতাশালীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। দুঃখটা হলো, সব ব্যবস্থার মতো ধনী এবং দরিদ্রের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানেও আকাশ-পাতাল তফাত থাকবেই–সেটা বাস্তবতা বলে মেনে নেওয়ার পরামর্শ আসবে। এসব কথা যখন ভাবছি তখনই আমার এক সহকর্মী এলেন। কথায় কথায় তিনি বাজার করতে গিয়ে তাঁর পরিবারের এক সদস্যের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। ভদ্রলোকের তালিকায় একটি পদ ছিল 'শাক'। তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী তিন আঁটি শাক কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দাম শুনে দুই আঁটি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

আমাদের সবারই খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন একটি-দুটি পদ ছেঁটে দিতে হচ্ছে। মাছ-মাংস দৈনন্দিন খাবার থেকে সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক হয়ে গেছে। সবজি কম কম করে খেতে হচ্ছে। শাকও পর্যাপ্ত কেনার সাধ্য নেই। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোলাও-কোরমার উৎসব আর বিলানোর খবরও চোখে পড়ে বা শুনতে পাই। শুনি, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিশ্বাসও করি বাজারের অবস্থা দেখে। কোনো খাবার পাওয়া যায় না বলে দেখিনি। হাতে পর্যাপ্ত টাকা থাকলেই সবকিছু সুলভ হয়ে ওঠে। মুশকিল টাকা না থাকা বা কম থাকা মানুষদের। নীতিনির্ধারকরা স্বীকার করছেন, সিন্ডিকেটের কারণেই দ্রব্যমূল্যের এই লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি।

মন্ত্রীরা কেউ কেউ বেশ খোলামেলাই বলছেন, তাদের পক্ষে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। তারপরও ওই পদে অধিষ্ঠিত থাকা তাদের খুবই জরুরি। একজন মন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন, 'আপনারা তো বেহেশতে আছেন।' কিছু মানুষের জন্য তো এটি সত্যই। ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের করের পয়সায় দৈনন্দিন জীবন থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাভোগী জীবন যাপন করতে পারলে বেহেশতে থাকার স্বাদ তো পাওয়া যেতেই পারে। জনগণের জমা করা টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করে দেওয়ার পরও সরকার তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে না চাইলে বা না পারলে তারা তো বেহেশতের সুখ পেতেই পারেন।

সাধারণ মানুষ যখন প্রতিদিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হওয়ার লড়াই থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপাত করছে, তখন নির্বাচন পরিচালনায় প্রয়োজনের অজুহাতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের গাড়ি কিনে দেওয়াটা 'বেহেশতি' সওগাত তো বটেই! এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যেখানে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে, অসুবিধায় রেখে গুটিকয় ব্যক্তিকে আইনি-বেআইনি সুবিধা দেওয়া হয়েছে বিলাসী জীবনযাপনের জন্য।

বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য এখন ভয়ানক অবস্থায় চলে গেছে। শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্য নয়; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, সামর্থ্যের বঞ্চনা–সব মিলিয়ে সমাজের মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আজ দিশেহারা। বলতেই হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করা একটি দেশ, যার আদর্শের ভিত্তিই ছিল সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার আর সব মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখা; সেই দেশের কিছু মানুষকে সাধারণ জনগণের শ্রম সস্তায় বিক্রি করে, তাদের কষ্টের অর্জিত সম্পদ অবাধে লুট করতে দিয়ে, অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে 'বেহেশত'-এ রাখার জন্য সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দাবিদার রাজনীতিকদের ক্ষমতায় দেখতে চায়নি। তাদের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল ভিন্ন।

সামনে নির্বাচন। একবার কি তারা তাদের আচরণ ও কথায় অন্যেরা কে কী করেছে বা করে, এই আচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে আসবেন? তারা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে, কোনো অপশক্তির সঙ্গে আপস না করে, নিজেদেরই ঘোষিত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অবিচল থেকে সবার জন্য বাসযোগ্য একটি দেশ গঠনে নিয়োজিত হওয়ার বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যয়ের প্রতিফলন ঘটাতে পারেন না?

সুলতানা কামাল: মানবাধিকার কর্মী

এ কে আব্দুল মোমেন : সাংবাদিকই যে মন্ত্রীর প্রতিপক্ষ!

মোহাম্মদ শাকিল উদ্দিন

অনেক সাংবাদিকের পরিপক্কতার অভাব আছে।ঃ ১ ডিসে"র ২০২২, প্রথম আলো। মিডিয়ার কারনে পাত্তা পাচ্ছেছ বিদেশিরা।ঃ ৪ জানুয়ারী ২০২৩, নিউজ বাংলা২৪। আপনারা সব সময় ময়লা খোঁজেন।ঃ ২৭ জুলাই ২০২৩, ঢাকা পোস্ট । সাংবাদিকরা আমার বক্তব্য অতিরঞ্জিত করেছেন। ঃ ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৩, সমকাল। উপরোক্ত এমন অসংখ্য বক্তব্য কোন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্তির নয়, তিনি একজন আর সে হলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। রাজনৈতিক দলের পতিপক্ষ রাজনৈতিক দল। এটাই স্বাভাবিক হলেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের কাছে প্রধান প্রতিপক্ষ যেন সাংবাদিকরা। যে কোন বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বিষয়ে কোন না কোন মন্তব্য থাকবেই। ২০১৮ সালের তথাকথিত রাতের ভোটের মাধ্যেমে ক্ষমতায় আসার পর এ টার্মে আওয়ামীলগ সরকার তাদের মন্ত্রীসভায় যে কজন হাইপ্রফাইল মন্ত্রী নিয়োগ দেন তাদের মধ্যে এ কে আব্দুল মোমেন অন্যতম। বড় ভাই সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিতের কারনে তার পরিচয় পেতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি জনগনের। দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত থাকা এ সাবেক কুটনীতিকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগে অনেকে মনে করেছিলেন রাতের ভোটে আওয়ামীল ক্ষমতায় আসলেও পররাষ্টমন্ত্রী হিসেবে অব্দুল মোমেনের নিয়োগ যথার্থ হয়েছে। কিন্তু গত ৫ বছরে সে ধারনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন যে মিথ্যা প্রমানিত করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজ বিদেশের মাটিতে রাষ্ট্রকে রিপ্রেজেন্ট করা কিন্তু এ কে আব্দুল মোমেন সাহেবের মুল কাজই যেন ছিল শেখ হাসিনার অবৈধ সরকার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তি দেশের স্বার্থ রক্ষা করা। আর তার এ গোপন উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে যায় গত বছর। হিন্দু সম্প্রদায়ের আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি প্রকাশ্যে বলেন তিনি ভারতে গিয়ে শেখ হাসিনা সরকারকে টিকিয়ে রাখতে কি কি বলেছেন। তার এ বক্তব্য ভাইরাল হবার পর নিন্দার ঝড় উঠে, এমনকি নিজ দলের লোকজনও বলতে শুরু করেন তিনি আওয়ামীলীগের কেউ নন। সুষ্ঠু গনতান্ত্রিক কোন দেশ হলে তার এ বক্তব্যের জন্য তার মন্ত্রীত্ব চলে যেতো, হয়তো জেলও হতে পারতো। কিন্তু বাংলাদেশ শেখ হাসিনার এক নায়কতন্ত্রে পরিচালিত হওয়ায় তিনি পদে এখনও বহাল রয়েছেন। । তবে তার এ বক্তব্যের ব্যাপারে পরবর্তিতে সাংবাদিকরা যখন তাকে প্রশ্ন করেন তিনি ১৮০ ডিগ্রি টার্ন করে বলেন তিনি ঐ ধরনের কোন কথা বলেন নি। বর্তমানের অনলাইনের যুগে একবার যদি কোন বিষয় নেটে ছড়িয়ে পড়ে তা মুছে ফেলা অসম্ভব আর মন্ত্রীর বয়ান ইউটিউবে ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার পরেও অস্বীকার করছেন। সাংবাদিকদের প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘৃণা হয়তো সে ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু যা তিনি ভুলতে পারেন না।

চলতি বছরেরর এপ্রিলে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্থনি ব্লিঙ্কেনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে। সে বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবেগে বেশ কিছু কথা বলেন ব্লিঙ্কেনের কাছে। তিনি বলেন যে সময়ে তার থাকার জায়গা ছিলোনা, চাকুরী ছিলনা, আমেরিকা তাকে থাকার জায়গা, চাকুরী দিয়ে সহায়তা করেছে যার কারনে তিনি অনেক কৃতজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি। আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া পররুর দুটি রাষ্ট্রের বৈঠকের মধ্যে কেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার নিজের ব্যাক্তিগত জীবনের কথা তুলে এনেছিলেন তা তিনি স্পষ্ট করেন নি । তবে সে বৈঠকে যেহেতু আমেরিকা বাংলাদেশের সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহনমূলক একটি নির্বাচন প্রত্যাশা করে বলে জানিয়েছে, তাই পররাষ্টমন্ত্রী বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের জানান তিনি বিএনপিকে নির্বাচনে যোগদানে আমেরিকার সহায়তা চেয়েছেন।

পরবর্তিতে আমেরিকা বাংলাদেশে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহনমূলক করতে যখন নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নেয়,

রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সহকারে পশ্চিমা দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতগন যখন লেভেল প্লেইং ফিল্ব তৈরী, বিরোধীদল ও মতের উপর নানাবিধ মামলা হামলা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চচার হলেন এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন তখন বলা শুরু করলেন বিদেশী রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রদূতগন আন্তর্জাতিক অহিন লঙ্ঘন করছেন। ব্লিঙ্কেনের কাছে বিএনপিকে নির্বাচনে যোগদানে সহায়তা চাওয়ার সময়ে কি তাহলে মোমেন সাহেব কি মিথ্যা বলেছিলেন?

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের যে কটি বড় কুটনৈতিক পরাজয় তার মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে ব্যার্থতা অন্যতম। এ কে আব্দুল মোমেন তার নেত্রী শেখ হাসিনার অবৈধ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার সহযোগী পার্শ্ববর্তি দুটি পরাশক্তিকে খুশি রাখতে রোহঙ্গিা প্রত্যবর্তনে ব্যার্থ হয়েছেন। তিনি ব্যার্থ হয়েছেন সীমান্তে শত শত ফেলানীদের হত্যা বন্ধ এবং এ জন্য দোষীদের বিচারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে। এসব ক্ষেত্রে তার অবস্থান এবং বক্তব্য এমন নিষ্ঠুর যেন তিনি বাংলাদেশের নয় পার্শ্ববর্তি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সাবেক অর্থমন্ত্রী আব্দুল মোহিতের সময় হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে লুট, শেয়ার বাজার লুট হলেও তিনি সাংবাদিকদের সামনে কঠিন প্রশ্নের সম্মুক্ষিন হলে রাবিশ বলে উড়িয়ে দিতেন তারই ছোট ভাই এ কে আব্দুল মোমেন সে ধারাবহিকতায় যে কোন প্রশ্নের সম্মুক্ষিন হলে তা সাংবাদিকেদর পাব্বা দোষারোপ করে কেটে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। ব্যার্থতার গ্লানি নিয়ে জবাবদিহিতা সহ্য করা কঠিন।

লেখক: সাংবাদিক

ছাত্রলীগের ‘মানবিক’ চাঁদাবাজিতে ইজ্জত যাচ্ছে কার?

মনোজ দে

গত শুক্রবার প্রথম আলোর অনলাইনে একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল, ‘জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসে ২০টি বাস আটকে ২০ হাজার টাকা নিয়ে ছেড়ে দিল ছাত্রলীগ’। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং বর্তমানে সংবাদমাধ্যমকর্মী মেহেদি রাসেল খবরটির স্ক্রিনশট দিয়ে তাঁর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘হতাশ হয়ে গেলাম! মাত্র ২০ হাজার।’ তাঁর এই পোস্টের নিচে বেশ কয়েকটি চোখা ও সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এসেছে, যা কৌতুক হিসেবে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। কিন্তু একে একে সেগুলো জোড়া দিলে ক্ষমতাকেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতির একেবারে গোড়ার সমস্যা খোলাসা হয়ে পড়ে।

মন্তব্যকারীদের নাম উল্লেখ না করে কয়েকটি মন্তব্য দেখে নেওয়া যাক–‘পার বাস ১০০০ টাকা খুবই সস্তা রেট’, ‘মানবিক’, ‘২০,০০০ টাকার ট্যাক্স-ভ্যাট কে দেবে?’, মানবতা আজও আছে, ‘আমিও হতাশ’, ‘মাত্র! মান ইজ্জত আর রইলো না’, নগদে বিশ্বাসী সম্ভবত, বিকাশে নই’, ‘এরা সম্ভবত শায়েস্তা খাঁর অনুসারী ছাত্রলীগের কর্মী, দ্রব্যমূল্যের বাজারে, মাত্র ২০ হাজার টাকা’।

যে ঘটনা থেকে বাস জিম্মি করে এই চাঁদা নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে, সেটি অবশ্যই গুরুতর অপরাধ। প্রথম আলোর খবর থেকে জানা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক ছাত্র আবদুল্লাহ আল সাদ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কর্মীও। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গাবতলী বাসস্ট্যান্ড থেকে ক্যাম্পাসে ফেরার জন্য সেলফি পরিবহনের একটি বাসে উঠতে যান সাদ। এ সময় তাঁকে বাসে উঠতে না দিয়ে ধাক্কা দেন চালকের সহযোগী। তখন সাদ মাটিতে পড়ে গিয়ে আঘাত পান।

সাদকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা দেওয়ার ঘটনাটি গুরুতর অপরাধ। বাংলাদেশের গণপরিবহনে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা অহরহ ঘটে। বাসের চালক ও সহকারীদের সঙ্গে শিক্ষার্থী আর যাত্রীদের বচসা, হাতাহাতি প্রায় প্রতিনিয়ত ঘটে। যে পক্ষ শক্তিশালী থাকে, সেই পক্ষ অপর পক্ষকে ধরাশায়ী করে। নিষ্ঠুরতা অনেক সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বাসের চালক-সহকারীরা শিক্ষার্থী কিংবা যাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেন। এতে প্রাণ হারানোর মতো মর্মান্তিক পরিণতিও হয়। একটা সভ্য সমাজে এ ধরনের নৃশংসতা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যক্তির যে অধিকার ও মর্যাদা আছে, সেটাই কেউ মানতে চায় না। আইনের শাসন নিম্নগামী হওয়ায় ক্ষমতার বড়াই ঊর্ধ্বমুখী। ফলে কে কার চেয়ে ক্ষমতায় বড়, এই প্রদর্শনই চলে সবখানে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কর্মকর্তা দাবি করেছেন কারা বাস আটক করে টাকা নিচ্ছেন, সেটা তিনি জানেন না। এভাবে না জানা কিংবা চুপ থাকা আর দুষ্কর্মের সহযোগী হওয়ার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ যে বাস আটকে চাঁদাবাজি করছেন, আর তাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রল হচ্ছে–ইজ্জত বাঁচাতে অন্তত ফোঁস করাটা শিখুন।

সাদকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার খবর ক্যাম্পাসে তাঁর সহকর্মীদের কাছে পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কথা নয়। এর জেরে পরদিন শুক্রবার ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অবস্থান নেন। একে একে সেলফি পরিবহনের ২০টি বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে সেগুলো আটকে রাখেন। পরে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান ওরফে লিটনসহ কয়েক নেতা। ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে বেলা দুইটার দিকে বাসগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়।

এ ঘটনার জের কাটতে না কাটতে গতকাল শনিবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থীকে হেনস্তার অভিযোগে লাব্বাইক পরিবহনের সাতটি বাস আটক করেন তাঁর সহপাঠীরা। প্রথম আলোর খবর জানাচ্ছে, শুক্রবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের এক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ঢাকায় যাচ্ছিলেন। হাফ ভাড়া নিয়ে বাসের সহকারীর সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। একপর্যায়ে বাসের সহকারী ওই ছাত্রীকে হেনস্তা করে।

এ ঘটনায় তাঁর সহপাঠীরা যাত্রীদের নামিয়ে সাতটি বাস আটক করে চালক ও সহকারীদের মারধর করেন। পরে প্রতিটা বাসের চালকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেগুলো ছেড়ে দেন। প্রথম আলোর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি একটি বাসের সহকারীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, তাঁর কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা নিয়ে বাসটি ছেড়ে দেন। এবার বাসের চালক ও সহকারীদের যাঁরা মারধর করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে যাঁরা টাকা নিয়েছেন, তাঁরা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী, না সাধারণ শিক্ষার্থী, সেটা জানা যায়নি। সাধারণ শিক্ষার্থী হলে দূষণ যে সর্বব্যাপী সংক্রামিত, তার দৃষ্টান্ত এ ঘটনা।

শুক্র ও শনিবার–বাস আটকের ঘটনা এ দুটি নয়। গত ২৫ জুলাই মাসে সাভার-আশুলিয়া রুটে চলাচলকারী ২৪টি লেগুনা ক্যাম্পাসে নিয়ে আটকে রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কয়েক নেতা। লেগুনার চালক ও মালিকপক্ষ অভিযোগ করে বলেন, প্রতিদিন প্রতিটি লেগুনা থেকে ২৫ টাকা করে চাঁদা দেওয়া হতো ছাত্রলীগকে। এই রুটে প্রতিদিন ২০০টি লেগুনা চলাচল করে। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতারা বলছেন এখন থেকে ১০০ টাকা করে চাঁদা দেওয়ার জন্য। চাঁদা আদায়ের বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় লেগুনাগুলো আটকে রাখা হয়। ছাত্রলীগ নেতাদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীর মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা লেগুনাগুলো আটক করেন। তিন দিন পর ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে লেগুনার মালিকেরা আলোচনায় বসেন। পরে লেগুনাগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বাস কিংবা লেগুনা আটকে রেখে চাঁদা নেওয়া যে একটা প্রবণতায় পরিণত হয়েছে, সেটা বলা চলে। পরিবহনশ্রমিকেরা যে দুর্ব্যবহার করেন, এটা সত্যি। গেটলক বা ওয়েবিল কিংবা অন্য কোনো সেবার নামে তাঁরা যে বাসভাড়া নিজেদের ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে নেন, সেটাও সত্য। এই দুর্মূল্যের বাজারে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষেই পুরো ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়।

আবার অনেক পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে এই প্রবণতাও আছে–শুক্রবার কেন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নেওয়া হবে? এসব অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা আর প্রশ্নের মীমাংসা কখনো আমাদের সরকার কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ করে না। ফলে শিক্ষার্থী ও পরিবহনশ্রমিক প্রাচীন গ্রিসের সেই গ্লাডিয়েটর খেলার মতো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান। যে যাঁর সুযোগমতো ক্ষমতা জাহির করেন। তাতে অবশ্য সাময়িক ও তাৎক্ষণিকভাবে ফায়দা নিতে পারে সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী। যেমন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা করেছেন।

বাস ও লেগুনাগুলো আটক করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব বলে একটা কিছু যে আছে, সেটা আমরা ঠিক ঠাওর করতে পারি না। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইজ্জত নিয়ে চিন্তিত। তিনি বলেছেন, ‘কিছু হলেই বাস আটক করে, পরে টাকা নিয়ে বাসগুলো ছেড়ে দেবে, এতে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইজ্জত নষ্ট হয়।’

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কর্মকর্তা দাবি করেছেন কারা বাস আটক করে টাকা নিচ্ছেন, সেটা তিনি জানেন না। এভাবে না জানা কিংবা চুপ থাকা আর দুষ্কর্মের সহযোগী হওয়ার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ যে বাস আটকে চাঁদাবাজি করছেন, আর তাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রল হচ্ছে–ইজ্জত বাঁচাতে অন্তত ফোঁস করাটা শিখুন।

ছাত্রলীগের নেতারা মানবিক ছাত্রলীগ গড়ে তোলার স্লোগান দেন। কিন্তু সেই স্লোগানের ইন্টারপ্রিটেশন যে ‘মানবিক’ চাঁদাবাজি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার উত্তর কী?

মনোজ দে: প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী

নান্দনিক আয়োজনে অনুষ্ঠিত ১৪তম কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস

ছবি: খালেদ হোসাইন

পাঁচটি বিভাগে মোট ৪৪টি অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে, কারি লাইফ এডিটর চয়েস রেস্টুরেন্টস অ্যাওয়ার্ডস, কারি লাইফ বেষ্ট রেষ্টুরেন্ট অ্যাওয়ার্ডস, কারি লাইফ বেষ্ট শেফ অব দ্য ইয়ার, বেষ্ট টেকওয়ে অব দ্য ইয়ার এবং কারি লাইফ রেকমেন্ডেড রেস্টুরেন্ট-২০২৩ । এটি ছিলো 'কারী লাইফ অ্যাওয়ার্ডস ও গালা ডিনার'এর ১৪তম আয়োজন । কারী ইন্ড্রাস্ট্রির অর্জন, সম্ভাবনা ও সংকট নিয়ে নিয়মিত প্রকাশনা ও বিভিন্ন দেশে 'ব্রিটিশ কারী ফেস্টিভ্যাল' আয়োজনের মাধ্যমে কারী লাইফ ম্যাগাজিন ইতিমধ্যে ব্রিটিশকারী ইন্ডাস্ট্রির বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মূখপত্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাজ্যের কালিনারি ক্যালেন্ডারের বার্ষিক অন্যতম সেরা আয়োজন হিসেবে স্থান করে নিয়েছে 'কারী লাইফ অ্যাওয়ার্ডস'।

যুক্তরাজ্যে কারী ইন্ডাস্ট্রির প্রেসটিজিয়াস এই অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে এবারও রেস্টুরেটার্স ও খাদ্যরসিকদের উপস্থিতি ছিলো দেখার মত। ৫ শতাধিক অতিথির এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ রাজনীতিক, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন কারী ইন্ডাষ্ট্রির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, রেস্টুরেন্ট মালিক ও শেফরা। বিকাল সাড়ে চারটা থেকেই শুরু হয় অতিথিদের আগমণ । সন্ধ্যা ৬টা হতেই অতিথিদের জঁমজমাট উপস্থিতিতে ভরে উঠে অনুষ্ঠানস্থল । রকমারী ও সুস্বাদু ক্যানোপির সাথে চলে অতিথিদের ছবি তোলা ও আড্ডা ।৭টায় শুরু হয় মূল আয়োজন ।যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে বছরে প্রায় ৪ বিলিয়ন পাউন্ডের অবদান রাখে কারি ইন্ড্রাষ্ট্রি। বিশাল এইরেস্টুরেন্ট সেক্টরের সেরাদের সম্মাননা জানানোর অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাষ্ট্রিজ (সিবিআই) এর সাবেক প্রেসিডেন্ট, হাউজ অব লর্ডসের সদস্য লর্ড করণ বিলিমোরিয়া। ল–ন বিষয়ক উপ-মন্ত্রী এবং টেক ও ডিজিটাল ইকোনোমি বিষয়ক পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি পল স্কালি এমপি । ওয়ার্থিং ওয়েস্টের এমপি ফাদার অব দ্য হাউস অব কমন্স স্যার পিটার বোটোমলি, সেন্ট অস্টেল অ্যান্ড নিউ কি আসনের এমপি, জুনিয়র লর্ড কমিশনার স্টীভ ডাবল এবং শ্যাডো ইনভেষ্টমেন্ট ও স্মল বিজনেস মন্ত্রী, বেথনাল গ্রীন অ্যান্ড বো আসনের এমপি রুশনারা আলী। স্যার বটমলি ও ষ্টিভ ডাবল এমপি তাদের এলাকার দুটি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী ব্যবসাকে সমর্থন জানানোর জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন । অনুষ্ঠানটি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন মুলধারার টিভি আইটিভির নিউজ রিডার লুকরেসিয়া মিলারিনি।

মঞ্চের আয়োজনের শুরুতে অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কারি লাইফ ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা। কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডসের ১৪তম আয়োজনটি একটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ ।চলতি বছর কারি লাইফ ম্যাগাজিন প্রকাশনার ২০ বছর পূর্ণ হয়েছে।

তিনি বলেন, তিনি এবং তাঁর ভাই সৈয়দ বেলাল আহমদ ১৯৭০ এর দশকে যুক্তরাজ্যে আসার পর কারির প্রতি ব্রিটিশদের আগ্রহের মাত্রা দেখে অবাক হয়েছিলেন । ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে কারির এই নতুন আবাস খুঁজে পাওয়ার বিষয়টিকে তাঁরা উদযাপন ও সামনে এগিয়ে নেয়ার আকাঙ্খা থেকে দুই ভাই মিলে ২০ বছর আগে কারিলাইফ ম্যাগাজিন শুরু করেন । এরপর ২০০৯ সালে শুরু করেন 'কারি লাইফ এওয়ার্ডস'। তিনি বলেন,এখন ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ব্রিটিশ কারির কদর করেন।কারণ ব্রিটিশ কারি একটি স্বতন্ত্র স্বাদ ও বৈশিষ্ট অর্জন করেছে এবং এর বৈচিত্র অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে।

রেস্টুরেন্ট সেক্টরের নানা চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে সৈয়দ নাহাস পাশা বলেন, রেস্টুরেন্ট সেক্টরের ন্যায্যদাবির পক্ষে কারি লাইফ টিম অব্যাহতভাবে ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাবে।

কোবরা বিয়ারের স্বত্তাধিকারী করণ বিলিমোরিয়া বলেন, করোনার ধকল কাটিয়ে উঠার আগেই শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেনযুদ্ধ। ফলে শুরু হয় মূল্যস্ফীতির চাপ। এর ওপর আছে কর্মী সংকট। কিন্তু এত চ্যালেঞ্জ স্বত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাজ্যের কারি সেক্টর। তিনি বলেন, রেস্টুরেন্ট পরিচালনা কেবল একটি ব্যবসা নয়, এটি নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাহণ। আবার অনেকের কাছে এটি পারিবারিক ঐতিহ্য। তিনি রেন্টুরেন্টগুলোর বিজনেস রেইট কমানোর জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান । লর্ড বিলি মোরিয়া বলেন, ব্রিটেনের অর্থনীতি ষষ্ট অবস্থানে হতোনা ইমিগ্র্যান্টদের অবদান ছাড়া। তিনি ইমিগ্রেশনের সংখ্যা বেড়ে গেছে বলে নেতিবাচক প্রচারণা বন্ধের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। রেষ্টুরেন্ট ও হসপিটালিটি সেক্টরসহ দেশের বিভিন্ন সেক্টরে কর্মী সংকটের দিকে নজর দেয়ারও আহবান জানান তিনি। ব্রিটিশ কারি ইন্ড্রাস্ট্রির মূখপত্র হিসেবে 'কারি লাইফ ম্যাগাজিনের বিশেষ ভূমিকার প্রশংসা করে করণ বিলিমোরিয়া বলেন, তাদের কল্যাণে এখন ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশে 'ব্রিটিশ কারি ফ্যাস্টিভেল' হচ্ছে। ব্রিটিশ কারির বৈচিত্রের কথা তারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরছেন। বিষয়টিকে অত্যন্ত চমৎকার বলে মন্তব্য করেন তিনি। গত বছরের শেষদিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'ব্রিটিশ কারি ফ্যাস্টিভেল' উপলক্ষে কারি লাইফ টিমের সঙ্গে বাংলাদেশ সফরের কথা স্মরণ করেন বিলিমোরিয়া । তিনি বলেন, নানা চ্যালেঞ্জ স্বত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

লণ্ডন বিষয়ক উপ-মন্ত্রী এবং টেক ও ডিজিটাল ইকোনোমি বিষয়ক পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি পল স্কালি এমপি বলেন, হসপিটালিটি বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য কভিড কালীন সময়ে হসপিটালিটি কাউন্সিল চালু করা হয়। এখন সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও এর প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সঙ্গে সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করা হয়। এটাই সমস্যা সমাধানে সমানে এগিয়ে যাওয়ার পথ এবং আমাদের মিলে মিশে কাজ করতে হবে । তিনি ইন্ডাষ্ট্রীর উদ্বেগের বিষয় যাতে সরকার শুনে সেটা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান স্পন্সর 'জাস্ট ইট'এর প্রতিনিধি মাট হপার বলেন, মূল্যস্ফীতিসহ জীবিকা নির্বাহের এই কঠিন সময়ে রেস্টুরেন্টগুলো বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি । তাই 'জাস্ট ইট' রেস্টুরেন্ট সেক্টরের বিজনেস রেইট অন্তত কয়েক বছরের জন্য ফ্রিজ রাখতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে অব্যাহতভাবে ক্যাম্পেইন করছে। এছাড়াও ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের স্বত্তাধিকারি ব্যারিস্টার লুতফুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

কারী লাইফ ম্যাগাজিনের এবারের আয়োজনও ছিলো নতুনত্বে ভরা। নজরকাড়া সাংস্কৃতিক আয়োজনের পাশাপাশি ছিলো সুস্বাদু নানা পদের খাবার। এওয়ার্ড বিজয়ীদের মঞ্চে নেয়া হয় বিশেষ মর্যাদায় । আবার পুরো অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

এবারের আয়োজনে হেডলাইন স্পন্সর ছিলো কাস্টোমারের কাছে রেস্টুরেন্টের খাবার পৌছে দেয়ার সেবা প্রদানকারী বড় প্রতিষ্ঠান 'জাস্ট ইট। আরো সহযোগিতায় ছিলো ইউনিসফট, ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড, কোবরা বিয়ার ও ট্রেভেল লিংক। অনুষ্ঠানে বিলেতের বাংলা প্রিন্ট এন্ড ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সিনিয়র সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: খালেদ হোসাইন

সিলেটে শমসের মবিন চৌধুরীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

বিশ্বাসঘাতক এহেন ব্যক্তিকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজারের মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে তার নমিনেশন বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর তিনি দীর্ঘদিন ঘাপটি মেরে বসে থেকে বর্তমান সময়ে যখন দেশের গণতন্ত্রকামী সকল রাজনৈতিক দল একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজপথে আন্দোলন করছে ঠিক তখন আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করার জন্য বিশ্বাসঘাতক শমসের মবিন চৌধুরী সরকারের ক্রীড়ানক হয়ে কথিত একটি কিংস পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে আবারো সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার খায়েস নিয়ে নানা অপতৎপরতা চালাচ্ছেন এবং যার ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ৭১ টিভিতে বিএনপি ও তার প্রার্থী সম্পর্কে চরম মিথ্যাচার করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জে বিএনপি এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী এবং আন্দোলন ও নির্বাচনের ব্যাপারে যেকোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। যা অর্থলোভী শমসের মবিনরা ইচ্ছে করেই আমলে নিচ্ছেন না। গোলাপগঞ্জ থানা বিএনপি আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে গোলাপগঞ্জ বিএনপি'র সভাপতি নোমান উদ্দিন মুরাদ সভাপতির বক্তব্যে বলেন, বিএনপি নেতা ফয়সল আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে শমসের মবিনের ফোনালাপকে চরম মিথ্যাচার উল্লেখ করে বলেন, আমার জানা মতে ফয়সল চৌধুরীর সঙ্গে কোনো ফোনালাপ হয়নি এবং এর কোনো সুযোগও নেই।

কারণ ফয়সল আহমদ চৌধুরী বিএনপি দলীয় একজন নিবেদিত প্রাণ নেতা এবং তিনি কখনো দলছুট বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। তিনি বলেন, পানি ঘোলা করে অশুভ ফায়দা হাসিলের পাশাপাশি ফয়সল চৌধুরীর জনপ্রিয়তা নষ্ট করতে সরকারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সমশের মবিন চৌধুরী গোটা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। গোলাপগঞ্জ উপজেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জ্বলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি আশফাক আহমদ চৌধুরী, মাহবুবুর রহমান ফয়সল ও গোলাম কিবরিয়া, বিএনপি নেতা জলিল মেম্বার, শাহজাহান আহমদ, তানজিম আহমদ, কামাল আহমদ প্রমুখ। অপরদিকে বিকালে বিয়ানীবাজারে পৌর বিএনপি'র সভাপতি জসিম উদ্দিন জুয়েলের সভাপতিত্বে ও বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিছবাহ উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক ছরওয়ার হোসেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান চেয়ারম্যান, আব্দুল মান্নান চেয়ারম্যান, মো. মানিক মিয়া, আলি আহমদ মেম্বার, পৌর বিএনপি'র সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, ফয়েজ আহমদ, সায়েক আহমদ চৌধুরী, নাজিম উদ্দিন, হোসেন আহমদ মেম্বার, ইরাদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩

টুর্নামেন্টে বেস্ট গোল কিপার হন চ্যানেল এস এর কামরুল হাসান এবং ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হন চ্যানেল এস-এর ওয়ালেদ বিন খালেদ। বেস্ট গোলদাতা হন বাংলা কাগজের আহমেদ কবির এবং ফেয়ার প্লে অব টুর্নামেন্ট পেয়েছে এলবি২৪ টিম।

টুর্নামেন্টে দুটি গ্রুপে ৮টি টিম অংশ গ্রহণ করে। সকাল ১১টা থেকে মাইল এন্ড ষ্টেডিয়ামে টুর্নামেন্ট শুরু হয়। দিনব্যাপি খেলা শেষে বিকেলে চ্যাম্পিয়ান ও রানার্সআপ দলের হাতে ট্রফি ও প্রাইজমানি তুলে দেওয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ, ট্রেজারার সালেহ আহমদসহ নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ। তাছাড়া ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাসনও পুরস্কার বিতরণীতে অংশ গ্রহণ করেন। ফুটবল টুর্নামেন্ট-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন চীফ কো-অর্ডিনেটর ড. জাকির খান, কো-অর্ডিনেটর ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটজ সেক্রেটারি মোঃ রেজাউল করিম মৃধা। সহযোগিতায় ছিলেন ক্লাবের ট্রেজারার সালেহ আহমদ, এসিসটেন্ট ট্রেজারার মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি মোঃ আব্দুল হান্নান, নির্বাহী সদস্য আহাদ চৌধুরী বাবু, আনোয়ার শাহজাহান, সারোয়ার হোসেন ও শাহনাজ সুলতানা।

টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারি ৮টি টিম হচ্ছে মোহামেডান, বাংলাদেশ প্রতিদিন, বাংলাপোস্ট এন্ড ইউকেবাংলা লাইভ, চ্যানেল এস, এলবি২৪, ওয়ানবাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড, বাংলা কাগজ বার্মিংহ্যাম ও সাপ্তাহিক দেশ। টিমগুলোর স্পনসর ছিলো প্রাইড অব এশিয়া, হোয়াইটাউন লন্ড্রি, ইমপ্রেশন ইভেন্ট হল, রিয়া মানি ট্রান্সফার, এনসিএল ট্যুর ও এল.সি.এম.টি। প্রধান স্পনসর ছিলো ওয়ার্কপারমিট ক্লাউড ও ড্রিম ব্যানকুয়েটিং হল। সহযোগিতায় ছিলো লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি ও মিন্ট ক্যাটারার্স। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্যে ভয়াবহ আকারে বাড়ছে

একই সময়ে ইহুদিদের সঙ্গে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৫১০টি যা মোট অপরাধের ১৭ শতাংশ, শিখ ও হিন্দুদের সঙ্গে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের ঘটনা ঘটেছে যথাক্রমে ৩০৮ ও ২৯১টি যা মোট অপরাধের ৩ শতাংশ। খ্রিস্টানদের সঙ্গে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের ঘটনা ঘটেছে ৬৪৯টি যা মোট অপরাধের ৭ শতাংশ।

২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত বিগত ১২ মাসের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডারদের সঙ্গে বিদ্বেষমূলক ঘটনা ঘটেছে মোট ৪ হাজার ৭৩২টি। পূর্বের তুলনায় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অপরাধের হার বেড়েছে ১১ শতাংশ। তবে সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষমূলক অপরাধ সংগঠিত হয়েছে গোষ্ঠীগত পরিচয়ের বিচারে। উল্লিখিত সময়ে ইংল্যান্ডে জাতীগত বিদ্বেষের ঘটনা ঘটে ১ লাখ ৮ হাজার ৪৭৬টি। তবে অপরাধের হার বিবেচনায় তা পূর্বের চেয়ে ৬ শতাংশ কমে এসেছে বলে প্রতিবেদনে দেখা যায়। স্থানীয় মুসলিমরা বলছেন, ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে মুসল্লি ও হিজাব পরা নারীদের ওপর নিয়মিতই হামলার ঘটনা ঘটছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের। ব্রিটিশ মুসলিম নাগরিকদের দাবি এসব ঘটনা আধুনিক ব্রিটেনের মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে না।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS

Legal Aid (Family, Housing & Crime)

Our contact: 07576 299951

Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

যুক্তরাজ্যে ভয়াবহ আকারে বাড়ছে ইসলাম-বিদ্বেষ

মসজিদগামী মুসল্লি ও হিজাবী নারীরা আতংকে

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর: যুক্তরাজ্যে ভয়াবহ আকারে বাড়ছে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের ঘটনা। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ফুটে উঠে এমনই দৃশ্য। এতে দেখা যায় দেশটিতে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের বড় অংশই সংগঠিত হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে।

হোম অফিসের প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৩ সালের মার্চে শেষ হওয়া বছরে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে মোট ১ লাখ ৪৫ হাজার ২১৪টি বিদ্বেষমূলক অপরাধ রেকর্ড করা হয়েছে। প্রতিবেদনে জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, যৌন আকাঙ্ক্ষা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও ট্রান্সজেন্ডার পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে বিদ্বেষের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে তথ্য বলছে, পূর্বের চেয়ে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের ঘটনা বেড়েছে ৯ শতাংশ। এ সময় দেশটিতে মোট ৯ হাজার ৩৮৭টি ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে পুলিশ। এসব ঘটনার সর্বোচ্চ ৩৯ শতাংশ ঘটে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। উল্লিখিত সময়ে ইংল্যান্ডে মুসলিম নাগরিক ও অভিবাসীদের সঙ্গে মোট ৩ হাজার ৪৫২টি। এ সময় দেশটিতে মুসলিমদের ওপর মোট ৩ হাজার ৪৫২টি হামলার ঘটনা ঘটে।

পৃষ্ঠা ২৩

গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজারে কুশপুত্তলিকা দাহ

সিলেটে শমসের মবিন চৌধুরীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

সিলেট, ১৭ অক্টোবর : সিলেটের গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজারে শমসের মবিন চৌধুরীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে। এ সময় সিলেট-৬ নির্বাচনী আসনে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজারে উপজেলা বিএনপি আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল শেষে প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে এ অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। বিএনপি'র নেতারা জানান, সম্প্রতি ৭১ টিভিতে এডিটর গিলড আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে শমসের মবিন চৌধুরী স্থানীয় বিএনপি এবং ফয়সল আহমদ চৌধুরী সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেন। তার এরূপ বক্তব্যে ক্ষুব্ধ বিএনপি দলীয় নেতাকর্মীরা প্রতিবাদ সমাবেশে বলেন, একসময় বিএনপিতে থাকা শমসের মবিন চৌধুরী দলের ক্রান্তিলগ্নে সরকারের দালালি করার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর নেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিকল্প ধারায় যোগদান করে গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজারে সংসদ নির্বাচন করার খায়েস করেন। কিন্তু দলছুট

পৃষ্ঠা ২৩

নান্দনিক আয়োজনে অনুষ্ঠিত ১৪তম কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস

যুক্তরাজ্যের সেরা শেফ ও রেস্টুরেন্ট মালিকদের সম্মাননা

বরাবরের মত চোখ ধাঁধালো নান্দনিক আয়োজনে যুক্তরাজ্যের বাছাই করা সেরা শেফ ও রেস্টুরেটার্সদের হাতে অ্যাওয়ার্ডস তুলে দিয়েছে কারী লাইফ মিডিয়া গ্রুপ। গত ১৫ অক্টোবর রোববার সেন্ট্রাল লন্ডনের অভিজাত লন্ডন ম্যারিয়োট হোটেলের সুপরিসর 'ওয়েস্টমিন্সটার বল রুম'এ অনুষ্ঠিত হয় কারী লাইফ অ্যাওয়ার্ডস ও গালা ডিনার-২০২৩।

পৃষ্ঠা ২৩

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩

চ্যাম্পিয়ন চ্যানেল এস, ওয়ানবাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড রানার্সআপ

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩। গত ১৫ অক্টোবর রোববার টাওয়ার হ্যামলেটসের মাইল এন্ড স্টেডিয়ামে দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। তুমুল প্রতিযোগিতামুলক আনন্দঘন এই ম্যাচে এবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চ্যানেল এস টিম। গতবারের মতো রানার্সআপ হয়েছে ওয়ানবাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড। ১-০ গোলে চ্যাম্পিয়ান হয় চ্যানেল এস। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হল চ্যানেল এস।

পৃষ্ঠা ২৩

আফগানিস্তানে ঘুমন্ত ৯ বেসামরিককে হত্যা করেছে ব্রিটিশ সেনারা

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর : যুক্তরাজ্যের বিশেষ বাহিনী আফগানিস্তানে রাত্রিকালীন অভিযানে ৯ জন বেসামরিক নাগরিককে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেছিল। সম্প্রতি একটি স্বাধীন তদন্তে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, নিহতরা সবাই বেসামরিক নাগরিক। যদিও ব্রিটিশ বিশেষ বাহিনী এসএএস দাবি করেছে, তারা আত্মরক্ষার স্বার্থে গুলি করেছিল।

ব্রিটেনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ধারণা, ব্রিটিশ সেনারা আফগানিস্তানে লড়াই করতে সক্ষম বয়সের যেকোনো পুরুষকে হত্যার নীতি গ্রহণ করে থাকতে পারে। কোনো ধরনের হুমকি না আসা সত্ত্বেও

পৃষ্ঠা ১৭

যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সভাপতি ঢাকায় আটক

দেশ ডেস্ক, ২০ অক্টোবর: যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সভাপতি গোলাম

পৃষ্ঠা ১৭

বিসিএর এজিএম ও নির্বাচন সম্পন্ন

ওলি খান প্রেসিডেন্ট, মিঠু চৌধুরী সেক্রেটারি, টিপু রহমান চীফ ট্রেজারার

বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের (বিসিএ) এজিএম ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ অক্টোবর লন্ডনের ইম্প্রেশন ইভেন্টস হলে সাড়ে চার শতাধিক বিসিএ সদস্যদের উপস্থিতিতে

পৃষ্ঠা ১৭

Editor: Taysir Mahmud

Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP

Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876

Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk